মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

জবাবদিহিতা • স্বচ্ছতা

বাংলাদেশ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের (ডেসা) বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত

পারফরমেন্স অডিট প্রতিবেদন

জানুয়ারি, ২০০২

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর অধীন

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের (ডেসা) বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত

পারফরমেন্স অডিট প্রতিবেদন

জুলাই, ১৯৯৩ - জুন, ২০০১

জানুয়ারি, ২০০২

নিরীক্ষা প্রত্যয়নপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন, ১৯৭৪ এর ১১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা) এর গ্রাহকসেবা, সিস্টেমলস এবং বিক্রয় ও বিতরণ পদ্ধতি মূল্যায়ন বিষয়ক পারফরমেন্স নিরীক্ষা সম্পাদন করা হইয়াছে। উক্ত নিরীক্ষায় উদঘাটিত বিষয়সমূহ এই নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পারফরমেন্স নিরীক্ষা দল পারফরমেন্স মূল্যায়ন বিষয়ক প্রয়োজনীয় সকল তথ্য এবং ব্যাখ্যা যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়াছে। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে আমি প্রত্যয়ন করিতেছি যে এই পারফরমেন্স নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্যাদি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ।

ঢাকা: ২২/১০/১৪০৮
তারিখঃ ৪/২/২০০২

স্বাক্ষরিত

(সৈয়দ ইউসুফ হোসেন)
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ।

মুখবন্ধ

পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সরকারী অর্থ ব্যয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে সূচিত আধুনিক এবং সাম্প্রতিক নিরীক্ষা কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যমান প্রথাগত নিরীক্ষার পাশাপাশি পারফরমেন্স অডিট চালু করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদনে সরকারী সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর মতামত ব্যক্ত করে। উল্লেখ্য যে প্রচলিত সংস্থাভিত্তিক আর্থিক ও নিয়মানুবর্তিতা নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের লেনদেন সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মসমূহ উদঘাটিত হলেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের চিত্র প্রতিফলিত হয় না, অর্থাৎ অর্থ ব্যয় ও সম্পদ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু মিতব্যয়িতা ও দক্ষতা (Economy & Efficiency) এবং উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু ফলপ্রসূতা (Effectiveness) অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে তা প্রচলিত নিরীক্ষায় প্রতিফলিত হয় না।

পারফরমেন্স অডিট প্রবর্তনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াসের অংশ হিসেবে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের অধীন পারফরমেন্স অডিট সেল (বর্তমানে পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর) থেকে ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা) এর ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০০-২০০১ পর্যন্ত সময়ের পারফরমেন্স সাধারণভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে। পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব মো: শাহাবুদ্দিন পাটোয়ারীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের পারফরমেন্স অডিট টীম কর্তৃক ১৭-৪-২০০১ তারিখ থেকে ৩০-০৯-২০০১ তারিখ পর্যন্ত ডেসার আওতাধীন বিভিন্ন অফিসে নিরীক্ষা কাজের পরীক্ষণ পর্যায় সম্পন্ন করা হয়।

রাজধানী হিসেবে ঢাকা দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাদের বিচরণ ক্ষেত্র এবং বৃহত্তর ঢাকার বিরাট এলাকায় রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপন, সকল বিদেশী দূতাবাসের অবস্থান এবং মেগাসিটি হিসেবে এশহরের প্রায় এক কোটি লোকের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণসহ ঢাকার আশে পাশের শিল্প এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অপরিহার্য। কিন্তু বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান সিস্টেম লস, উত্তরোত্তরভাবে রাজস্ব বকেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি, অসহনীয় লোডশেডিং এবং সর্বোপরি ক্রমাবনতিশীল গ্রাহকসেবা সরকার এবং দাতা সংস্থাসমূহের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক পর্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ এর মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাস, রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণসহ অধিকতর গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে পৃথক করে ১৯৯১ সনে ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা) প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের সরবরাহ কম হওয়ায় প্রতিনিয়ত সৃষ্ট বিদ্যুতের লোড শেডিং এবং বিদ্যুৎ ঘাটতি একদিকে যেমন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে নিরুৎসাহিত এবং চালু শিল্প কলকারখানার উৎপাদন ব্যাহত করছে অন্যদিকে তেমনি জনজীবনে দুর্ভোগের সৃষ্টি করছে। ফলে বিদ্যুতের লোড শেডিং এবং সিস্টেম লস সাম্প্রতিককালে সর্বাধিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বস্তুত সময়ের প্রেক্ষাপটে উক্ত গুরুত্ব বিবেচনা করেই বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সৃষ্ট "ডেসা" কে ২০০০-২০০১ সনের পারফরমেন্স অডিট পরিকল্পনার আওতাভুক্ত করা হয়।

আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ডেসার গ্রাহক সেবার মান, বিদ্যমান সিস্টেমলস, সিস্টেমলসের কারণ, বিক্রয় ও বিতরণ পদ্ধতি ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হলে ডেসার গ্রাহকসেবার মানের আশানুরূপ উন্নতিসহ সিস্টেমলস এবং বিদ্যুৎ-ঘাটতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে হ্রাসের মাধ্যমে ডেসা সৃষ্টির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

ঢাকা: ২১/১০/১৪০৮
তারিখঃ ৫/১১/২০০১

স্বাক্ষরিত
(অরুণাংশু সেন)
মহাপরিচালক
পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা

[redacted]

১.০ নির্বাহী সারসংক্ষেপ	১-৬	
উদঘাটিত বিষয়াবলী (ফাইন্ডিংস)	১-৪	১.১
সুপারিশ	৪-৬	১.২
২.০ ভূমিকা		
নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, নিরীক্ষা আওতা, নিরীক্ষা পদ্ধতি	৭-৮	২.১-২.৩
নিরীক্ষা নির্ণায়ক	৮-৯	২.৪
প্রতিষ্ঠান পরিচিতি	১০-১৩	২.৫
৩.০ টেকনিক্যাল ও সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী	১৫-১৬	৩.০
৩.০ সিস্টেম লস		
সিস্টেম লসের কারণ	১৭-১৮	৪.২
ডেসার টেকনিক্যাল লস	১৮-১৯	৪.৩
টেকনিক্যাল লস মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার কারণ	১৯-২০	৪.৪
নন- টেকনিক্যাল লসের কারণ	২১-২৫	৪.৫
মিটার টেম্পারিং হ্রাসে ডেসার পদক্ষেপ	২৫-২৭	৪.৫.৬
ডেসকো গঠন	২৮	৪.৬
ডেসার প্রকৃত সিস্টেমলস	২৯-৩২	৪.৭
ডেসার সিস্টেম লস কত হওয়া উচিত?	৩২	৪.৮
পুরস্কার / শাস্তি স্কীম	৩৩-৩৫	৪.৯
সুপারিশ	৩৫-৩৭	৪.১০
৫.০. গ্রাহক সেবা		
বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি	৩৭-৪০	৫.১
মিটার রিডিং	৪০-৪১	৫.২
গ্রাহকের অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি	৪১-৪৫	৫.৩
সুপারিশ	৪৫	৫.৪
লেজার সংরক্ষণ ব্যবস্থা	৪৫-৪৬	৫.৫
মিটার রিডিং	৪৭	৫.৬
জব ডিসক্রিপশন	৪৮	৫.৭
সুপারিশ	৪৮-৪৯	৫.৮
বিদ্যুৎ ব্যাহতি(Interruption) সংক্রান্ত অভিযোগ	৪৯	৫.৯
বিদ্যুৎ সংযোগ লাইনে ত্রুটির ধরণ	৪৯	৫.৯.১
বিদ্যুৎ ব্যাহতিকাল	৫০-৫৪	৫.৯.২
মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ	৫৪-৫৫	৫.১০.২
সুপারিশ	৫৫-৫৯	৫.১১
লোড- শেডিং	৬০-৬২	৫.১২
লো-ভোল্টেজ সমস্যা	৬১-৬৩	৫.১৩
সার্বিক গ্রাহক সেবা	৬৩	৫.১৪
সার্বিক পারফরমেন্স	৬৫-৭১	৬.০
সংলগ্নী	৭২-৭৩	--

১.০. নির্বাহী সারসংক্ষেপ

১.১. উদঘাটিত বিষয়(Findings)

- **নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহক বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার:**

  নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহককে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, তদবির, বার বার ডেসা অফিসে ধর্ণা দেয়া ইত্যাদি উক্ত হয়রানির অন্তর্ভুক্ত। আবেদন করার ১ মাসের মধ্যে সংযোগ দেবার নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৬ মাস পর্যন্ত সময়ক্ষেপণ হলেও আবেদনকারীকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয় না। এছাড়া, আবেদনকারীগণের অনেকেই আবেদন করার কত দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার কথা তা জানেন না।

- **মিটার সংযোগের কয়েক বছর পরও অনেক ক্ষেত্রে হিসাব নম্বর বরাদ্দ দেয়া হয়না:**

  ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী মিটার সংযোগের পূর্বেই গ্রাহককে হিসাব নম্বর বরাদ্দ করার বিধান থাকলেও মিটার সংযোগের কয়েক বছর পরও অনেক ক্ষেত্রে হিসাব নম্বর বরাদ্দ দেয়া হয় না। ফলে সংযোগপ্রাপ্ত গ্রাহকের বিপরীতে বছরের পর বছর বিদ্যুৎ বিলও জারী হয় না। এতে একদিকে যেমন ডেসা প্রাপ্য রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে তেমনি এক সঙ্গে বিরাট অঙ্কের বিল জারীর আশংকায় গ্রাহকও উদ্বিগ্ন থাকে। ফলে গ্রাহক বিল কমানোর লক্ষ্যে মিটার রিডার কিংবা ডেসার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে অশুভ আঁতাত গড়ে তোলার প্রয়াস পায়।

- **যথাসময়ে বিল পরিশোধ করা সত্ত্বেও প্রায় ২০% গ্রাহকের ক্ষেত্রে পরবর্তী মাসের বিলে পূর্ববর্তী মাসের বিল বকেয়া হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে:**

  যথাসময়ে বিল পরিশোধ করা সত্ত্বেও প্রায় ২০% গ্রাহকের ক্ষেত্রে পরবর্তী মাসের বিলে পূর্ববর্তী মাসের বিল বকেয়া হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে। ফলে গ্রাহককে বার বার ডেসা অফিসে গিয়ে ধর্ণা দিতে হয়। বিশেষ করে কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতির আওতায় গ্রাহকদের এ ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

- বিল সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ যথাসময়ে নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রায়ই ডেসা অফিসের সহযোগিতা পাওয়া যায় না এবং গ্রাহককে অনেক ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হতে হয়।

- মিটার রিডারদের পরিবর্তে প্রায়ই তাঁদের নিজস্ব অর্থায়নে নিয়োগকৃত সহায়কবৃন্দ মিটার রিডিং নেয়ার জন্য গ্রাহক আঙ্গিনায় উপস্থিত হন। এদের Identity Card না থাকায় ডেসার লোক পরিচয় দিয়ে যে কোন লোক গ্রাহক আঙ্গিনায় প্রবেশ করার আশংকায় গ্রাহকগণ উদ্বিগ্ন থাকেন।

- ইনস্টলেশন সার্টিফিকেট ছাড়াই বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়। অর্থাৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহকের আঙ্গিনায় সংযোজিত লোড গ্রাহক কর্তৃক আবেদনকৃত লোডের চেয়ে বেশী কিনা তা যাচাই না করেই অনেকক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়।

- বিদ্যুৎ হার নিয়মাবলী, ১৯৮৯ মোতাবেক অনেকক্ষেত্রেই প্রতিমাসের নির্দিষ্ট তারিখে মিটার রিডিং নেয়া হয় না। ফলে গ্রাহককে মিটার রিডিং নেয়ার সময় উপস্থিত পাওয়া না যাওয়ায় এসবক্ষেত্রে মিটার রিডিং নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়।

- বিদ্যুৎহার নিয়মাবলী, ১৯৮৯ মোতাবেক পরিশোধের জন্য নির্ধারিত শেষ তারিখের ৩০ দিন পূর্বে বিদ্যুৎ বিল জারী করার বিধান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ২-৩ দিন পূর্বে গ্রাহককে বিল পৌঁছান হয়। ফলে বিলে সম্ভাব্য অসঙ্গতির ক্ষেত্রে গ্রাহক যথাসময়ে উক্ত অসঙ্গতি নিরসনে সমর্থ হন না।

- ম্যানুয়াল অনুযায়ী মিটার সংস্থাপনের ৭-৮ বছর পর মিটারসমূহ প্রতিস্থাপন / পুনরায় ক্রমাঙ্কিত করার নিয়ম থাকলেও ডেসার সংশ্লিষ্ট অফিসগুলো কর্তৃক এবিষয়ে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।

- গ্রাহক লেজারসমূহ হালনাগাদ না থাকায় যথাসময়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের পরও অনেক গ্রাহককে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নোটিশ জারী করা হয়। এতে গ্রাহক অযথা হয়রানির শিকার হয়।

- Electricity Act. 1910 মোতাবেক গ্রাহক কর্তৃক সংগৃহীত মিটারসমূহ জেলার সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক পরীক্ষা করার বিধান থাকা সত্ত্বেও উক্ত বিধান অনুসরণ করা হয়না। বি, এস, টি, আই এর সনদের ভিত্তিতেই গ্রাহক কর্তৃক সংগৃহীত মিটারগুলি সংযোগ দেয়া হয়। ফলে মিটারগুলি ত্রুটিমুক্ত কিনা তা নিশ্চিত হয় না।

- বিল / মিটার সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রাহকের অভিযোগের বিষয়ে বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসসমূহে কোন রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে কত সময়ের মধ্যে গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয় তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

- বিদ্যুৎ লাইনে ব্যাহতি বা ত্রুটির ক্ষেত্রে গ্রাহকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ কর্মচারীগণ সময়মত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিদ্যুৎ লাইনের ত্রুটি নিরসনে উদ্যোগী হয় না। এক্ষেত্রে গ্রাহককে বার বার অনুরোধ করতে হয়।

- বিতরণ লাইনের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণমূলক মেরামত কাজের জন্য পেট্রোল ভিত্তিক ব্যবস্থা নেই। ফলে লাইনে ত্রুটির ঘটনা সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যুৎ ব্যাহতিকালও বৃদ্ধি পায়।

- বিতরণ ট্রান্সফর্মারগুলোতে আর্থিং ব্যবস্থা সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করা হয় না। নিরীক্ষাকালে সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ট্রান্সফর্মারেই হয় আর্থিং নেই কিংবা থাকলেও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নেই। ফলে ঘন ঘন ট্রান্সফর্মার ব্রেক ডাউনের ঘটনা সংঘটিত হয়।

- প্রতিটি ট্রান্সফর্মারে MCCB এবং DOF সংস্থাপিত থাকার বিধান থাকলেও অধিকাংশ ট্রান্সফর্মারেই MCCB এবং DOF নেই। ফলে MCCB না থাকায় একদিকে যেমন ট্রান্সফর্মার সহজেই পুড়ে যায়, অন্যদিকে DOF না থাকায় পুরো লাইন বন্ধ করে মেরামত কাজ করার কারণে বিদ্যুৎ ব্যাহতির ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পায়। যদিও যথেষ্ট সংখ্যক MCCB এবং DOF স্টোরে জমা আছে।

- পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগগুলোতে বিদ্যমান বিতরণ সিস্টেমের নক্সা সংরক্ষিত নেই। ফলে বিতরণ লাইনের মেরামত কাজের প্রাক্কলনের সময় মেরামত কাজের কোন নক্সা (Design) প্রণয়ন করা হয় না এবং মেরামত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হয় না।

- বিভিন্ন বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত MOD সংশ্লিষ্ট বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ডের দর্পণ। কিন্তু MOD তে প্রকৃত বিক্রিত শক্তির পরিমাণ প্রদর্শিত হয় না। প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আরোপিত সিস্টেম লসের টার্গেট অর্জনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অনেকক্ষেত্রেই উদ্ভাবিত তথ্যের ভিত্তিতে MOD প্রণীত হয়। অর্থাৎ MODতে প্রদর্শিত সিস্টেমলস প্রকৃত সিস্টেমলসের চেয়ে অনেক কম।

- একইভাবে MOD তে প্রদর্শিত আমদানীকৃত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণও সঠিক নয়। কারণ, ৩৩ কেভি লাইনে বাস্তবে সঞ্চালন লস সর্বোচ্চ ৩% হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৬-৮% প্রদর্শিত হয়।

- বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, সাতমসজিদ এবং বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, খিলগাঁও নিরীক্ষাকালে দেখা গেছে উক্ত বিভাগ দুটির আওতাধীন বিতরণ এলাকায় সিস্টেমলস যথাক্রমে ২০% এবং ২৫% প্রদর্শিত হলেও প্রকৃত সিস্টেমলস যথাক্রমে ৪০% এবং ৪৫%। ফলে, জেলায় বিতরণ পর্যায়ে সিস্টেমলস এখনও ৪০% এর কাছাকাছি বলে প্রতীয়মান হয়।

- ডেসায় সংঘটিত ৪০% সিস্টেমলস এর মধ্যে টেকনিক্যাল লসের পরিমান সর্বোচ্চ ১২%; অর্থাৎ বাকি ২৮%ই নন-টেকনিক্যাল লস বা চুরি।

- টেকনিক্যাল লস তথা সিস্টেমলস যথাসম্ভব ন্যুনতম পর্যায়ে রাখার জন্যে পাওয়ার ফ্যাক্টর সর্বনিম্ন ০.৯৫ এর মধ্যে রাখার বিধান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অনুসৃত হচ্ছে না।

- মিটার টেম্পারিং, মিটার বাইপাস, ১০-১৫% গ্রাহকের বিল জারী না করা, অবৈধ বা মিটারবিহীন সংযোগ, মিটার রিডার কর্তৃক বিল প্রণয়ন, সংযোগ প্রদানের পরও মাসের পর মাস বিল জারী না করা ইত্যাদি নন-টেকনিক্যাল লসের প্রধান কারণ।

- জেসো প্রধান কার্যালয়ের মাসিক এম.আই.এস প্রতিবেদনসমূহ বিভাগগুলি কর্তৃক প্রেরিত M.O.D এর ভিত্তিতে প্রণীত হওয়ায় উক্ত এম. আই.এস প্রতিবেদনেও প্রকৃত সিস্টেমলস প্রতিফলিত হয় না।

- জেসোর আওতাধীন এলাকায় লোড-শেডিং এর জন্য আইন্যাল সমস্তই পিডিবির বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘাটতি দায়ী নয়; বরং জেসোর বিদ্যমান বিতরণ ও সঞ্চালন সিস্টেমই গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী পিডিবি থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে সক্ষম নয়।

- লোডশেডিং এর কারণে শুধু ছয়টি সংস্থারই বছরে ক্ষতি প্রায় ১১০০ কোটি টাকা (বিজেএমসি, বিসিআইসি, বিটিএমসি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্প, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ স্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন)। একমাত্র গার্মেন্টস শিল্পেই এ ক্ষতির পরিমাণ বছরে ১০০০ কোটি টাকার উর্ধে।

- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (অত্যাবশ্যকীয় দোকান-পাট যেমন ঔষধের দোকান, খাবার হোটেল ইত্যাদি বাদে) সন্ধ্যা ৭ টার পর বন্ধ রাখার বিষয়ে ইতোমধ্যে গৃহীত সরকারী সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলে লোডশেডিং এর মাত্রা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এছাড়া গ্রাহকদের তার প্রকৃত ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তি অনুযায়ী বিল তৈরী করা হলে এবং যথাসময়ে উক্ত বিল পরিশোধে বাধ্য করা সম্ভব হলে জেসো এলাকায় বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ১৫% হ্রাস পাবে। ফলে, লোডশেডিং এর মাত্রা অনেকাংশে কমে যাবে।

- লো-ভোল্টেজ , ভোল্টেজ ওঠানামা সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে জেসো কর্তৃক সংস্থাপিত Fixed Capacitor Bank ভোল্টেজ ওঠানামা সমস্যা সমাধানে কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। মূলত কোন স্টাডি ছাড়াই এধরনের ক্যাপাসিটর ক্রয় এবং সংস্থাপনের কারণেই সমস্যার কাঙ্খিত সমাধান অর্জিত হয়নি।

- লো-ভোল্টেজ এবং ভোল্টেজ ওঠানামা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনকল্পে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.আর.টি.সি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি , বরং এখনও ১১কোটি Fixed Capacitor Bank ক্রয় অব্যাহত আছে।

- পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগসমূহের আওতায় বিতরণ লাইনসমূহ মেরামত কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত।

- জেসোর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সৃষ্টিলগ্ন থেকে গত তিন বছরে সিস্টেমলস যেমন কাঙ্খিত পর্যায়ে হ্রাস পায়নি, তেমনি গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ বকেয়ার পরিমাণ এবং নীট লসও ক্রমবর্ধমান।

- ১৯৯১-৯২ সন থেকে জেসোয় প্রবর্তিত পুরস্কার, শাস্তি স্কীমের আওতায় কর্মকর্তা কর্মচারীদের বোনাস প্রদান বাবদ জুন, ২০০১ পর্যন্ত প্রায় ১৩ কোটি ব্যয়িত হলেও সিস্টেমলস হ্রাসের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে উক্ত স্কীম সফল হয়নি। এছাড়া সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করেই সিস্টেম লসের টার্গেট অর্জিত না হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে বোনাস দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে টার্গেট অর্জনে ব্যর্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

- জেসোর প্রবর্তিত নিয়মানুযায়ী ট্রান্সফর্মার জ্বলে যাওয়ার ক্ষেত্রে জ্বলে যাওয়ার কারণ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন পেশ করার বিধান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অনুসরণ করা হয় না। ফলে ট্রান্সফর্মার জ্বলে যাওয়ার প্রকৃত কারণ উদঘাটিত হয় না এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।

- জেসোর অধীন বিভাগগুলিতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা প্রকটভাবে দৃশ্যমান। মূলত নিবিড় পরিবীক্ষণ, যথাযথ তত্ত্বাবধান, জব ডিসক্রিপশন মোতাবেক কর্ম বন্টনের অনুপস্থিতি ইত্যাদিই বিদ্যমান অত্যধিক সিস্টেমলস, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া এবং স্টোর সংরক্ষণে অনিয়মের মূল কারণ। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হলেও জেসোর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক বিগত তিন বছরে দুটি বিশেষ নিরীক্ষা ছাড়া নিয়মিত কোন নিরীক্ষা সম্পাদিত হয়নি।

- মিটার টেম্পারিং রোধ তথা নন-টেকনিক্যাল লস হ্রাসের লক্ষ্যে প্রায় ২০কোটি টাকা ব্যয়ে ইতোমধ্যে স্থাপিত ২০০০০ ডিজিটাল মিটার সিস্টেমলস হ্রাসে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরং উক্ত ব্যয়িত টাকা জেসোর বিদ্যমান ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ক্ষতিকে স্ফীত করেছে মাত্র।

- ডিজিটাল মিটার সংস্থাপনে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অনুপস্থিতি, অপেক্ষাকৃত বেশী বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারকারী [illegible] পরিবর্তে ক্ষুদ্র গ্রাহককে উক্ত মিটার সংযোগ, সংস্থাপিত মিটারসমূহের রিডিং গ্রহণে উদ্যোগের অভাব এবং সর্বোপরি উক্ত মিটারগুলির বিষয়ে যথাযথ পরিবীক্ষণের অভাব-ই ডিজিটাল মিটার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

১.২. সুপারিশঃ

- গ্রাহক জরীপে প্রাপ্ত জবাবসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে অনেক গ্রাহকই বিদ্যুৎ সংযোগ, সরবরাহ, বিদ্যুতের মূল্যহার ইত্যাদি সম্বন্ধে আদৌ অবহিত নন। যেমন আবেদন করার কত দিনের মধ্যে গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্য কিংবা বিল পরিশোধের জন্য নির্ধারিত শেষ দিনের কত দিন পূর্বে তাঁর কাছে বিদ্যুৎ বিল পৌছানোর কথা ইত্যাদি বিষয়ে গ্রাহকগণ অবহিত নন। এ বিষয়ে গ্রাহক সেবা-সমিতির মাধ্যমে কিংবা অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

- বিদ্যুৎ সংযোগ রেজিষ্টার পর্যালোচনা করে এ পর্যন্ত সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহকদের মিটার সংযোগের তারিখ সম্বলিত তালিকা তৈরী করা যেতে পারে। তালিকা মোতাবেক যে সব মিটার সংস্থাপিত হওয়ার পর ৭ বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে সে সব মিটার প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। তবে, কম্পিউটার বিলিং পদ্ধতির আওতাভুক্ত বিভাগগুলোতে মিটার সংযোগের তারিখ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান কনজুমার সেনসাসের সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে কম্পিউটার সেন্টারে প্রেরণ করা যেতে পারে। কম্পিউটার সেন্টার থেকে প্রতিমাসে প্রতিস্থাপনযোগ্য মিটারের তালিকা সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগসমূহের অধীন মিটার সংযোগ, মিটার রিডিং, বিলিং পদ্ধতি, লেজার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের জন্য ইতোমধ্যে প্রণীত ম্যানুয়ালগুলি যথাশীঘ্র সম্ভব সর্বস্তরে জারী করার ব্যবস্থাসহ উক্ত ম্যানুয়াল কঠোরভাবে অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

- ডেসার অধীন প্রতিটি বিভাগে, স্তরে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরে প্রয়োজনীয় লোকবলের সমাবেশ ঘটিয়ে নিয়মিতভাবে বিভাগগুলোর অডিট কার্যক্রম চালু করা প্রয়োজন। একই সাথে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে যথাসময়ে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার অধীন বিভিন্ন বিভাগের পারফরমেন্সের মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

- কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতি বহির্ভূত গ্রাহকের ক্ষেত্রে হয়রানি লাঘবের জন্য প্রতি অর্থ বছরের শেষে প্রত্যেক গ্রাহকের লেজার যাচাই করে উক্ত গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ কোন পাওনা নেই মর্মে অনাপত্তি বা না-দাবী সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা যেতে পারে। এতে গ্রাহক পরিশোধিত বিলের কপি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগ্রহে রাখার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগও কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত প্রকৃত বকেয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

- গ্রাহক কর্তৃক সংগৃহীত মিটারসমূহ সংযোগ প্রদানের পূর্বে উক্ত মিটারগুলি সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগসমূহ কর্তৃক পরীক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্য প্রতিটি বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগে মিটার টেস্টিং ইউনিট স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

- প্রতিটি গ্রাহকের মিটার সংযোগ পর্যায়ক্রমে সরজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে মিটারের পূর্বে কাট আউট সংযোজিত মিটারসমূহ চিহ্নিত করে কাট আউট মিটারের পরে সংযোজনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চেক এন্ড ব্যালেন্সের খাতিরে মহাব্যবস্থাপক (গ্রাহক সেবা) এর দপ্তর থেকে বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগের কর্মকর্তা /কর্মচারী সমন্বয়ে টীম গঠন করে এ কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে।

- মিটার রিডারদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে মিটারসমূহ সহজগম্য জায়গায় চোখ সমান উচ্চতায় স্থাপনপূর্বক স্বচ্ছ আবরণে ঢাকার জন্য গ্রাহককে পরামর্শ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত, ডেসা অফিস কর্তৃক নতুন সংযোগ দেয়ার সময় বিষয়টি কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহকে প্রধান কার্যালয় হতে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

- ডেসার আওতাধীন অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারী স্থায়ী বস্তিগুলোতে (যেমন মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্প, আগারগাঁয় বি,এন,পি বস্তি ইত্যাদি) ট্রান্সফর্মার এবং মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে উক্ত বস্তিগুলোতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয় তার যেমন একটা চিত্র পাওয়া যাবে,তেমনি নন-টেকনিক্যাল সিস্টেমলসের জন্য বস্তি সমূহের অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার কতটুকু দায়ী তা নির্ধারণ করা সহজতর হওয়ায় নন-টেকনিক্যাল সিস্টেমলসের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

- প্রতিটি সাবস্টেশন ভিত্তিক বিভাগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। উক্ত বিভাগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী একই সাথে উক্ত সাবস্টেশনের আওতাধীন বিতরণ সিস্টেমের পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিক পরিচালনের দায়িত্ব পালন করবেন। এতে একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, অধীন গ্রাহক সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন কার্যকর তদারকি প্রতিষ্ঠা সহজ হবে, অন্যদিকে তেমনি উক্ত সাবস্টেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁকে অনায়াসে জবাবদিহিতার আওতায় আনা যাবে। দ্বিতীয়ত প্রতিটি ফিডারের দায়িত্বে একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী থাকবেন, যিনি উক্ত ফিডার / ফিডারসমূহের বিদ্যুৎ আমদানি, রফতানি, বিদ্যুৎ ব্যবহার, মিটার রিডিং, বিলিং ইত্যাদির জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। প্রতিটি ট্রান্সফর্মারে মিটারিং ব্যবস্থা থাকবে, যাতে উক্ত ট্রান্সফর্মারের আওতাধীন গ্রাহকের জন্যও সিস্টেমলস নির্ণয় করা সম্ভব হয়। স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট (SBU) পদ্ধতি নামে অভিহিত এ পদ্ধতিতে মাসিক ভিত্তিতে প্রতিটি বিতরণ ট্রান্সফর্মারসহ প্রত্যেকটি ফিডারের এবং সাবস্টেশনের Energy Balance Sheet প্রণীত হবে। ফলে মিটার রিডার থেকে শুরু করে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- SBU সিস্টেম প্রবর্তন সময়সাপেক্ষ বিধায় মিটার টেম্পারিং হ্রাসে স্বল্পমেয়াদে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

  - মিটার রিডারদের একই অফিসে তিন বছরের উর্ধ্বে কর্মরত না রাখা ।

  - সর্বোচ্চ প্রতি দু মাস অন্তর অন্তর মিটার রিডারদের ওয়াক-অর্ডার পরিবর্তন করার ব্যবস্থা নেয়া যাতে মিটার রিডারদের সাথে গ্রাহকগণের অশুভ আঁতাত (Unholy alliance) গড়ে উঠার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। আর.ই.বিতে এ ধরনের ব্যবস্থা বেশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

  - কম্পিউটারাইজড বিলিং এর আওতাভুক্ত বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগে মিটার রিডারদের মিটার বই সরবরাহ না করে শুধু মিটার রিডিং শীট (যাতে শুধু বর্তমান মাসের রিডিং লেখার সুযোগ থাকবে) সরবরাহ করা যেতে পারে এবং মিটার বইগুলো নির্বাহী প্রকৌশলীর কাস্টডিতে জমা রাখার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এতে মিটার রিডার কর্তৃক রিডিং জমা রাখার সুযোগ কমে যাবে।

  - নিম্নবেতনভুক মিটার রিডারদের কাজ নিয়মিত ভ্রমনযুক্ত হওয়ায় তাঁদেরকে মাসিক একটি নির্দিষ্ট হারে ভ্রমন ভাতা প্রদান করা যেতে পারে। এতে তাদের কিছুটা আর্থিক এবং দৈহিক কষ্টের লাঘব হওয়ায় তারা সুষ্ঠুভাবে মিটার রিডিং -এ উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

- বাণিজ্যিক/আবাসিক সব ধরনের বহুতল ভবনের জন্য একক মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে। বাণিজ্যিক বহুতল ভবনের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা ইতোমধ্যে চালু হলেও আবাসিক বহুতল ভবনের জন্য এখনও এ ধরনের ব্যবস্থা চিন্তা করা হয়নি। এক্ষেত্রে বহুতল ভবনের মালিককে একজন গ্রাহক হিসাবে বিবেচনা করে একটি মাত্র হিসাব নম্বর এবং মিটার সংযোগ নেয়া যেতে পারে। উক্ত গ্রাহক সাব মিটারের মাধ্যমে তার ভবনে বাসরত ভাড়াটেগণের নিকট থেকে তাদের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তির বিল আদায় করবেন। এতে গ্রাহক হিসাব সংখ্যা এবং মিটারের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায় ডেসার সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর পক্ষে গ্রাহকদের সার্বিক তদারকি কাজ অনেক সহজসাধ্য হয়ে যাবে। ফলে সিস্টেমলসও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হবে। তবে উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে আবাসিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্ল্যাব পদ্ধতি বিলুপ্ত করার জন্য বিদ্যুৎ হার নিয়মাবলী, ১৯৮৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

- ইলেকট্রনিক মিটার ব্যয়বহুল হওয়ায় নিকটবর্তী ভবিষ্যতে সব গ্রাহককে ইলেকট্রনিক মিটার সংযোগ দেয়া সম্ভব নয়। ফলে, ইলেকট্রনিক মিটার সংযোগের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা প্রণীত হওয়া আবশ্যক যা কঠোরভাবে সবগুলো বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস কর্তৃক পরিপালিত হবে। এক্ষেত্রে গ্রাহকের সংযোজিত লোডের সাথে রিডিং যুক্তে প্রদর্শিত

ব্যবহৃত ইউনিটের দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যবধান ইলেকট্রনিক মিটার সংযোগের ক্ষেত্রে অন্যতম মুখ্য মানদণ্ড হিসাবে বিবেচি[illegible]
হওয়া উচিত [illegible]

- যথাশীঘ্র সম্ভব এ পর্যন্ত সংযোজিত ইলেকট্রনিক মিটারসমূহের [illegible] ইলেকট্রনিক [illegible] এবং এ সংক্রান্ত [illegible] একটি [illegible] মিটারের সার্বিক কার্যকারিতা মূল্যায়ন না হওয়া পর্যন্ত ইলেকট্রনিক [illegible]
- বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় চলতি এবং ভবিষ্যতে [illegible] প্রয়োজনানুযায়ী বিতরণ লাইনে পরিবর্তন করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এতে [illegible] ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিদ্যুৎ বাহিত [illegible] ফলে গ্রাহকসেবার মান উন্নত হবে অন্যদিকে [illegible] মেটানো সহজ হবে।
- [illegible]

[illegible]

২.০. ভূমিকা

২.১ নিরীক্ষার উদ্দেশ্যাবলীঃ

- ডেসা গ্রাহকগণকে কাঙ্ক্ষিত মানের সেবা প্রদান করছে কিনা তা অনুসন্ধান করা
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা টেকনিক্যাল লস এবং বিদ্যুৎ-ব্যাহতি (Interruption) ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে সহায়ক কিনা তা পরীক্ষা করা।
- বিদ্যুৎ বিক্রয় ও রাজস্ব আদায় পদ্ধতি সিস্টেম লস ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে সহায়ক কিনা তা পরীক্ষা করা।

২.২ নিরীক্ষা আওতা (Scope of Audit)ঃ

প্রতিষ্ঠানটির নিরীক্ষাকালে সাধারণভাবে ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০০-২০০১ সন পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী পরীক্ষা করা হয়েছেঃ

- সংস্থার কর্মকাণ্ডের প্রতিফলক হিসাবে মাসিক এম. আই. এস প্রতিবেদনসমূহ।
- সংস্থার হিসাব সংক্রান্ত বহিঃনিরীক্ষা দল কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্ট।
- সংস্থার অধীন ২টি বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসের এবং ২টি পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিসের কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইত্যাদি।
- ক্রয় ও ভান্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র।

২.৩. নিরীক্ষা পদ্ধতি (Audit Methodology)

- প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডের পারফরমেন্স যাচাইয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি হতে জুন, ২০০১ পর্যন্ত সিস্টেম লস, কালেকশন/ইমপোর্ট অনুপাত, বকেয়া, আদায়, লোড-শেডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রধান কার্যালয় হতে সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- গ্রাহক সেবার মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ডেসার আওতাধীন মোট ১৬টি বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস এবং ১৬টি পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিসের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক (উত্তর) এর অধীন ১টি বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস এবং ১টি পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিস এবং মহাব্যবস্থাপক (দক্ষিণ) এর আওতাধীন ১টি বাণিজ্যিক পরিচালন ও ১টি পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিস বিস্তারিত নিরীক্ষার জন্য নেয়া হয়েছে। ডেসা কর্তৃক প্রণীত মাসিক এম, আই, এস প্রতিবেদনে প্রদর্শিত সিস্টেম লস বিবেচনায় এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনায় দেখা যায় যে বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, সাত মসজিদ এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ, সাত মসজিদ অফিসদ্বয় মহাব্যবস্থাপক (উত্তর) এর আওতাধীন দক্ষ অফিসগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে দেখা গেছে যে, বাণিজ্যিক পরিচালন খিলগাঁও ও পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিস, খিলগাঁও অফিসদ্বয় মহাব্যবস্থাপক (দক্ষিণ) এর আওতাধীন দক্ষ অফিসসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ফলে উক্ত ৪টি অফিসকেই বিস্তারিত নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।
- Performance indicator/criteria নির্ধারণের ক্ষেত্রে Electricity Act, 1910 (তৎপরবর্তী সংশোধনীসহ), বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখা, জার্নাল ইত্যাদি, বিদ্যুৎ মূল্য হার নিয়মাবলী, ১৯৮৯, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (যা ডেসা কর্তৃক অনুসৃত), পিডিবি এবং ডেসার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রস্তুতকৃত ম্যানুয়াল, বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম এর বিষয়ে যাবতীয় বিদ্যুৎ বিধিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মতামতও কোন কোন ক্ষেত্রে Performance Indicator নির্ণয়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।
- গ্রাহক সেবার বিষয়টি জরীপের লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত ২টি বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসের আওতাধীন মোট ২০০০০ গ্রাহকের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ৮০০ গ্রাহককে (৪%) প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক সংখ্যানুপাতে

Stratified Random Sampling [illegible], এছাড়া, গ্রাহ[illegible] দের মধ্য, [illegible] কর্মকর্তা/ কর্মচারী, বিদ্যুৎ [illegible] জেলা/ পিডি[illegible] সারের চেয়ারম্যানদের [illegible]

- বিভিন্ন সরকারের [illegible] দেশের একই [illegible] (Bench Marking)। এছাড়া জেলার [illegible] জন্য [illegible]

- [illegible] নিরীক্ষা পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের [illegible] কার্যালয় কর্তৃক অনুসৃত [illegible] অডিট ম্যানুয়াল, অডিট [illegible] এ নিরীক্ষা কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

- বিদ্যুৎ সংযোগের [illegible], মিটার [illegible] জন্য আবশ্যকীয় ফিটিংস, লাইনের [illegible] ইত্যাদি সরবরাহে [illegible] পরীক্ষার উদ্দেশ্যে [illegible] কিছু কিছু এলাকা এবং গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন করা হয়েছে।

২.৪ অডিট নির্ণায়ক:

২.৪.১. সেবার মানঃ

নির্ণায়কঃ

- জেলা কর্তৃক নিয়মিতভাবে গ্রাহক [illegible] করা হবে।
- বিদ্যুৎ বিতরণ ও [illegible] ক্ষেত্রে [illegible]
- গ্রাহকদের অভিযোগসমূহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে [illegible] নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- [illegible] বাড়তি এবং লোডশেডিং [illegible]
- [illegible] ক্ষেত্রে উক্ত [illegible]
- [illegible] এবং গ্রাহককে উক্ত তারিখ সম্পর্কে [illegible]
- [illegible] মিটার [illegible]
- [illegible]
- [illegible] ৭/৮ বছর এবং উক্ত [illegible] পুরাতন মিটারকে [illegible] (Calibrate) করা হবে।
- বিল পরিশোধের জন্য নির্ধারিত শেষ তারিখের ৩০ দিন পূর্বে গ্রাহকের নিকট বিল পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- গ্রাহক কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের পর নিয়মিতভাবে [illegible] করা হবে।

২.৪.২. বিদ্যুৎ বিতরণ পদ্ধতি বিদ্যুৎ ব্যাহতি এবং সিস্টেমলস ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে সহায়ক কিনা?

<u>নির্ণায়ক:</u>

- সি, ই, এফ, জি এবং এইচ শ্রেণীভুক্ত গ্রাহকদের আঙ্গিনায় power factor ০.৯৫ বা তার বেশী নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম স্থাপন করা হবে।
- উক্ত ক্যাটাগরিভুক্ত গ্রাহকদের আঙ্গিনায় টু-পার্ট টাইপ অব ডে এনার্জি মিটার স্থাপন করা হবে।
- Fault detection এর জন্য ওভারহেড লাইনে ২ কিঃ মিঃ অন্তর অন্তর সুইচ স্থাপিত থাকবে।
- MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) স্থাপনের মাধ্যমে ট্রান্সফর্মারকে পুড়ে যাওয়া হতে সুরক্ষিত রাখা হবে।
- ওভারহেড লাইনের অবস্থান বিল্ডিং বা অন্য কোন বাধা (Obstruction) থেকে ন্যূনতম ১ মিটার দূরে হবে অথবা পরিবাহী তারসমূহ অন্তরিত (Insulated) করা হবে।
- দুটি পোলের মধ্যবর্তী দূরত্ব (Span) এমনভাবে রাখা হবে যাতে সর্বোচ্চ Sag ৫ ফুট এর বেশী না হয়।

২.৪.৩ বিদ্যুৎ বিক্রয় ও রাজস্ব আদায় পদ্ধতি সিস্টেম লস ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে সহায়ক কিনা?

নির্ণায়ক:

- প্রতি মাসে ১০০% গ্রাহকের মিটার রিডিং নেয়া হবে এবং বিল জারী করা হবে।
- মিটার রিডিং এর সাথে বিলের মিল থাকবে।
- সকল মিটারকে ত্রুটিমুক্ত রাখা হবে এবং মিটার sealed থাকবে।
- সংযোগ নেওয়ার এক মাসের মধ্যে মিটার রিডিং নেয়া শুরু হবে

২.৫ নিরীক্ষার সীমাবদ্ধতাঃ

খসড়া নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি মুখ্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার মতামতের জন্য ১৫-১২-০১ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে সিএন্ডএজি কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনটি মুখ্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার মতামতের জন্য ০১-০১-০২ তারিখ মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি, ফলে, মন্ত্রণালয়ের কোন মতামত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

২.৬.০ প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

২.৬.১ পটভূমি:

- ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর বিকাল ৫.০০ টায় ঢাকার নবাবদের বাসস্থান আহসান মঞ্জিলে একটি জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে তৎকালীন ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ বিতরণের কাজ শুরু হয়।
- বেসরকারী কোম্পানী মেসার্স অক্টোভিয়াস ১৯৩০ সালে বেসরকারী মালিকানাধীন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যব করে।
- ১৯৩৩ সালে ধানমন্ডি পাওয়ার হাউসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাণিজ্যিক ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার শুরু
- ১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ উৎপাদন সরবরাহ জাতীয়করণ করা হয় এ ইলেকট্রিক সাপ্লাই পরিদপ্তরে ন্যস্ত হয়।
- ১৯৫৯ সালে ইপিওয়াপদা গঠন করা হয়।
- ১৯৬১ সালে ইলেকট্রিসিটি পরিদপ্তর ইপিওয়াপদার সাথে একীভূত হয়।
- ১৯৭২ সালে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়।
- ১৯৭১ সালে পিডিবি সম্বন্ধে বিশ্ব ব্যাংকের এক রিপোর্টে বলা হয়।
  - ➢ PDB'S return is low
  - ➢ System loss is high
- সংস্কারের শর্তে বিশ্ব ব্যাংক বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করার পর ব্রিটিশ সাহায্যপুষ্ট ODA সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। প্রতিবেদনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছেঃ
  - ➢ Creation of Dhaka Electric Supply Authority (DESA) by separating Dhaka Elec Supply part of PDB
  - ➢ Preparation of Job description & introduction of reward punishment scheme performance.

বিশ্ব ব্যাংকের উক্ত শর্ত পরিপালনের লক্ষ্যে ১৯৯১ সনের ১লা অক্টোবর বৃহত্তর ঢাকার ৭৪৭৩ বর্গ কিলোমিটার প ডেসার যাত্রা শুরু হয়।

২.৬.২. ডেসা সৃষ্টি:

১। অর্ডিন্যান্স : ১৯৯০ সনের ৩৬ নং আইন, ২৩ জুন, ১৯৯০।

২। এলাকা : বৃহত্তর ঢাকা এলাকা অর্থাৎ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সকল থানা, নারায়ণগঞ্জ জেলার বাকতাব আলী রকেট ইউনিয়ন ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ থানা, ফতুল্লা থানা, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এবং গাজীপুর জে টঙ্গী পৌরসভা।

৩। কার্যাবলী : (ক) বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় বিদ্যুৎ বিক্রয় ও বিতরণ এবং বিদ্যুৎ বিতরণ পদ্ধতির রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ;
(খ) বিদ্যুৎ বিতরণের সাথে সম্পর্কিত উন্নয়নমূল কাজ সম্পাদন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কৌশলগত প্রকল্প ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ লাইন বা উপকেন্দ্র হতে করে নিম্নতর ভোল্ট লাইন বা উপকেন্দ্র পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকল্পনা উন্নয়ন ও রক্ষণাবে

৪। গঠন:

- একজন চেয়ারম্যান এবং অনধিক তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে।
- চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন
- চেয়ারম্যান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন

৫। তহবিলের উৎস

- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরী
- সরকার হতে গৃহীত ঋণ
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরী
- অন্য কোন উৎস হতে গৃহীত ঋণ
- বিদ্যুৎ বিক্রয় লব্ধ অর্থ
- অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্ত আয়

৬। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঃ

বৃহত্তর ঢাকা এলাকার গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যে নিয়োজিত বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরী কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হবে এবং তারা কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হবেন।

২.৬.৩. ডেসার বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিতরণ পদ্ধতি:

ডেসা পিডিবি থেকে মোট ৫টি পয়েন্টে (টংগী, ঘোড়াশাল, শ্যামপুর, সিরাজগঞ্জ, ভবের চর) ১৩২ কেভি লাইন থেকে বিদ্যুৎ শক্তি আমদানী করে ৩৩ কেভি, ১১ কেভি এবং ১১/.৪ কেভি বিতরণ লাইনের মাধ্যমে ডেসকো, আর,ই,বি এবং নিজস্ব গ্রাহকদের মাঝে তা বিতরণ করে। মাসশেষে পিডিবি উক্ত ৫টি পয়েন্টে স্থাপিত মিটার রিডিং মোতাবেক সংশ্লিষ্ট মাসে ডেসা কর্তৃক আমদানীকৃত মোট বিদ্যুৎ শক্তির বিপরীতে বিল দাবী করে।

বিদ্যুৎ-বিতরণ ফ্লো-চার্ট:

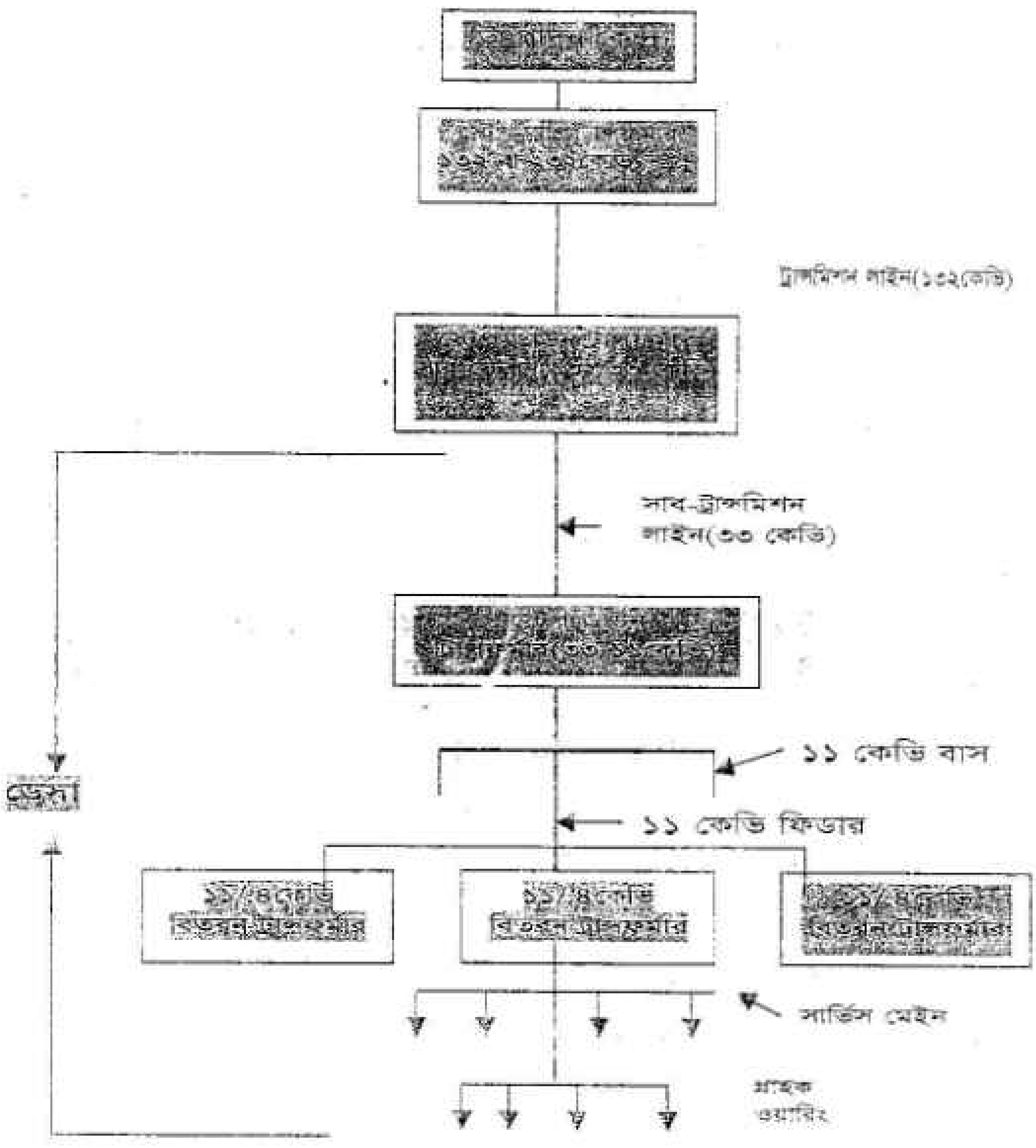

২.৬.৪. গ্রাহক শ্রেণীঃ

গ্রাহকের প্রকৃতি, চাহিদা, সংযুক্ত লোড ইত্যাদির ভিত্তিতে ডেসার গ্রাহকগণকে মোট ৯টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে

সারণি-১

১।	'এ'	আবাসিক বাতি ও বিদ্যুৎ	৪১৫৭৪৬	
২।	'বি'	কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প	৪৬	
৩।	'সি'	ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প	১৫৭৫৭	
৪।	'ডি'	অনাবাসিক বাতি ও বিদ্যুৎ (হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি)	২০৪৩	
৫	'ই'	বাণিজ্যিক (দোকান পাট, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, হোটেল, সিনেমা হল ইত্যাদি)	৫৫৩১২	:
৬।	'এফ'	মধ্যম চাপ সাধারণ ব্যবহার (৫ মেঃ ওঃ পর্যন্ত চাহিদা সম্পন্ন, নিজস্ব উপকেন্দ্র থাকবে)	১৯০৪	:
৭।	'এইচ'	উচ্চ চাপ সাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবহার (আরইবি ব্যতীত ১৫ মেঃ ওঃ পর্যন্ত গ্রাহক)	১৪	০.
৮।	'আই'	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	১৯৬	০
৯।	'জে'	রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প	৫৭৭	০
	মোট		৪৯১৫৯৫	১

২.৬.৫. ডেসার বিদ্যুৎ লাইন

সারণি-২

১৯৯৩-১৯৯৪	৩৫০	৮৮০	২২৫০	২৩৫০	৫৮৩০
১৯৯৪-১৯৯৫	৫১০.৬৫	৯৫২.২৩	৩২৯৭.৭২	৯২৫.৩২	৫৬৮৫.৯
১৯৯৫-১৯৯৬	৫১০.৬৫	৯৭০	৩৬০০	৯৫০	৬০৩০.৬
১৯৯৬-১৯৯৭	৫১০.৬৫	৯৯৫	৩৮৫০	১১৫০	৬৫০৫.৬
১৯৯৭-১৯৯৮	৫১০.৬৫	৯৯৫	৩৫৫৫	১৩৫৫	৬৪১৫.৬
১৯৯৯-২০০০	৫১০.৬৫	৯৫২.২৩	৩৫৫০	৯৭৫	৫৯৮৭.৮৮
২০০০-২০০১	৫১০.৭৭	৯৫২.২৩	৩২৪০	৯৭৫	৫৬৭৮

২.৬.৬ ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়:

সারণি-৩:

বছর	পরিচালন আয় (লক্ষ টাকা)	মোট আয় (লক্ষ টাকা)	পরিচালন ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	লাভ/(ক্ষতি) (লক্ষ টাকা)
১৯৯১-৯২	৩৫৫,২৫.৩১	৩৫৫,৫১.০৮	৪২৯,৪৫.১৭	৪৫৭,৮১.১৬	(১২০,৩০.০৮)
৯২-৯৩	৫৫৫,৩৭.১৭	৫৫৬,২৫.২৯	৬৩২,৬৭.০৮	৬৭০,৪০.১৫	(১১৪,১৪.৮৬)
৯৩-৯৪	৫৭২,৪২.৭১	৫৭৬,৩১.৪৯	৫৯১,৯৮.০৬	৭২৬,৬৬.১৭	(১৫০,৬৪.৬৮)
৯৪-৯৫	৬৬১,৩৭.৬২	৬৬৫,৪১.৫৫	৭৮৫,৬৫.৬৭	৮১৯,৮১.৮৩	(১৫৪,৪০.২৮)
৯৫-৯৬	৭১৮,২৯.২৮	৭২৩,১৯.৬৩	৮৪৭,১৩.৭৮	৮৭৭,৫০.৭৮	(১৫৪,৩১.১৬)
৯৬-৯৭	৮৭২,৯১.৪৩	৮৮১,৫১.৯৩	৯৫৬,৪২,৪৭	৯৮৬,৪৬.৬৭	(১০৪,৯৪.৭৪)
৯৭-৯৮	৯৯১,৭৩.২৮	৯৯৯,৯৯.৪৫	১০৯৪,৯১.৫৫	১১২৩,৫২.৫২	(১২৩,৫৩.০৮)
৯৮-৯৯	১০৬৫,২৫.৩৮	১০৭৫,২৮.৬০	১২৩৫,৯০.৯৪	১২৩৫,৯০.৯৪	(১৬০,৬২.৩৩)
৯৯-০০	১১৫১৭৪.৫৭	১১৬৪৮৬.৩৮	১৩৭০৫৭.০৯	১৩৭০৫৭.০৯	(২০৫৭০.৯৯)
মোট					(১৯৩১৩৭.৩২)

২.৬.৭ জনবল:

সারণি-৪

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
১ম শ্রেণী	৪৫৩	৩৫২	১০১
২য় শ্রেণী	৩৩৮	২৬১	৭৭
৩য় শ্রেণী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪র্থ শ্রেণী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট		৪২৬৫	২১৩০

৩.০ টেকনিক্যাল ও সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী

(ক) টেকনিক্যাল শব্দাবলী:

৩.১ সংযোজিত লোড

সংযোজিত লোড বলতে গ্রাহক প্রাঙ্গণে সংযোজিত কিংবা সংযোগ করা হবে এমন সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্রস্তুত কারক কর্তৃক উল্লিখিত ক্ষমতার সমুদয় যোগফলকে বুঝাবে। সংযোজিত লোডকে কিলোওয়াটে প্রকাশ করা হয়।

৩.২ অনুমোদিত লোড

অনুমোদিত লোড বলতে ডেসা কর্তৃক গ্রাহক প্রাঙ্গনে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনুমোদনের সময় বর্নিত লোডকে বুঝায়। সংযোজিত লোড, অনুমোদিত লোড অপেক্ষা বেশী হবে না।

৩.৩ চুক্তিবদ্ধ লোড

চুক্তিবদ্ধ লোড বলতে ১৫ মিনিট বা ততোধিক সময়ব্যাপী স্থায়ী কিলোওয়াটে বিদ্যুৎ শক্তির সর্বোচ্চ যুগপৎ চাহিদাকে (যাহা গ্রাহকের সাথে বোর্ডের চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে) বুঝায়। চুক্তিবদ্ধ লোড অনুমোদিত লোড অপেক্ষা বেশী হবে না।

৩.৪ পিক আওয়ারস

পিক আওয়ারস বলতে ১৭-০০ টা (বিকাল ৫টা) হতে ২৩-০০ টা (রাত ১১টা) পর্যন্ত সময়কে বুঝায়; কারণ, এ সময় বিদ্যুৎ চাহিদা সর্বোচ্চ থাকে।

৩.৫ অফ-পিক আওয়ারস

অফ-পিক আওয়ারস বলতে ২৩-০০টা (রাত ১১টা) হতে ১৭-০০ টা (বিকাল ৫টা) পর্যন্ত সময়কে বুঝায়।

৩.৬ এনার্জি চার্জ

জ্বালানী ব্যয়, পরিচালন ও সংরক্ষণ খরচের পরিবর্তনীয় অংশ এবং উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য বিনিয়োগকৃত পুঁজির অংশ বিশেষ এনার্জি চার্জের অন্তর্ভুক্ত।

৩.৭ ডিমান্ড চার্জ

[illegible] এনার্জি চার্জের অতিরিক্ত হিসাবে নেয়।

৩.৮ সার্ভিস চার্জ

গ্রাহক সেবা, মিটারিং, মিটার রিডিং, বিলিং এবং রাজস্ব আদায় ইত্যাদি গ্রাহক সংক্রান্ত ব্যয় সার্ভিস চার্জের অন্তর্ভুক্ত। এ চার্জও এনার্জি চার্জের অতিরিক্ত হিসাবে নেয়।

৩.৯ ন্যূনতম চার্জ : এনার্জি চার্জ ও ডিমান্ড চার্জের সামগ্রিক যোগফল বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় স্থির ব্যয় হতে কম হলে এ চার্জ প্রযোজ্য হবে।

৩.১০ অতি উচ্চচাপ

অতি উচ্চচাপ বলতে ১৩২ কিলো ভোল্ট মানের সরবরাহ ভোল্টেজকে বুঝায়। সাধারণভাবে চুক্তিবদ্ধ লোড ১৫ মেগা ওয়াট এর বেশী হলে এ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

৩.১১ উচ্চ চাপ

উচ্চ চাপ বলতে [illegible] সরবরাহ ভোল্টেজকে বুঝায়। [illegible] অনুমোদিত লোড [illegible] ওয়াট এর উর্ধ্বে হতে [illegible] মেঃ ওঃ পর্যন্ত হলে এ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

৩.১২ নিম্ন চাপঃ

নিম্ন চাপ বলতে ২৩০/৪০০ ভোল্ট মানের সরবরাহ ভোল্টেজকে বুঝায়। ৭.৫ কিঃ ওঃ এর উর্ধ্ব হতে ৫০ [illegible] পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ৩- ফেজ, ৪০০ ভোল্টে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ৭.৫ কিঃ [illegible] অনুমোদিত চাহিদার জন্য সাধারণভাবে ১- ফেজ, ২৩০ ভোল্টে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

৩.১৩ গ্রাহকঃ

গ্রাহক বলতে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ডেসা কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় বা যার প্রাঙ্গণে ডেসা কর্তৃক [illegible] সরবরাহের উদ্দেশ্যে অস্থায়ী সংযোগ দেয়া হয়, তাকেই বুঝাবে।

৩.১৪. স্যাগ ও স্প্যান (**Sag & Span**) :

দু'টি পোলের মধ্যে তার টানান হলে তারটি কিছুটা ঝুলে পড়ে। দু'টি পোলে যেখানে তার টানানো হয়েছে [illegible] বিন্দুর সংযোগকারী কাল্পনিক রেখা থেকে তারটির সর্বোচ্চ ঝুলকে স্যাগ (**Sag**) বলে।

দু'টি পোল বা টাওয়ারের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে বলা হয় স্প্যান (**Span**) বা বিস্তার। স্প্যান, স্যাগ ও [illegible] উচ্চতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। স্প্যান যত বড় হবে পোলের সংখ্যা তত কম হবে; কিন্তু স্যাগ বেড়ে যাবে।

কন্ডাক্টরের ঝুল চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল: (১) কন্ডাক্টরের ওজন, (২) স্প্যানের দৈর্ঘ্য (৩) কন্ডাক্টরের [illegible] ক্ষমতা ও (৪) তাপমাত্রা।

তাপমাত্রা বাড়লে কন্ডাক্টরের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়, ফলে ঝুলও বেড়ে যায়।

৩.১৫ ইনস্যুলেটরঃ

ইনস্যুলেটরের কাজ হলো লাইনের তারগুলিকে ক্রস আর্ম এবং পোল থেকে তফাতে রাখা, যাতে তারগুলো [illegible] সংস্পর্শে না আসে। ইনস্যুলেটর বা অন্তরক তৈরীর প্রধান উপাদান হলো পোর্সেলিন বা চীনেমাটি এবং চীনেমাটির ইনস্যুলেটর-ই অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।

৩.১৬ আর্থিং (**Earthing**) :

[illegible] পৃথিবীর [illegible] বিন্দুর বিভব বা **Poten**[illegible] [illegible] বৈদ্যুতিক [illegible] আর্থ এর সাথে [illegible] করে দেয়া।

৩.১৮. **M.O.D (Monthly Operation Data):** ডেসার অধীন প্রত্যেকটি বানিজ্যিক পরিচালন অফিসকে [illegible] মাসে উক্ত অফিসের কর্মকান্ডের একটি প্রতিবেদন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ [illegible] হয়। এটিই M.O.D নামে পরিচিত।

৩.১৯. **KWh** (কিলো ওয়াট-আওয়ার): এক কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কোন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কর্তৃক এক ঘন্টায় [illegible] বিদ্যুৎ শক্তি।

৩.২০. সারসার্জ : দেয় সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে ব্যর্থ হলে গ্রাহককে বিলম্বিত সময়ের জন্য মোট বিলের [illegible] মাসিক বা এর খন্ডাংশের জন্য ২% সরল সুদে সারসার্জ দিতে হয়।

সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী:

MKWh:	মিলিয়ন কিলো ওয়াট-আওয়ার	MVAr:	Mega Volt Ampere reactive
M.I.S :	Management Information System.	P.F :	Power Factor.
P.F.I :	Power Factor Improvement	ডি.সি.এস:	Daily Collection Sheet
আর.ই.বি :	Rural Electrification Board.	SCADA:	System Control and Data Acquisition
MSC :	Mechanically switched capacitor	MSC:	Mechanically Switched Compensator
SVC :	Static Var Compensator.	SVC:	Static Var Compensator

৪.০ সিস্টেম লস

জেলার সিস্টেম লস সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনার অন্যতম প্রধান ইস্যু হওয়ায় নিরীক্ষাকালে জেলার প্রকৃত সিস্টেম লস, লসের কারণসমূহ উদঘাটনসহ উক্ত লস হ্রাসকল্পে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

৪.১. সিস্টেমলস কি?

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেলা মোট ২ টি পয়েন্টে পিডিবি থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করে তা জেলার আওতাভুক্ত গ্রাহককে বিতরণ করে এবং মাসশেষে [illegible] বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য আদায় করে। মাসের শেষে দেখা যায় যে জেলা কোন নির্দিষ্ট মাসে পিডিবি থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি আমদানি করে বিতরণ পর্যায়ে গ্রাহকদের সে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তির বিল জারি করা করা হয় না। অর্থাৎ আমদানিকৃত বিদ্যুৎ শক্তির চেয়ে বিলকৃত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ অনেক কম। আমদানিকৃত বিদ্যুৎ শক্তি এবং বিলকৃত বিদ্যুৎশক্তির মধ্যে বিরাজমান এ পার্থক্যই সিস্টেম লস।

সিস্টেমলসকে সাধারণত শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়ঃ

$$\text{সিস্টেম লস} = \frac{(\text{আমদানি শক্তি} - \text{বিক্রীত শক্তি})}{\text{আমদানি শক্তি}} \times ১০০\%$$

উদাহরণঃ কোন মাসে জেলা পিডিবি থেকে মোট ১,০০,০০০ ইউনিট (KWh) বিদ্যুৎ শক্তি আমদানি করলো এবং মাসশেষে বিল করা হলো মোট ৬০০০০ ইউনিটের।
সুতরাং এক্ষেত্রে জেলার সিস্টেম লস = (১,০০,০০০ - ৬০,০০০)/১০০০০০×১০০% = ৪০%

৪.২ সিস্টেম লসের কারণঃ

সিস্টেমলসের কারণগুলোকে প্রধানত দু'টো ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

- টেকনিক্যাল লস
- নন-টেকনিক্যাল বা অকারিগরি লস

টেকনিক্যাল লসের কারণসমূহ

- লাইন লস বা পরিবাহী লস
- সাবস্টেশনে সংগঠিত লস
- ট্রান্সফর্মার লস
- পাওয়ার ফ্যাক্টর সংক্রান্ত লস

৪.২.১. লাইন লসঃ

কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সেটি উত্তপ্ত হয়ে যায়। বস্তুত পরিবাহীতে যে বিদ্যুৎশক্তি অপচয় হয় তা তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ায় পরিবাহী গরম হয়ে যায়। পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স বা রোধের জন্যই এধরনের অপচয় হয়।

কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে I [illegible] বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এবং উক্ত পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স R ওহম হলে বিদ্যুৎ শক্তি অপচয়ের পরিমান হবে I^2R অর্থাৎ তারের মধ্য দিয়ে যত বেশী পরিমান বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে, বিদ্যুৎ শক্তির অপচয়ও তত বেশী হবে।

৪.২.২. ট্রান্সফর্মার লসঃ

বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং বিতরণ সিস্টেমে বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন ক্যাপাসিটির ট্রান্সফর্মার থাকে। এসব ট্রান্সফর্মারেও বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় হয়ে থাকে

ট্রান্সফর্মারের লস দু'ধরনের ঃ (ক) লোহার অংশের মধ্যে অপচয় (Iron loss)
(খ) তামার অংশে অপচয় (Copper loss)

আয়রণ লসঃ

ট্রান্সফর্মারের লোহার কোরে যে অপচয় হয় তাকে আয়রণ লস বলে। তবে পরিবাহীর লোড বা বিদ্যুৎ হোক না কেন আয়রণ লস একই থাকে।

কপার লসঃ

ট্রান্সফর্মারের তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তারের রেজিস্ট্যান্সের জন্য যে লস হয়- তা-ই কপার কপার লস= I^2R ; অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ বা লোডের উপর ট্রান্সফর্মারের কপার লস নির্ভরশীল।

৪.২.৩. পাওয়ার ফ্যাক্টর সংক্রান্ত লসঃ

সাধারণত কোনও সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এক ফেজে থাকে না। এদের মধ্যে ফেজ পার্থক্য থাকে difference)।

ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যে ফেজ পার্থক্য যদি $\emptyset$ হয় তবে পাওয়ার ফ্যাক্টর (P. F)=Cos$\emptyset$.

প্রকৃত ক্ষমতা = VI Cos$\emptyset$

ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যে কোন ফেজ পার্থক্য না থাকলে (অর্থাৎ $\emptyset = 0$ হলে) পাওয়ার ফ্যাক্টরের একক পাওয়ার ফ্যাক্টরের সর্বোচ্চ মান = ১

অর্থাৎ পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান যত কম হবে, একই কারেন্ট এবং ভোল্টেজ এর জন্য প্রকৃত ক্ষমতা (KW হবে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তির তত বেশী লস হবে।

৪.৩. ডেসার টেকনিক্যাল লস

সারণি-৬: একটি টিপিক্যাল সিস্টেমের টেকনিক্যাল লসঃ

লসের উৎস		শক্তিশালী বিদ্যুৎ সরবরাহ সিস্টেম(%)	মধ্যম শক্তিশালী (%)	দুর্বল (%
১	২	৩	৪	৫
১১/১৩২ কেভি	পাওয়ার স্টেশন ট্রান্সফরমার	০.২৫	০.৩৭৫	০.৫০
২৩০ কেভি	সঞ্চালন লাইন	০.৫০	০.৭৫০	১.০০
২৩০ কেভি/১৩২কেভি	গ্রীড- সাবস্টেশন	০.২৫	০.৩৭৫	০.৫০
১৩২ কেভি	সঞ্চালন লাইন	১.০০	১.৫০০	২.০০
১৩২/৩৩ কেভি	সাবস্টেশন (গ্রীড)	০.২৫	০.৩৭৫	.৫০
সাব-টোটাল (সঞ্চালন লস)		২.২৫	৩.৩৭৫	৪.৫০
প্রাইমারী ৩৩ কেভি	বিতরণ লাইন	২.০০	৩.০০	৪.০০
প্রাইমারী ৩৩/১১ কেভি	সাবস্টেশন	০.২৫	০.৩৭৫	০.৫০
সেকেন্ডারী ১১/০.৪ কেভি	বিতরণ লাইন	৩.০০	৪.০০	৫.০০
সেকেন্ডারী ১১/.৪ কেভি	সাবস্টেশন (বিতরণ)	০.২৫	০.৩৭৫	.৫০
সার্ভিস ড্রপ		১.০০	১.৫০	২.০০
সাব-টোটাল (বিতরণ) লস		৬.৫০	৯.২৫	১২.০০
গ্র্যান্ড টোটাল (সঞ্চালন ও বিতরণ লস)		৮.৭৫	১২.৬৩	১৬.৫০
ডেসা সিস্টেমের জন্য		৬.৭৫	১০.০০৫	১২.৫০
আর. ই. বি সিস্টেমের জন্য		৬.৭৫	৯.২৫	১২.০০

উৎস: Power System in Asia and Pacific, published by U.N.p-206.1993

অর্থাৎ ডেসার বিতরণ সিস্টেমকে যদি দুর্বলতম ও ধরা হয় তবে অবশ্যম্ভাবী সর্বোচ্চ টেকনিক্যাল লস দাঁড়ায় ১২

একইভাবে টেকনিক্যাল লসের বিষয়ে পিডিবি, ডেসা, আরইবি এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ গবেষণার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হলো:

সারণি -৭

সংস্থার নাম	টেকনিক্যাল লস		
	সঞ্চালন(%)	বিতরণ(%)	মোট(%)
পিডিবি	৩.০০	৭.০০	১০.০০
ডেসা	২.০০	৭.০০	৯.০০
আর ইবি	.৫০	৮.৫০	৯.০০

উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশের উক্ত সংস্থাগুলোর টেকনিক্যাল লস কোন ক্রমেই টেবিলে বর্ণিত লসের চেয়ে বেশী হবে না । অর্থাৎ টেবিল দু'টির তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে ডেসার বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম মধ্যম শক্তিশালী।

এছাড়া এফ. এম. ইউ (ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইউনিট) প্রকল্পের অধীনে বাণিজ্যিক পরিচালন, পরিবাগ, ঢাকা এর আওতাধীন একটি ১১ কেভি ফিডারকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগকৃত দু'জন উপসহকারী প্রকৌশলীর মাধ্যমে মিটার রিডিং গ্রহণের পর অর্জিত ফলাফলে দেখা যায় যে উক্ত বিভাগের সিস্টেমলস সর্বনিম্ন ৩.৫% পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে । অর্থাৎ এক্ষেত্রে নন-টেকনিক্যাল লস শূন্য অনুমিত হলেও সর্বোচ্চ টেকনিক্যাল লস হয় ৩.৫% । তবে, উক্ত ফিডারটি মাঝারি আকারের একটি আদর্শ ফিডার বিধায় ১১ কেভি ফিডারে টেকনিক্যাল লস সর্বোচ্চ ৭% ধরা যায়, যা উক্ত সারণিতে বর্ণিত তথ্যের যথার্থতা প্রমাণ করে।

<u>দক্ষিণ কোরিয়ান ফার্ম KOPEC এর পিডিবির উপর গবেষণা ফলাফলঃ</u> ১৯৮৮ সনে পিডিবির সিস্টেমলসের উপর প্রণীত উক্ত ফার্মটির একটি স্টাডি রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে পিডিবির টেকনিক্যাল লস এবং ননটেকনিক্যাল লস যথাক্রমে গড় ১০% এবং ২০% । এছাড়া পিডিবির সিস্টেমলস রিডাকশন পাইলট স্কীম এবং ডেসার লস রিডাকশন পাইলট প্রোজেক্ট কর্তৃক পিডিবির ৪টি ফিডার এবং ডেসার ২টি ফিডারের টেকনিক্যাল লসের বিষয়ে ১৯৯৭ সালে প্রণীত স্টাডি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিতরণ ফিডারের (১১কেভি এবং তন্নিম্ন লাইনে) টেকনিক্যাল লসের পরিমাণ ৪.৫% থেকে ১১% এবং গড় টেকনিক্যাল লস ৫.৫%; এর সাথে ৩৩কেভি উপ সঞ্চালন লাইন এবং ৩৩/১১কেভি সাব স্টেশনের লস যোগ করলে বিতরণ পর্যায়ে সর্বোচ্চ লস হবে ৭% ।

আর.ই.বি, ডেসা, পিডিবি এবং বিশ্ব ব্যাংক এর যৌথ উদ্যোগে পিডিবি এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলোর টেকনিক্যাল লসের বিষয়ে ১৯৯৪ সালে পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯০ সনে নির্মিত নাটোর ইলেকট্রিক সাপ্লাই এর অধীন বিতরণ ব্যবস্থার টেকনিক্যাল লস ৩.৫৫% এবং কোন সংস্কার কাজ ছাড়া ৫ বছর পর উক্ত সিস্টেমের টেকনিক্যাল লস উন্নীত হয় ৪.৫%-তে [বি, ডি, রহমত উল্ল্যাহ, পরিচালক, পাওয়ার সেল,পিডিবি]]

অতএব, উক্ত দু'টি সারণি এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে এটা স্পষ্ট যে, ডেসার সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনে মোট টেকনিক্যাল লস সর্বোচ্চ ১২% এবং শুধু বিতরণ পর্যায়ে টেকনিক্যাল লস সর্বোচ্চ ৭%।

কিন্তু ডেসা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মে/২০০১ মাসের মাসিক এক্টিভিটিজ সামারী থেকে দেখা যায় যে উক্ত মাসে ডেসার সার্বিক সিস্টেমলস ৩১.২৪% (প্রকৃত পক্ষে প্রায় ৪০%, যার সপক্ষে প্রমাণাদি পরে উপস্থাপিত) অর্থাৎ (৩১.২৪-১২.৫)% বা ১৮.৫% নন টেকনিক্যাল লস বা অন্য কথায় মনুষসৃষ্ট লস।

৪.৪ <u>ডেসায় টেকনিক্যাল লস বেশী হওয়ার কারণ</u>:

৪.৪.১ <u>পাওয়ার ফ্যাক্টর</u> : বৈদ্যুতিক লাইনে ইন্ডাকটিভ রিয়্যাকট্যান্স বেশী হলে লাইনে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কমে যায়। ট্রান্সফর্মার, মোটর প্রভৃতি সরঞ্জামে ইন্ডাকটিভ রিয়্যাক্ট্যান্স বেশী। এগুলো অল্প লোডে বা বিনা লোডে চললে এ রিয়্যাকট্যান্স আরও বেড়ে যায়, ফলে আনুপাতিক হারে P.F.ও কমে যায়। P.F নির্দিষ্ট মানের চেয়ে কম হলে নিম্নের সমস্যাগুলোর উদ্ভব হয় :

- সমপরিমাণ ক্ষমতার চাহিদা মেটাতে বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রয়োজন হয়।
- বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন (কে.ভি.এ রেটিং) ট্রান্সফর্মারের প্রয়োজন হয়।
- লাইনে ও সরঞ্জামে বিদ্যুতের অপচয় বৃদ্ধি পায়।
- লাইনে ভোল্টেজ ঘাটতি বেশী হয়।

ফলে বিদ্যুৎ হার নিয়মাবলী, ১৯৮৯ এ ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহক (সি ক্যাটাগরী) এবং উচ্চ চাপ গ্রাহকদের (এফ ক্যাটাগরী) ক্ষেত্রে পাওয়ার ফ্যাক্টর সর্বনিম্ন ০.৯৫ রাখার কথা বলা হয়েছে।

<u>বাস্তব অবস্থা</u> : এ বিষয়ে বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ এবং বাণিজ্যিক পরিচালন, খিলগাঁও অফিস নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিলে পাওয়ার ফ্যাক্টরের কোন উল্লেখ নেই এবং পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য কোন চার্জও আদায় করা হয় না। ফলে উক্ত শ্রেণীর গ্রাহকদের পাওয়ার ফ্যাক্টর কত এবং কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য কেমন সিস্টেমলস হচ্ছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

অন্যদিকে উচ্চ চাপ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে দুটি অফিসেই বিদ্যুৎ বিলে পাওয়ার ফ্যাক্টরের উল্লেখ থাকলেও এবং ০.৯৫ এর কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য অতিরিক্ত চার্জ আদায় করা হলেও সাতমসজিদ অফিসের আওতাধীন বেশ কয়টি উচ্চ চাপ গ্রাহকের ক্ষেত্রে মিটার না থাকায় অনুমানিক পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরে চার্জ আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া প্রায় ১০% ক্ষেত্রে (কিছু উদাহরণ সংলগ্নী-১-এ সংযুক্ত) পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৬-০.৮ এর মধ্যে। ফলে কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য অতিরিক্ত চার্জ আদায় করা হলেও উক্ত গ্রাহকদের জন্য লাইনে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রয়োজন হওয়ায় আনুপাতিকহারে লাইন লস বৃদ্ধি পায়।
অন্যদিকে, খিলগাঁও বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসের আওতাধীন ৪৬টি উচ্চ চাপ গ্রাহক হিসাবের মধ্যে ৩৮টিই ঢাকা ওয়াসার পাম্প হাউস। উক্ত অফিসগুলোতে কোন মিটার এবং PFI সিস্টেম না থাকায় অফিসগুলোর বিপরীতে বছরের পর বছর অনুমিত বিল জারী হচ্ছে এবং সবক্ষেত্রেই অনুমিত পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরা হচ্ছে ০.৮। তবে অডিটের ধারণা ইনডাকটিভ লোডের আধিক্য উক্ত অফিসগুলোতে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ০.৮ এর চেয়ে কম।
অতএব, এটা স্পষ্ট যে ডেসার আওতাধীন [illegible] গ্রাহক কর্তৃক PFI সিস্টেম স্থাপিত না হওয়ায় [illegible]
প্রয়োজনের তুলনায় বেশী বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে লাইনলস [illegible]

<u>সুপারিশ</u>: অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকদের আংগিনায় ইতোমধ্যে ইলেকট্রনিক প্রোগ্রামেবল মিটার সংযোজিত হওয়ায় উক্ত শ্রেণীর গ্রাহকদের বর্তমানে P.F কত তা সহজেই পরিমাপ করা সম্ভব। ফলে উক্ত গ্রাহকদের মিটার রিডিং গ্রহণের সময় P.F এর মান নোট করার জন্য মিটার রিডারদের নির্দেশ দেয়া যায় এবং প্রাপ্ত **P.F** পরীক্ষা করে ০.৯৫ এর কম পাওয়ার ফ্যাক্টর সম্পন্ন গ্রাহকদের যথাশীঘ্র সম্ভব **PFI** সিস্টেম স্থাপনের জন্য নোটিশ জারী করা যেতে পারে। নোটিশ জারীর পরও যেসব গ্রাহক **PFI** সিস্টেম স্থাপনে ব্যর্থ হবে তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ বিদ্যুৎ হার নিয়মাবলী, ১৯৮৯ মোতাবেক বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এছাড়া উচ্চ চাপ গ্রাহকদের মধ্যে যাদের **PF** ০.৯৫ এর কম তাদেরকে যথাশীঘ্র সম্ভব **P.F.I** সিস্টেম স্থাপনের জন্য নোটিশ জারীসহ যে সব সরকারী/ আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানভুক্ত উচ্চ চাপ গ্রাহকদের মিটার এবং **PFI** সিস্টেম স্থাপিত নেই সে সব ক্ষেত্রে সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মিটার ও **PFI** সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। **এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে ডেসার কেন্দ্রীয় ভান্ডারে আগষ্ট/২০০১ সময় পর্যন্ত ৬৮০টি ১১কেভি ইনডোর মিটার এবং ২১৮ টি আউট-ডোর মিটার মজুদ আছে। অতএব, কাজটি স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই করা সম্ভব বলে অডিট** মনে করে।

৪.৪.২. <u>ডেসায় ব্যবহৃত পরিবাহী:</u>

পরিবাহী বা কন্ডাক্টর (Conductor):

যে তারের সাহায্যে বিদ্যুৎ শক্তি পরিবাহিত হয় তাকে পরিবাহী বা কন্ডাক্টর বলে। কন্ডাক্টর সাধারণত তামা এবং আলুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী হয়।

এ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে তামার পরিবাহিতা অনেক বেশী হলেও তামার দাম অত্যধিক হওয়ায় বাংলাদেশ সহ প্রতিবেশী দেশসমূহে ওভার হেড লাইনে এখন আলুমিনিয়াম তার কন্ডাকটর হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাধারণত দু'ধরণের কন্ডাক্টর ব্যবহৃত হয়:

(১) এ্যালুমিনিয়াম স্ট্র্যান্ডেড কন্ডাক্টর **(A.S.C.)** : এই কন্ডাক্টর শুধু এ্যালুমিনিয়ামের একগুচ্ছ তার দ্বারা তৈরী। এ ধরণের কন্ডাক্টরের টানসহ ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় নিম্ন চাপের বিতরণ লাইনে (১১ কেভি, .৪ কেভি ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়।

(২) এ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্টীল রি-ইনফোর্সড **(A.C.S.R)** : এ্যালুমিনিয়াম তারের টানসহ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এ্যালুমিনিয়াম তারের গুচ্ছের ভিতরে এক বা একাধিক স্টীলের তার প্যাঁচান থাকে। এ কন্ডাক্টরের টানসহ ক্ষমতা খুব বেশী হওয়ায় উচ্চ চাপের সব লাইনে এ ধরনের কন্ডাক্টর ব্যবহৃত হয়।

সারণি-৮

পরিবাহী	রোধাংক/ঘঃসেঃ	টানসহ ক্ষমতা/বঃসেঃ	ওজন /ঘঃমিঃ
তামা	১.৭২মাইক্রো ওহম	৪২০০ কেজি	৮৯০০কেজি
এ্যালুমিনিয়াম	২.৮৩মাইক্রো ওহম	২১০০কেজি	২৭০০কেজি

সারণি হতে দেখা যায় যে একই আয়তনের তামার তারের তুলনায় এ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা, টানসহ ক্ষমতা ও ওজন যথাক্রমে ৬০%, ৫০% ও ৩৩%। সুতরাং তামার তারের সমতুল্য পরিবাহিতার জন্য এ্যালুমিনিয়াম তারের আয়তন তামার তারের শতকরা ৭৫ ভাগ।

তামার তারের রোধ তুলনামূলকভাবে কম হলেও, তামার তারের মূল্য এ্যালুমিনিয়াম তারের চেয়ে অনেক বেশী। কম ওজনের জন্য ঝুল (Sag) কম হওয়ায় এ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে স্প্যানের দৈর্ঘ্য অনেক বাড়ান সম্ভব হওয়ায় পোল এবং টাওয়ারের সংখ্যাও কমে যায়। ফলে বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই পরিবাহী হিসাবে এ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর ব্যবহৃত হচ্ছে। ডেসাও এর ব্যতিক্রম নয়।

বিভিন্ন ধরনের পরিবাহীর রোধ পরিবহন ক্ষমতা, ওজন ইত্যাদিঃ

সারণি-৯: এ্যালুমিনিয়াম স্ট্রান্ডেড কন্ডাক্টর (লো-টেনশন লাইন)

কন্ডাক্টর	সমতুল্য এ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রফল (বঃমিঃমিঃ)	২০ডিগ্রী তাপ মাত্রায় প্রতি কিলোমিটারে রোধ (ওহম)	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা (এ্যাম্পেন)	ওজন / কিঃমিঃ	চরম টানসহ ক্ষমতা (কেজি)
ন্যাট	২৬.৫৬	১.০৭১	-	৭৩	৪৮৫
এ্যান্ট	৫২.২৬	০.৫৪৪৪	২.৪	১৪২	৮৯২
ওয়াসপ	১০৪.৮০	০.২৭১৫	৩১৮	২৯০	১৬৭৩

সারণি ১০: এসিএসআর কন্ডাক্টর (উচ্চ চাপ লাইন):

কন্ডাক্টর	সমতুল্য এ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রফল (বঃমিঃমিঃ)	২০ডিগ্রী তাপ মাত্রায় প্রতি কিলোমিটারে রোধ (ওহম)	সর্বোচ্চ তড়িৎ পরিবহনে ক্ষমতা (এ্যাম্পস)	ওজন / কিঃমিঃ	চরম টানসহ ক্ষমতা (কেজি)
স্কুইরেল	২০.৭১	১.৩৭৪	১১৬	৫৮	৪০৭
র‍্যাবিট	৫২.২১	০.৫৪৪৯	২০৮	১৪৫	১৮৬০
র‍্যাকুন	৭৭.৮৩	০.৩৬৫৬	২৭০	২১৫	২৯৮৬
ডগ	১০৩.৬০	০.২৯৪৬	৩২৪	২৮৮	৩২৯৯

ডেসার স্টোর লেজার থেকে দেখা যায় যে ডেসার বিতরণ সিস্টেমে লো- টেনশন লাইনে ওয়াসপ, ন্যাট এবং হাইটেনশন লাইনে প্রধানতঃ ডগ এবং র‍্যাবিট তার ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত তারগুলোর চেয়ে কম রোধাংকের অনেক পরিবাহী থাকলেও সেগুলোর ওজন অনেক বেশী হওয়ায় স্প্যান হ্রাস করতে হয়। ফলে, পোলের সংখ্যা বেড়ে যায় যা ঢাকার মত ঘন বসতি এলাকায় সম্ভব নয়। অর্থাৎ টেকনিক্যাল লস কিছুটা বেশী হলেও অন্যান্য বিবেচনায় ডেসার বিতরণ সিস্টেমে সঠিক পরিবাহীই ব্যবহৃত হয়েছে/হচ্ছে

৪.৫. <u>ননটেকনিক্যাল লসের কারণঃ</u> এ লসের বিষয়ে ডেসা/পিডিবির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলাপকালে এবং বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসে রক্ষিত লেজার, মিটারবই ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে নিম্নোক্ত কারণসমূহ নন টেকনিক্যাল লসের জন্য দায়ীঃ

- ১০০% গ্রাহকের বিপরীতে বিল জারী না করা।
- মিটার টেম্পারিং এর মাধ্যমে প্রকৃত বিলের চেয়ে কম বিল করা।
- এস্টিমেটেড রিডিং এর ভিত্তিতে বিল করা।
- মিটার বাইপাস করে বিদ্যুৎ ব্যবহার
- মিটার বিহীন বিদ্যুৎ ব্যবহার বা অবৈধ সংযোগ
- মিটার রিডিং অনুযায়ী বিল না করা।
- বিদ্যুৎ সংযোগের পরও বহুদিন যাবৎ বিদ্যুৎ বিল না করা।

৪.৫.১. <u>মিটার বাইপাসঃ</u> গ্রাহক কর্তৃক মিটার বাইপাসের মাধ্যমে বিভিন্ন সরঞ্জামের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটালে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তি মিটারে প্রদর্শিত হয় না। এ বিষয়ে ডেসায় কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই কাট-আউট ফিউজ মিটারের আগে লাগান থাকায় গ্রাহকগণ উক্ত কাট- আউট এর মাধ্যমে মিটার বাইপাস করে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সাথে সংযোগ দেয়ার সুযোগ পায়। অডিট টীম কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনকালে কয়েকটি ক্ষেত্রে এ ধরনের মিটারের পূর্বে কাট- আউট ফিউজ লাগানো অবস্থায় দেখা যায়। নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৮ সালে পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিস সাতমসজিদ এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিস খিলগাঁও এর প্রত্যেক বিভাগ এর আওতাধীন এ ধরণের ২৫০০ মিটারের সংযোগ ঠিক করা হয়। অর্থাৎ কাট- আউট ফিউজ বাদ দিয়ে সরাসরি মিটার সংযোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু এরপর এ বিষয়ে আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

৪.৫.২ <u>মিটার বিহীন বিদ্যুৎ সংযোগ বা অবৈধ সংযোগ</u> :- ডেসার আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ সংযোগ বা মিটারবিহীন সংযোগ নন-টেকনিক্যাল সিস্টেমলসের অন্যতম কারণ। উদাহরণস্বরূপ, বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, সাতমসজিদ কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ জানান যে, উক্ত এলাকায় অবৈধ সংযোগের কারণে সিস্টেম লসের পরিমাণ ৩-৪% এবং বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ-৩ কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের সাথে আলাপ করে জানা যায় উক্ত লসের পরিমাণ ১-২%। এছাড়া ডেসার প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের তথ্যানুযায়ী অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের কারণে সিস্টেম লসের পরিমাণ ২-৩%।

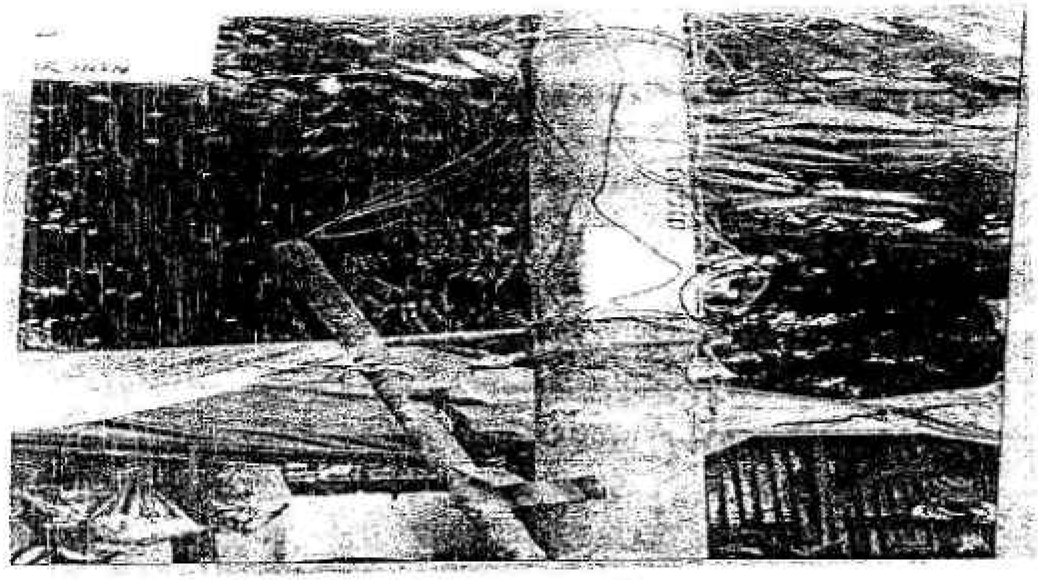

অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের নমুনা

অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে ডেসার কার্যক্রমঃ

অবৈধ সংযোগ সিস্টেম লসের অন্যতম কারণ হিসাবে স্বীকৃত হলেও এ ধরনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাসহ Electricity Act, 1910 মোতাবেক এ ধরনের সংযোগকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সংস্থার তৎপরতা কেমন তা নির্ণয়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। কারণ একদিকে যেমন, সংশ্লিষ্ট পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগসমূহে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ সংক্রান্ত কোন তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না, অন্যদিকে তেমনি ডেসার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টসমূহ থেকে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনে মোট সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের সংখ্যা উল্লেখ থাকলেও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা সংক্রান্ত কোন তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে না। তবে বছরে ২/৩ বার বিশেষ ড্রাইভের মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিন্তু নিয়মিত পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চালু না থাকায় উক্ত ড্রাইভে তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া গেলেও কিছু দিনের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন সংযোগসমূহ পুনঃ সংযোগপ্রাপ্ত হয়ে যায়। ফলে এ ধরনের ড্রাইভে টেকসই কার্যকারিতা অর্জন সম্ভব হয় না।

৪.৫.৩. ১০০% গ্রাহককে বিল জারী না করা:

ডেসার আওতাধীন প্রতিটি বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস কোন মাসে মোট কত জন গ্রাহকের বিপরীতে বিল জারী করেছে তা প্রতি মাসে প্রস্তুতকৃত M.O.D তে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ এর কয়েক মাসের MOD হতে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১১:

মাস	মোট গ্রাহক সংখ্যা	বিলকৃত গ্রাহক সংখ্যা	বিল বিহীন গ্রাহক সংখ্যা
জুলাই/৯৭	৬১৩৮১	৬১২০৮	৭৩
জানু/৯৮	৬২৬৯২	৬৩৫৫৬	৩৬
মে/৯৮	৬৪৪৮৮	৬৪১৪০	১৬৮
মে/৯৯	৬৫১৫০	৬৪৯৬৬	১৮৪

উক্ত তথ্যের ভিত্তি বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে MOD প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত উপসহকারী প্রকৌশলী জানান যে মিটার রিডারগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত বিলকৃত গ্রাহক সংখ্যার হিসাব MOD তে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু MOD তে প্রদত্ত উক্ত পরিসংখ্যানের সপক্ষে প্রত্যেক মিটার রিডার কর্তৃক প্রদেয় বিলকৃত গ্রাহকের তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে জুলাই/৯৭ মাসের মিটার রিডিং বইসমূহ সরবরাহের জন্য বলা হলে প্রায় ৫০০টি মিটার বইয়ের মধ্যে ৮০টি মিটার বই সরবরাহ করা হয়। উক্ত বইগুলি থেকে ২০টি রিডিং বই পর্যালোচনায় দেখা যায় যে উক্ত বইগুলিতে অন্তর্ভুক্ত ১৫০০ জন গ্রাহকের মধ্যে ১৩৯৫ জন গ্রাহকের মিটার রিডিং নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ২০টি মিটার রিডিং বুকে মোট ১০৫ জন গ্রাহকের মিটার রিডিং নেওয়া হয়নি। এ হিসাবে মোট ৫০০টি মিটার রিডিং বইতে আনুপাতিক হারে মোট ২৬২৫ জন গ্রাহকের ('এ', 'বি' ও 'ডি' শ্রেণী) মিটার রিডিং নেয়া হয়নি অর্থাৎ বিল করা হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয়ত, মোট বিলকৃত গ্রাহকের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য লেজারসমূহের জুলাই/৯৭ মাসের ডেবিট পোস্টিংসমূহ যাচাই করা হয়। মোট ৬১২০০ টি গ্রাহক হিসাবের বিপরীতে সংরক্ষিত ১৪২ টি লেজারের মধ্যে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ৭৪টি লেজারের ডেবিট পোস্টিং বিশ্লেষণে দেখা যায় যে উক্ত ৭৪টি লেজারে অন্তর্ভুক্ত ২৯৬০০ জন গ্রাহকের মধ্যে ২৮৭৫ জন গ্রাহকের (১০%) বিপরীতে কোন পোস্টিং হয়নি। অর্থাৎ ২৮৭৫ জন গ্রাহকের কোন বিল করা হয়নি। কারণ নিয়মানুযায়ী গ্রাহকদের বিল তৈরী হওয়ার সাথে সাথে বিলের ৩য় কপি ডেবিট পোস্টিং এর জন্য লেজার শাখায় প্রেরিত হওয়ার কথা। অতএব আনুপাতিক হারে ১৪২টি লেজারের মোট ৫৭০০ জন গ্রাহকের বিপরীতে কোন ডেবিট পোস্টিং নেই। অর্থাৎ উক্ত মাসে ৫৭০০ জন গ্রাহকের বিপরীতে কোন বিল জারী হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

একইভাবে উক্ত ৭৪টি লেজারের অন্তর্ভুক্ত জানুয়ারি/৯৮ মাসের ডেবিট পোস্টিং গণনায় দেখা যায় যে উক্ত লেজারগুলিতে অন্তর্ভুক্ত মোট ২৯৬০০ জন গ্রাহকের মধ্যে ৩০৫০ জনের বিপরীতে কোন ডেবিট পোস্টিং নেই। অর্থাৎ ৩০৫০ জনের বিপরীতে কোন বিল জারী করা হয়নি। সুতরাং আনুপাতিক হারে মোট ১৪২টি লেজারের ৬১২০ জন গ্রাহকের বিপরীতে কোন বিল জারী করা হয়নি বলে ধরে নেয়া যায়। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১০% গ্রাহকের বিপরীতে বিল জারী করা হয় নি।

৪.৫.৪ বছরের পর বছর গ্রাহকের বিপরীতে কোন বিল জারী করা হয় নাঃ

বানিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, সাত মসজিদ, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত গ্যাপ লিষ্ট (জুন/২০০০ পর্যন্ত) পর্যালোচনায় দে বহু সংখ্যক গ্রাহকের বিপরীতে বছরের পর বছর কোন বিল জারী করা হয় নি। এ ধরনের কিছু উদাহরণ দেয়া হলোঃ

সারণি-১২:

ক্রমিক নং	বিল জারী না করার সময়	গ্রাহক সংখ্যা
১।	১ বছর পর্যন্ত	১৬৫
২।	১ - ৩ বছর	৪২০
৩।	৩ - ৫ বছর	১৫০
৪।	৫-৭ বছর	১২৮
৫।	৭ বছরের উর্ধ্বে	১৫০
মোট ঃ		১০১৩

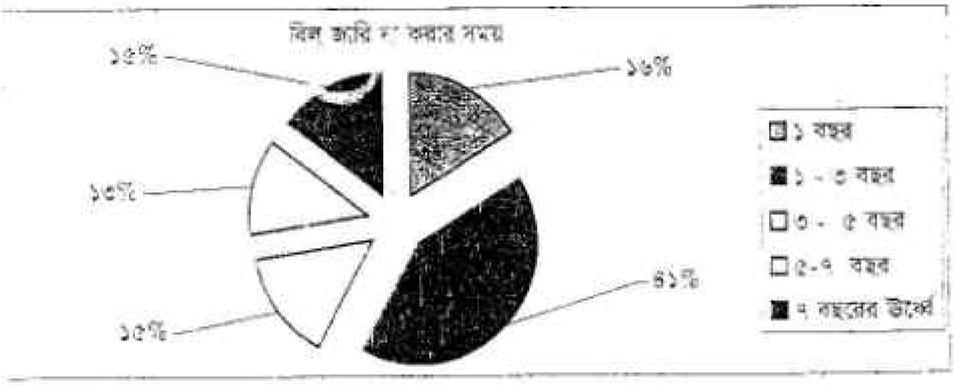

৪.৫.৫. মিটার রিডার কর্তৃক বিল তৈরী ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে অনুসৃত বাণিজ্যিক পরিচালন সংক্রান্ত ম্যানু এবং ডেসা কর্তৃক প্রণীত ম্যানুয়াল অনুযায়ী মিটার রিডারগণ মিটার রিডিং গ্রহণের পর মিটার বুক/ রিডিং সীট সহ সুপারভাইজারের মাধ্যমে বিলিং শাখায় জমা দিবে। বিলিং শাখা কর্তৃক বিল তৈরীর পর উক্ত বিল গ্রাহককে পৌঁছে দেয়ার দা মিটার রিডারের।

কিন্তু বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ এবং বাণিজ্যিক পরিচালন, খিলগাঁও অফিস নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে মি রিডারগণ নিজেরাই মিটার বুক দেখে বিল প্রণয়ন করে । ফলে অনেক ক্ষেত্রে মিটার বইতে সঠিক মিটার রিডিং থাকা স কোন কোন গ্রাহকের সাথে মিটার রিডারের যোগসাজশের কারণে মিটার রিডার কর্তৃক প্রণীত বিলে উক্ত রিডিং প্রতিফলিত না অর্থাৎ প্রকৃত ব্যবহৃত ইউনিটের চেয়ে বিলে কম ইউনিট দেখানো হয়। উদাহরণস্বরূপ বাণিজ্যিক পরিচালন , সাতমস অফিস নিরীক্ষাকালে প্রাপ্ত এ ধরনের কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো :

সারণি১৩:

ক্রমিক নং	হিসাব নম্বর	[illegible]	মিটার বুকে প্রদর্শিত রিডিং অনুযায়ী ব্যবহৃত ইউনিট	বিলে প্রদর্শিত ইউনিট	পার্থক্য
১।	পি-১৩৭২২	৪/৯৮	২২৫	১৩৮	৮৭
২।	পি-১৩৯৩৪	৮/৯৭	৮৪৬	৮৪	৭৬২
৩	পি-১৯৩১২	৬/৯৮	৫৫০	২৫০	৩০০
৪।	পি ১৯৫১৭	৪/৯৭	৪০০	২০০	২০০
৫	১৩৯৭৪	১/৯৯	৯২০	২২০	৭০০
৬	১৭২১	১২/৯৯	১৫০০	১০০০	৫০০
৭।	২০৫৫৫	১১/৯৯	৪২৬	২১৩	২১৩

৪.৫.৬. মিটার টেম্পারিং:

মিটার সাধারণত দু ধরণের ঃ

(১) বিদ্যুৎ- যান্ত্রিক মিটার (Electro-mechanical) :

এসব মিটারে বিদ্যুৎ প্রবাহকালে মিটারের একটি অংশ সচল হয়ে ঘুরে এবং ঘূর্ণন গতির ভিত্তিতে মিটার রিডিং প্রতিফলিত হয়। প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ খরচের জন্য মিটারের চাকতি কতবার ঘুরবে তা মিটারে লেখা থাকে। মিটাররে স্থায়ী চুম্বকটিকে যথাক্রমে চাকতির কেন্দ্র থেকে দূরে বা কাছে এনে চাকতির ঘূর্ণনগতি হ্রাস / বৃদ্ধি করা যায়।

(২) স্ট্যাটিক মিটার বা ইলেকট্রনিক মিটারঃ- বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে এসব মিটারে কোন অংশের কোন ঘূর্ণন হয় না । এসব মিটার কোন কাঁটা থাকেনা;ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ সরাসরি সংখ্যায় প্রতিফলিত হয়। এজন্য এগুলোকে ডিজিটাল মিটারও বলা হয় ।

ডেসায় ব্যবহৃত মিটারসমূহের ৯৫% ই বিদ্যুৎ -যান্ত্রিক মিটার। ফলে মিটার রিডারদের সাথে এক শ্রেণীর গ্রাহকের যোগসাজশে মিটারের স্থায়ী চুম্বকটিকে প্রয়োজনানুযায়ী স্থানান্তর কিংবা চাকতির ঘূর্ণনগতি হ্রাস করে গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তির তুলনায় মিটারে অনেক কম বিদ্যুৎ-শক্তি প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এছাড়া মিটার রিডিং বেশী প্রতীয়মান হলে উল্টোদিকে চাকতি ঘুরিয়ে রিডিং প্রকৃত রিডিং এর চেয়ে কম দেখান হয়। ডেসা ও পিডিবির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, মোট নন-টেকনিক্যাল সিস্টেমলসের শতকরা ৮০ ভাগই মিটার টেম্পারিং এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

উল্লেখ্য যে, আর.ই.বি এর বিদ্যুৎ বিতরণ পদ্ধতি পর্যালোচনায় দেখা যায় আরইবিতে ব্যবহৃত মিটারসমূহের ১০০% ইলেকট্রো - মেকানিক্যাল। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ (বিদ্যুতের ১৬% সিস্টেম লস-ই এর প্রমাণবহ) উক্ত প্রতিষ্ঠানে মিটার টেম্পারিং প্রায় নেই বলে জানালেন।

প্রায় সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাই গ্রাহকের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে মিটার টেম্পারিং এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে মিটার রিডারদের একই বিভাগে বছরের পর বছর কর্মরত থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেন ।

উদাহরণস্বরূপ বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ এবং বাণিজ্যিক পরিচালন, খিলগাঁও এ কর্মরত মিটার রিডারগণের উক্ত অফিস সমূহে স্থায়িত্বকালের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি-১৪: বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ:

পদবী	অবস্থানের সময়কাল			
	৫-১০বছর	১০-২০বছর	২০-৩০বছর	৩০-৪০বছর
১। সিনিয়র মিটার পরিদর্শক	-	-	-	৪জন
২। মিটার পরিদর্শক	-	-	৩জন	৩জন
৩। মিটার রিডার	৩জন	১৮জন	-	-

সারণি-১৫: বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস, খিলগাঁও:

পদবী	অবস্থানের সময়কাল			
	৫-১০বছর	১০-২০বছর	২০-৩০বছর	৩০-৪০বছর
১। সিনিয়র মিটার পরিদর্শক	-	-	-	১জন
২। মিটার পরিদর্শক	১	-	-	৩জন
৩। মিটার রিডার	-	১৪জন	-	-

সারণি থেকে দেখা যায় যে অধিকাংশ মিটার রিডারগণই একই অফিসে ১০-২০ বছর এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৩০-৪০ বছর পর্যন্ত কর্মরত আছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণের সাথে আলাপে জানা যায় যে এক বিভাগ

থেকে অন্য বিভাগে মিটার রিডারদের বদলির ক্ষমতা প্রধান কার্যালয়ে ন্যস্ত; এ বিষয়ে বিভাগসমূহের কোন ক্ষমতা নেই। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মচারী ইউনিয়নের চাপে মিটার রিডারদের বদলী করা সম্ভব হয় না বলে তারা জানান।

অন্যদিকে, ম্যানুয়ালে একই বিভাগে কর্মরত মিটার রিডারদের ৬ মাস অন্তর অন্তর ওয়াক অর্ডার (Walk Order) পরিবর্তনের বিধান থাকা সত্ত্বেও মিটার রিডারগণ বছরের পর বছর একই Walk Order ভুক্ত গ্রাহকের মিটার রিডিং গ্রহণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ, ঢাকা অফিসে মিটার রিডারদের এলাকা বন্টন সংক্রান্ত সর্বশেষ আদেশ জারী হয় ২৮-০১-৯৯ তারিখ। অর্থাৎ প্রায় ২বছর ৬ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মিটাররিডারদের এলাকা পরিবর্তনের কোন আদেশ জারী হয়নি। একইভাবে বাণিজ্যিক পরিচালন, খিলগাঁও, ঢাকা অফিসে মিটার রিডারদের এলাকা বন্টন সংক্রান্ত সর্বশেষ আদেশ জারী হয় ডিসেম্বর/৯৯ মাসে। অর্থাৎ জুন/২০০১ পর্যন্ত দেড় বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মিটার রিডারদের এলাকা পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আদেশ জারি হয়নি।

এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিরোধের কারণেই ম্যানুয়েলে বর্ণিত উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী মিটার রিডারদের এলাকা বন্টন করা সম্ভব হয়না।

৪.৫.৬.১ মিটার টেম্পারিং হ্রাসে ডেসার গৃহীত পদক্ষেপঃ

মিটার টেম্পারিং বন্ধের জন্য ডেসার সৃষ্টি থেকেই মিটার সীল করার ব্যবস্থা হিসাবে লিড-সীল এবং পেপার সীল চালু ছিল। এ বিষয়ে ডেসা, কর্মকর্তাগণের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে অধিকাংশ মিটারই লিড সীল / পেপারসীল যুক্ত করা হয়েছিল যদিও সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসসমূহে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ ম্যানুয়াল অনুযায়ী এ বিষয়ে রেজিষ্টার সংরক্ষণ করার কথা থাকলেও বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ এবং বাণিজ্যিক পরিচালন,খিলগাঁও-এ এধরনের কোন রেজিষ্টার পাওয়া যায়নি। অডিট টীম কর্তৃক নিরীক্ষাকালে বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ এবং বাণিজ্যিক পরিচালন, খিলগাঁও এর অধীন ২০টি গ্রাহক আঙ্গিনা সরজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় ১৮ টি মিটারই সীলযুক্ত। তন্মধ্যে ১৫টি লিডসীল এবং তিনটি টুইস্ট টাইট প্যাডলক টাইপ।

লিড সীলের বিষয়ে কর্মকর্তাগণ জানান যে উক্ত সীলের নকল স্থানীয়ভাবে তৈরী করে মিটারে যুক্ত করার সুযোগ থাকায় এবং পেপারসীলসমূহ উঠিয়ে পুনরায় লাগান যায় বিধায় মিটারসমূহ উক্ত সীলযুক্ত করার পরও সিস্টেমলসের উন্নতি ঘটেনি। ফলে ১৯৯৮ সালে প্যাডলক সীল এবং টুইস্ট টাইট ওয়ার সীল লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। এসময় ক্রয় পরিদপ্তরের ১-১-৯৮ তারিখের ক্রয়াদেশের মাধ্যমে ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ২০০০০০ প্যাডলক টাইপ সীল এবং ৫০,০০০ টুইস্ট টাইট ওয়ার সীল ক্রয় করা হয়।

তবে, নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে সেপ্টেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ অফিসের আওতাধীন প্রায় ৪৫০০০ টি মিটারের মধ্যে মাত্র ৩০০০ টি মিটারে এবং বাণিজ্যিক পরিচালন, খিলগাঁও অফিসের ৫৪০০০ টি মিটারের মধ্যে ১০০০০ টি মিটারে উক্ত প্যাডলক টাইপ সীল সংযুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ডেসার মোট ৫০০০০০ গ্রাহকের প্রায় ২০% উক্ত দু'টো অফিসের আওতাভুক্ত হওয়ায় ক্রীত মোট প্যাডলক টাইপ সীলের ২০% অর্থাৎ ৫০০০০ সীল উক্ত অফিসদ্বয়ের বিপরীতে বরাদ্দ হওয়ার কথা, কিন্তু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র ১৩০০০। ফলে, ক্রীত সীলগুলোর মধ্যে কতগুলো সীল মিটারে সংযুক্ত করা হয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, সাতমসজিদ বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে উক্ত ৩০০০ সীলের সবগুলিই ইলেকট্রনিক মিটারে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে ইলেকট্রনিক মিটার টেম্পারিংযোগ্য না হওয়ায় উক্ত মিটারগুলোতে প্যাডলক সীল সংযুক্ত করা আদৌ যৌক্তিক নয় কারণ এতে ইলেকট্রনিক মিটার এবং প্যাডলক সীল ক্রয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে।

ইলেকট্রনিক মিটারঃ বিদ্যমান ইলেকট্রো -মেকানিক্যাল মিটারের ক্ষেত্রে টেম্পারিং এর কারণে সংঘটিত মাত্রাতিরিক্ত সিস্টেমলস থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ডেসা কর্তৃক ইলেকট্রনিক মিটার ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং জুন/২০০১ পর্যন্ত প্রায় ৫০কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০০০ টি ইলেকট্রনিক প্রোগ্রামেবল মিটার ক্রয় করা হয়। উক্ত ইলেকট্রনিক প্রোগ্রামেবল মিটার ক্রয়ের লক্ষ্য ছিল:

- মিটার কারচুপি রোধ
- মিটার পশ্চাদবর্তীকরন রোধ
- ঘন্টা ভিত্তিক লোড নির্ণয়

৪.৫.৬.২ <u>ইলেকট্রনিক মিটারের কার্যকারিতা</u> : জুন/২০০১ পর্যন্ত ক্রীত মোট ২০,০০০ ইলেকট্রনিক মিটারের মধ্যে সাতমসজিদ বাণিজ্যিক পরিচালন-এ সংযোজিত হয়েছে ১৫০০টি। কিন্তু উক্ত মিটারগুলি সংযোজিত হওয়ার পর মাসিক ভিত্তিতে মহাব্যবস্থাপক (সেবা) এর কার্যালয়ে মনিটরিং রিপোর্ট প্রেরণ করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এ ধরণের কোন রিপোর্ট নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হয় না। তবে নিরীক্ষা কালে দেখা যায় যে, উক্ত ১৫০০টি মিটারের মধ্যে প্রথমবারের মতো ১৮২টি মিটারের একটি প্রতিবেদন (ইলেকট্রনিক মিটার স্থাপনের পূর্বে গড় রিডিং এবং স্থাপনের পর রিডিং এর তুলনা) তৈরী করা হয়। কিন্তু উক্ত ১৮২টির মধ্যে নিরীক্ষাদল কর্তৃক দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্বাচিত ২০টি মিটারের বিপরীতে প্রদর্শিত ব্যবহৃত ইউনিটের সাথে মিটার বইয়ে লিপিবদ্ধ রিডিং যাচাইয়ে দেখা যায় যে মিটার বই-এ লিপিবদ্ধ রিডিং এর সাথে প্রতিবেদনে প্রদর্শিত রিডিং এর কোন মিল নেই। প্রায় সবক্ষেত্রেই ইলেকট্রনিক মিটারের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য কল্পিত ইউনিট দেখানো হয়েছে (এ ধরনের কিছু নমুনা সংলগ্নী-২তে সংযোজিত)। এছাড়া সিস্টেম প্রোটেকশন এন্ড মিটারিং বিভাগ কর্তৃক বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, সাতমসজিদ এর আওতাধীন এলাকায় ডিসেম্বর/২০০০-এর মধ্যে ১১০ জন গ্রাহককে ডিজিটাল মিটার সংযোগ দেয়া হলেও নিরীক্ষা সময় অর্থাৎ সেপ্টেম্বর/০১ পর্যন্ত উক্ত গ্রাহকদের হিসাব নম্বর বন্টন করা হয়নি। অর্থাৎ সংস্থাপনের ৯ মাস পরও মিটার রিডিং গ্রহণ শুরু করা হয়নি।

ডেসার প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত MIS প্রতিবেদন হতেও দেখা যায় যে, ১৯৯৯-২০০০ সালে সিস্টেমলস ২৫.৭২%, কিন্তু উক্ত সময়ের পর প্রায় ৫০ কোটি টাকা মূল্যের ২০,০০০ ইলেকট্রনিক মিটার স্থাপনের পরও জুন/২০০১ মাসে সিস্টেমলস ২৫.৮১০% অর্থাৎ প্রমাণিত হয় যে, ইলেকট্রনিক মিটার সিস্টেমলস হ্রাসে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। অর্থাৎ বিদ্যমান সিস্টেম লসের পরও উক্ত ৫০ কোটি টাকা নিষ্ফল বিনিয়োগ ডেসার আর্থিক দায় বাড়িয়েছে।

<u>ইলেকট্রনিক মিটার সংযোগের ক্ষেত্রে নীতিমালা মানা হয়নি:</u>

বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ কর্তৃক ১৮২টি ইলেকট্রনিক মিটারের উপর প্রণীত প্রতিবেদন থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, মাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার ৫০০ ইউনিট এর কম এমন সব গ্রাহককেও ইলেকট্রনিক মিটার সংযোগ দেয়া হয়েছে। প্রায় ৩০০০০ টাকা ব্যয়ে ক্রীত প্রতিটি ইলেকট্রনিক মিটার মাসিক ২০০-৪০০ ইউনিট ব্যবহারকারী গ্রাহককে সংযোগ দেয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাকালে কর্মকর্তাগণ জানান যে ইলেকট্রনিক মিটার সংযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে থ্রি-ফেজ আবাসিক গ্রাহককে অগ্রাধিকার দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত থাকলেও কর্মচারী ইউনিয়নের চাপে এ ধরণের সংযোগ দেয়া হয়েছে। মাসিক ২০০-৪০০ ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারকারী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মিটার টেম্পারিং এর সম্ভাবনা কম থাকায় উক্ত গ্রাহকদের ইলেকট্রনিক মিটার সংযোগ দেয়ায় এধরনের মিটার ক্রয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়েছে। কারণ এতে মিটার টেম্পারিং এর সাথে সম্পৃক্ত সম্ভাব্য উচ্চ হারে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারকারী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মিটার টেম্পারিং হ্রাসে কোন ইতিবাচক প্রভাব না পড়ায় সিস্টেমলসের অভীষ্ট উন্নতি ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না বলে অডিট মনে করে।

<u>সুপারিশ</u>: ইলেকট্রনিক মিটার ব্যয়বহুল হওয়ায় নিকটবর্তী ভবিষ্যতে সব গ্রাহককে ইলেকট্রনিক মিটার সংযোগ দেয়া সম্ভব নয়। ফলে, ইলেকট্রনিক মিটার সংযোগের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা প্রণীত হওয়া আবশ্যক যা কঠোরভাবে সবগুলো বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস কর্তৃক প্রতিপালিত হবে। এক্ষেত্রে গ্রাহকের সংযোজিত লোডের পরিমান এবং সংযোজিত লোডের সাথে রিডিং বুকে প্রদর্শিত ব্যবহৃত ইউনিটের দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যবধান ইলেকট্রনিক মিটার সংযোগের ক্ষেত্রে অন্যতম মুখ্য মানদন্ড হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যথাশীঘ্র সম্ভব এ পর্যন্ত সংযোজিত ইলেকট্রনিক মিটারসমূহের একটি বাস্তব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় থেকে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। উক্ত টাস্কফোর্সের কার্য পরিধি(Terms of Reference) নিম্নরূপ নির্ধারণ করা যেতে পারে:

- এ পর্যন্ত ক্রীত ডিজিটাল মিটারসমূহের মধ্যে ইতোমধ্যে কতগুলো সংযোজিত হয়েছে তার অফিসভিত্তিক প্রতিবেদন প্রনয়ন।
- ডিজিটাল মিটারসমূহ যেসব গ্রাহকের বিপরীতে সংযোজিত হয়েছে তাদের সংযোজিত লোডের বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রনয়ন।
- এ পর্যন্ত সংস্থাপিত ডিজিটাল মিটারগুলোর মধ্যে কতগুলোর মিটার রিডিং ইতোমধ্যে নেয়া শুরু হয়েছে এবং কতগুলোর মিটার রিডিং এখনও নেয়া শুরু হয়নি সে বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

তৃতীয়ত, সিস্টেমলস হ্রাসে এ পর্যন্ত স্থাপিত ইলেকট্রনিক মিটারের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যের সার্বিক মূল্যায়ন না হওয়া পর্যন্ত ইলেকট্রনিক মিটার ক্রয় স্থগিত রাখা যেতে পারে।

৪.৬.০ ডেসকো গঠন:

ডেসার বিরাজমান অত্যধিক সিস্টেমলস, গ্রাহকসেবার ক্রমাবনতি এবং রাজস্ব আদায়ে অদক্ষতার প্রেক্ষাপটে [illegible] ব্যাংকের সুপারিশে ডেসার আওতাধীন মিরপুর সার্কেল এর অন্তর্ভুক্ত গ্রাহকদের জন্য ১৯৯৮ সালে অক্টোবর মাসে ৫[illegible] মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন (Authorised capital) নিয়ে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে ঢাকা ইলে[illegible] সাপ্লাই কোম্পানী তথা ডেসকোর আত্মপ্রকাশ ।

ডেসকো গঠনের উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

- উন্নত গ্রাহক সেবা
- সিস্টেম লস হ্রাস
- রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি

কিন্তু এপর্যন্ত ডেসকোর কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়নি । উদাহরণস্বরূপ সৃষ্টি [illegible] জুন/২০০১ পর্যন্ত ডেসকোর কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণি-১৬: রাজস্ব আদায় ও সিস্টেম লস

সন	গ্রাহক সংখ্যা	বিদ্যুৎ আমদানী (MKWh)	বিক্রয় (MKWh)	সিস্টেম লস	বিলকৃত টাকা (মিলিয়ন)	আদায়কৃত টাকা (মিলিয়ন)	C/[illegible] অনুপা[illegible]
১৯৯৭-৯৮	৭১১৬১	৪১৯.২৭৪	২২৩.৫৯৫	৪৬.৬৭%	৫৭৭	৫০৮.৩৫	৪৭[illegible]
৯৮-৯৯	৭৭৭৫৯	৩৪৪.৮৫০	২০৪.৭৭৫	৪০.৬২	৫৭০.৮০	৩৩৬.৭৮	৩৫.১[illegible]
৯৯-০০	৮৮৬২৩	৫৪৮.৩৩৯	৩৬৭.৯৩৪	[illegible]	১০৭২.২০	৫৩৭.৮৩	৫৩.[illegible]
২০০০-০১	৯৭১৩১	৬২৭.২৭	৪৪০.০৯৫	২৯.৮৭	১৩০৪	১১০৮.৩৭	৫২.৪[illegible]

সারণি-১৭: আর্থিক লাভ/ক্ষতি

বর্ণনা	২০০০-০১ (মিলিয়ন টাকায়)	১৯৯৯-২০০০ (মিলিয়ন টাকায়)	৯৮-৯৯ (মিলিয়ন টাকায়)
পরিচালন রাজস্ব আয়	১৩৩৩.৫৯	১০৭৫.৪৯	৫৭০.৮১
বিক্রয় খরচ	(১৩১০.২৪)	(১১০৬.৫৪)	(৬৮০.৭২)
লাভ / (ক্ষতি)	(২৩.৩৫)	(৩১.০৫)	(১০৯.৯১)
প্রশাসনিক খরচ	(৩৯.৯৪)	(৩৮.২১)	(২৪.০৪)
আর্থিক খরচ	(৫৮.৯১)	(৩[illegible]৪৮)	(১০.৭০)
পরিচালন ক্ষতি	(৭৫.৪৯)	(১০৬.৭৪)	(১৪৪.৬৫)
পরিচালন বহির্ভূত আয়	২৩.৬১	৩৪.০৯	১১.৯৮
নীট লস	৫১.৮৪	৭২.৫৫	১৩৩.৪৭

সারণি থেকে স্পষ্ট যে সৃষ্টির পর থেকে বিগত চার বছরে সিস্টেমলস কিছুটা হ্রাস পেলেও রাজস্ব বকেয়া চার বছরে [illegible] ৩ গুণে উন্নীত হয়েছে এবং একই সাথে কালেকশন / ইমপোর্ট অনুপাতের তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি । বরং ডেসকোর বর্ত[illegible] কালেকশন / ইমপোর্ট অনুপাত ডেসায় বিদ্যমান অনুপাতের (৬৫%) চেয়ে অনেক কম-মাত্র ৫২% । একইভাবে পরিচালন [illegible] এবং নীট লসও বিগত তিন বছরে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে চারগুন এবং তিনগুনে উন্নীত হয়েছে ।

অর্থাৎ ডেসকো গঠনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি ।

৪.৭.০. ডেসার প্রকৃত সিস্টেম লস কত ?

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ক্রমবর্ধমান সিস্টেমলস এবং অনুন্নত গ্রাহক সেবার প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর ঢাকার অধিবাসীগণকে সুষ্ঠুভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে ডেসার যাত্রা শুরু হয়। ঐ সময় বৃহত্তর ঢাকা এলাকার সিস্টেম লস ছিল প্রায় ৩৮%। ডেসা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এম, আই, এস রিপোর্ট অনুসারে ডেসার উক্ত সিস্টেম লস হ্রাস পেয়ে মে/২০০১ মাসে দাঁড়িয়েছে ২৪.৬৬%- এ ।

মে/২০০১ মাসে ডেসা সদর দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এম, আই, এস, প্রতিবেদনে সিস্টেম লস সংক্রান্ত একটি চিত্র নীচে তুলে ধরা হলোঃ

মাস	সিস্টেম লস
জুলাই/৯২	৩৩.৯২%
জুলাই/৯৩	৩১.৩৩%
জুলাই/৯৫	২৯.২৬%
জুলাই/৯৬	৩০.৭২%
জানু/৯৮	২৮.০৫%
জুন/২০০০	২৬.৯৭%
মে/২০০১	২৪.৬৬%

উল্লেখ্য যে, ডেসার অন্তর্গত ১৬টি বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মাসিক MOD এর ভিত্তিতেই ডেসা সদর দপ্তর কর্তৃক উক্ত মাসিক MIS প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বাণিজ্যিক পরিচালন, সাত মসজিদ অফিস কর্তৃক প্রণীত জুলাই/৯৭ মাসের MOD এর বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। উক্ত MOD তে প্রতিফলিত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণি ১৮:

গ্রাহক শ্রেণী	বিক্রীত বিদ্যুৎ শক্তি(MKWh)
'এ'	১৬.২৪
'সি'	০১.৮৮
'ডি'	১১.৩৪৬
'ই'	৩.৩৯৭
'এফ'	৯.০৩১
'এইচ'	১.১২৭
'জে'	৩.৫০৩
মোট বিক্রীত বিদ্যুৎ শক্তি	[illegible]
মোট আমদানী	৪২.১৪
সিস্টেম লস	[illegible]

উপরে বর্ণিত পরিসংখ্যানের সপক্ষে বিভাগে কোন প্রমাণক কাগজপত্র পাওয়া যায়নি । এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় জানা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রমাণক কাগজপত্রের ভিত্তিতে MOD তৈরী হয় না; বরং ডেসা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আরোপিত সিস্টেম লসের টার্গেট অর্জনের বিষয়টি প্রমাণ করার লক্ষ্যেই উদ্ভাবিত তথ্যের মাধ্যমে MOD সাজানো হয়। উক্ত বক্তব্যের যথার্থতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ অফিসে রক্ষিত লেজার সমূহের ৭/৯৭ মাসের ডেবিট পোষ্টিংসমূহ যাচাই করা হয়। উল্লেখ্য যে, নিয়মানুযায়ী বিদ্যুৎ বিল তৈরীর পর বিলের তৃতীয় কপি সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিপরীতে ডেবিট পোষ্টিং এর লক্ষ্যে লেজার শাখায় প্রেরণ করা হয়। উক্ত যাচাইয়ের জন্য 'এ' 'ডি' এবং 'ই' শ্রেণীভুক্ত মোট ৫৭০০০ গ্রাহক হিসাবের জন্য সংরক্ষিত ১৪২টি লেজারের মধ্যে দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্বাচিত মোট ৭৪টি লেজারে (৫০%) অন্তর্ভুক্ত জুলাই/৯৭ মাসের ডেবিট পোষ্টিংসমূহ যোগ করা হয়। উক্ত যোগফল দাঁড়ায় ৫৭৮৬৪২১ ইউনিট- এ (KWh) । অতএব আনুপাতিক হারে ৭/৯৭ মাসের ১৪২টি লেজারে ডেবিট পোষ্টিং বা মোট বিলের পরিমান হয় ১১৪১২১০৮ ইউনিট বা ১১.৪১ MKWh । কিন্তু জুলাই/৯৭ মাসের MOD তে উক্ত তিনটি শ্রেণীর গ্রাহকের বিপরীতে মোট বিলকৃত ইউনিট দেখানো হয়েছে ২০.৯৮৩ MKWh. অর্থাৎ প্রকৃত বিলকৃত ইউনিটের চেয়ে ৯.৫৭৩ MKWh বেশী দেখানো হয়েছে।

MOD তে প্রদর্শিত অন্যান্য শ্রেণীর বিলকৃত ইউনিট সঠিক ধরে ৭/৯৭ মাসে প্রকৃত বিলকৃত ইউনিটের পরিমান হয় (৩৩.৩[illegible] ৯.৫৭৩) বা ২৩.৭৯৭ MKW.

অর্থাৎ ৭/৯৭ মাসে উক্ত বিভাগে প্রকৃত সিস্টেম লস = ৪৩%

জানুয়ারি/৯৮ মাসের এমওডিতে প্রদর্শিত তথ্য নিম্নরূপ :

গ্রাহক শ্রেণী	বিক্রীত বিদ্যুৎ শক্তি (MKWH)
'এ'	১১.০২৩৪
'সি'	১.৮০২
'ডি'	০.৯৪৯
'ই'	২.৬৪৯
'এফ'	৮.০৬৬
'এইচ'	০.৬৫০
'জে'	০.২৫৫
মোট বিক্রীত শক্তি =	২৫.৬২৭ MKWh
মোট আমদানী =	৩০.৭৯ MKWh

সিস্টেম লস = [illegible]%

এক্ষেত্রেও 'এ', 'ডি' এবং 'ই' শ্রেণীভুক্ত ১৪২টি লেজারের মধ্যে ৭৪টি লেজারের জানুয়ারি/৯৮ মাসের ডেবিট পোষ্টিং যাচাই করা হয়। যাচাইয়ে দেখা যায় যে উক্ত ৭৪টি লেজারের জানুয়ারি/৯৮ মাসে মোট ডেবিট পোষ্টিং এর পরিমান ৪১৩৯০৫৮ ইউনিট সুতরাং আনুপাতিক হারে ১৪২টি লেজারে উক্ত তিনটি শ্রেণীর বিপরীতে মোট ডেবিট পোষ্টিং বা প্রকৃত বিলকৃত ইউনিটের পরিমান দাঁড়ায় ৭.৯৪৩ MKWh. অন্যদিকে এম, ও, ডিতে প্রদর্শিত উক্ত তিনটি শ্রেণীর বিপরীতে প্রদর্শিত ইউনিটের পরিমান ১৪.৮৩২ MKWh । অর্থাৎ প্রকৃত বিক্রীত শক্তি অপেক্ষা MODতে (১৪.৮৩২-৭.৯৪৩) বা ৬.৮৮৯ MKWh বেশী দেখানো হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য বিভাগে, জানুয়ারি/৯৮ মাসে প্রকৃত বিক্রীত শক্তির পরিমান হবে (২৫.৬১৭-৬.৮৮৯) বা ১৮.৭২৮ MKWh.

অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রকৃত সিস্টেম লস = [illegible]%

উল্লেখ্য যে, অক্টোবর/২০০০ থেকে বাণিজ্যিক পরিচালন সাতমসজিদ, বাণিজ্যিক পরিচালন, খিলগাঁও সহ বেশ কিছু বিভাগের বিলিং এবং লেজার সংরক্ষণ কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

সিস্টেমলসের বিষয়ে কম্পিউটার সেন্টার হতে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক পরিচালন, সাত মসজিদ সংক্রান্ত মার্চ/২০০১ মাসের সামারী শীটেও প্রতিফলিত সিস্টেম লস ৩৮%, কিন্তু MOD তে দেখান হয়েছে ১৭%।

খিলগাঁও বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগঃ

সিস্টেম লসের বাস্তব অবস্থা যাচাইয়ের জন্য মহাব্যবস্থাপক (দক্ষিণ) এর আওতাধীন খিলগাঁও বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসের ডিসেম্বর/৯৫ এবং জানুয়ারি/৯৬ মাসের 'এ', 'ডি, এবং 'ই' শ্রেণী সংক্রান্ত ৪০টি লেজারের মধ্যে ৩০টি (৭৫%) লেজারে অন্তর্ভুক্ত উক্ত মাস সমূহের ডেবিট পোষ্টিং যাচাইয়ে দেখা যায় যে খিলগাঁও ডিভিশনের উক্ত ৩০টি লেজারে ডিসেম্বর/৯৫ মাসের ডেবিট পোষ্টিং এর যোগফল ১৪০২৫৫৫ ইউনিট। সুতরাং আনুপাতিক হারে ৪০টি লেজারের ডেবিট পোষ্টিং এর যোগফল হয় ১৮৭০০৭৩ ইউনিট।

কিন্তু ডিসেম্বর/৯৫ মাসের এম, ও, ডিতে খিলগাঁও ডিভিশনের বিপরীতে উক্ত তিন শ্রেণীর বিপরীতে বিলকৃত ইউনিটের পরিমান দেখান হয়েছে ৩৬২১৫০০ ইউনিট অর্থাৎ বেশী দেখান হয়েছে ১৭৫১৪২৭ ইউনিট। একইভাবে উক্ত বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসের বাসাবো অংশের রেভিনিউ শীটের সামারী হতে দেখা যায় যে উক্ত অংশের 'এ', 'ডি' এবং 'ই'- এ তিন শ্রেণীর বিপরীতে মোট বিল হয়েছে ৩০৫০,০০০ ইউনিটের , কিন্তু MODতে দেখান হয়েছে ৪৮৪১৫০০

ইউনিট অর্থাৎ বেশী দেখানো হয়েছে ১৭৯১৫০০। সুতরাং খিলগাঁও বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগের ডিসেম্বর/৯৫ মাসের MODতে প্রকৃত বিক্রীত ইউনিট অপেক্ষা বেশী দেখান হয়েছে ৩৫৪২৯২৭ইউনিট। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রকৃত সিষ্টেম লস ছিল ৪৩%,কিন্তু MOD তে দেখান হয়েছে ২০.০৫% ।

একইভাবে জানুয়ারী/৯৬ মাসের লেজার ডেবিট পোষ্টিং যাচাইয়ে দেখা যায় যে উক্ত মাসের এম.ও.ডিতে বিক্রীত শক্তির পরিমাণ প্রকৃত বিক্রীত শক্তির চেয়ে বেশী দেখান হয়েছে ৩৯০৬৪৮৫ইউনিট। অর্থাৎ প্রকৃত সিস্টেমলস ছিল ৪৫%, কিন্তু MOD তে দেখান হয়েছে ২০.০৪% ।

কম্পিউটার সেন্টার থেকে প্রাপ্ত খিলগাঁও বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগের মার্চ/২০০১ মাসের কম্পিউটার প্রিন্ট অনুযায়ী উক্ত বিভাগের সিস্টেম লস ৪৩%, কিন্তু MODতে দেখান হয়েছে ৩৫.৮৩% ।

বাণিজ্যিক পরিচালন, পোস্তগোলা :- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, ডেসা কর্তৃক প্রণীত পোস্তগোলা বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসের ১৯৯৮-৯৯ সনের বিশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে কম্পিউটার প্রিন্ট মোতাবেক মে/৯৯ মাসে উক্ত বিভাগের এম. ও. ডিতে বিক্রীত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমান বেশী দেখান হয়েছে ১,২২,৯৭,৩১৪ ইউনিট। অর্থাৎ প্রকৃত সিস্টেম লস প্রায় ৬১% থাকা সত্ত্বেও MOD তে প্রদর্শিত হয়েছে ২৮.৫% ।

এ প্রসঙ্গে খিলগাঁও বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগের জুলাই/৯৯ থেকে জুন/২০০০ পর্যন্ত এমওডিতে প্রদর্শিত সিস্টেমলসের একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হলো :

সারণি-১৯:

মাস	৭/৯৯	৮/৯৯	৯/৯৯	১০/৯৯	১১/৯৯	১২/৯৯	১/০০	২/০০	৩/০০	৪/০০	৫/০০	৬/০০
সিস্টেম লস(%)	২৩.৬	২৩.৫	২৫.২৪	২৫.৪	২২.৪	২৭.৪	৩০.৩	৩৪.৫	৩১.৫	৩৫	৪৩	৪৫

সারণি হতে দেখা যায় যে MOD অনুযায়ী খিলগাঁও বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগের সিস্টেমলস জুলাই/৯৯ মাসে প্রদর্শিত ২৩.৬% হতে ক্রমাগতভাবে বেড়ে জুন/২০০০ মাসে ৪৫% এ উন্নীত হয়েছে। ডেসার এম.আই.এস প্রতিবেদনে সিস্টেমলসের ক্রমাগত হ্রাস প্রদর্শিত হওয়া সত্ত্বেও খিলগাঁও বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসের সিস্টেম লস এক বছরে প্রায় দ্বিগুন হওয়ার বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে তিনি উক্ত অফিসে যোগদানের পর উক্ত বিভাগের প্রকৃত সিস্টেম লস কত তা উদঘাটন করতে গিয়েই জুন/২০০০ মাসে ৪৫% প্রকৃত সিস্টেম লস সনাক্ত করেছেন।

অর্থাৎ এক্ষেত্রেও প্রমাণিত হয় যে, বাণিজ্যিক পরিচালন ভৌগলিককর্তৃক প্রণীত এম.ও.ডিতে প্রকৃত সিস্টেম লস দেখানো হয় না।

সঞ্চালন লস: ডেসা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত কয়েক মাসের MIS প্রতিবেদনে প্রতিফলিত সঞ্চালন লসের চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি-২০

সময়	১৩২কেভিতে আমদানি(MKWh)	৩৩কেভিতে আমদানি(MKWh)	সঞ্চালন লস	স্ট্যান্ডার্ড লস (সর্বোচ্চ)	পার্থক্য
জুন/০০	৬১৬.৪৯৭	৫৬৮.২৯২	৭.৮২%	৩%	৪.৮২%
মে/০১	৬৪৯.২৩৯	৬০৩.৫৪৩	৭%	৩%	৪%
জুন/০১	৬৫৭.৫৭২	৬১৭.৬৮৮	৬.০৬%	৩%	৩%

সারণি হতে দেখা যায় যে ৩৩কেভি সঞ্চালন লাইনে সর্বোচ্চ টেকনিক্যাল লস ৩% হওয়ার কথা থাকলেও ডেসার MIS প্রতিবেদনে প্রায় ৮% পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে। এ বিষয়ে গ্রীড সার্কেল, ডেস এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান যে ৩৩/১১কেভি সাবস্টেশনে বিদ্যমান অধিকাংশ মিটারই অনেক পুরনো এবং ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় উক্ত মিটারগুলোতে প্রকৃত বিদ্যুৎ শক্তির প্রতিফলন ঘটেনা । তিনি আরও জানান যে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক এ বিষয়ে প্রণীত প্রতিবেদনে পুরনো এবং ত্রুটিপূর্ণ মিটারগুলি প্রতিস্থাপন করার সুপারিশও করা হয়েছে এ বিষয়ে পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ, সাতমসজিদ এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ, খিলগাঁও এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণও একই মত প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,

৩৩/১১কেভি সাবস্টেশনসমূহে পুরনো এবং ত্রুটিপূর্ণ মিটারগুলি প্রতিস্থাপন করার লক্ষ্যে ৩১/১২/৯৮ তারিখে প্রায় ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৯৯টি ৩৩কেভি প্রোগ্রামেবল এনার্জি মিটার এবং মিটার রিডিং সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটার প্রিন্ট আউট জন্য প্রায় ৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ১০টি Hand Held Unit ক্রয় করা হলেও কেন্দ্রীয় স্টোর(উন্নয়ন),টংগী এর সেপ্টেম্বর/ মাসের স্থিতি প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে উক্ত সময় পর্যন্ত মাত্র দু'টি মিটার এবং ১টি Hand Held Uni করা হয়েছে অর্থাৎ ক্রয়ের পর প্রায় ৩ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও ১৯৭টি (৯৯%) মিটার অব্যবহৃত অবস্থায় আ বিষয়ে ডেসার প্রধান কার্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে আলাপকালে জানা যায় যে বিতরণ পর্যায়ে সংঘটিত অ সিস্টেম লসকে আড়াল করার উদ্দেশ্যেই ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশনসমূহে উক্ত মিটারসমূহ অদ্যাবধি সংস্থাপন না করার অ প্রধান কারণ।

মন্তব্যঃ উক্ত প্রমাণক তথ্য এবং বিশ্লেষণের আলোকে [illegible] ডেসার সিস্টেম লস [illegible] বিতরণ [illegible] ৪০% এর ঊর্ধ্বে এবং সুষ্ঠুভাবে [illegible] সার্বিক সিস্টেমলস প্রায় ৪১%।

৪.৮. ডেসার সিস্টেম লস কত হওয়া উচিত?

নিম্নের সারণিতে কয়েকটি দেশের সিস্টেম লস তুলে ধরা হলো:

সারণি-২১

ক্রমিক নং	দেশের নাম	সিস্টেমলস	গ্রাহক/কর্মচারী
১	বাংলাদেশ	৩৯.১%	১০০
২	ভুটান	১৩.৮%	২০০
৩	চীন	১২.৯%	২৭২
৪	ভারত	২৮.১%	৬৫
৫	কোরিয়া	১০.২%	৩৪৮
৬	মালয়েশিয়া	১৬.৩%	১২০
৭	মালদ্বীপ	১৭.১%	২৬
৮	পাকিস্তান	২৪.০%	৫০
৯	শ্রীলঙ্কা	১৭.২%	৬১
১০	থাইল্যান্ড	১৪.৬%	১০৭

উৎস: Power system in Asia and Pacific, published by U.N p-206,1993

উক্ত সারণি হতে দেখা যায় যে, প্রতিবেশী তথা এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সিস্টেমলস (৩৯.১%)। এমনকি একই / কাছাকাছি আর্থ-সামাজিক অবস্থার দেশসমূহের মধ্যেও বাংলাদেশের সিস্টেমলস সর্বোচ্চ সিস্টেমলস ডেসা এবং পিডিবির সমন্বিত লস। অর্থাৎ পিডিবির সিস্টেমলস অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় ডেসার সি ৩৯.১% এর অনেক উর্ধ্বে। অন্যদিকে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সিস্টেমলস ১৬% এবং পিডিবির সিস্টেমলস প্রায় ২০% বিদ্যুতায়ন বোর্ডের টেকনিকাল লস ১২% হওয়ায় এক্ষেত্রে নন-টেকনিক্যাল লস বা চুরি মাত্র ৪%, অন্যদিকে পি টেকনিকাল লস ১২.৫% হওয়ায় এক্ষেত্রে নন-টেকনিকাল লস বা চুরি ৭.৫%। অতএব, ডেসার সর্বোচ্চ টেকনিক্যা ১২% হওয়ায় এক্ষেত্রে সিস্টেমলস কোনক্রমেই ২০% এর বেশী হওয়া উচিত নয় বলে অডিট মনে করে। এছাড়া প্রা মাথাপিছু আয় সম্পন্ন মালদ্বীপ, ভুটান, শ্রীলংকা এবং পাকিস্তানের সিস্টেমলস যথাক্রমে ১৭.১%, ১৩.৮%, ১৭.২% ২৪%। সুতরাং এক্ষেত্রে সার্বিক বিবেচনায় ডেসার মোট সিস্টেমলস সর্বোচ্চ ২০% হওয়া উচিত বলে অডিট মনে করে।

৪.৯. পুরস্কার/শাস্তি স্কীম:

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং সার্বিক গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ডেসায় ১৯ অর্থ বছর থেকে পুরস্কার / শাস্তি স্কীম চালু করা হয়। নিয়মানুযায়ী ডেসা হতে প্রতি অর্থ বছরের জন্য পুরস্কার/শা সংক্রান্ত প্রস্তাব (মূল্যায়ন নির্ণায়ক, পুরস্কার / শাস্তির মাত্রা, সিস্টেমলস টার্গেট ইত্যাদি) মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ ম প্রেরিত হওয়ার পর অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর বছরভিত্তিক নিয়োগকৃত অডিট ফার্ম কর্তৃ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের জন্য পুরস্কার / শাস্তির পরিমান / মাত্রা ঘোষণা

হয়। নথিপত্র হতে দেখা যায় যে, ডেসা কর্তৃক পুরস্কার হিসাবে কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে বিগত বছরসমূহে নিম্নবর্ণিত অর্থ প্রদান করা হয়েছে ঃ

সারণি-২২

সন	মোট টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১৯৯১-৯২	১০০
১৯৯২-৯৩	১১৪
১৯৯৩-৯৪	১০৫
১৯৯৪-৯৫	১১৪
১৯৯৫-৯৬	১১৫
১৯৯৬-৯৭	১০৬
১৯৯৭-৯৮	১১৫
১৯৯৮-৯৯	১০৫
১৯৯৯-২০০০ এবং২০০০-০১ এর জন্য প্রস্তাবিত	১৩১
মোট =	১০০৫(লক্ষ টাকা)

উদাহরণস্বরূপঃ ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিস্টেমলসের টার্গেট ২০% নির্ধারণপূর্বক যে পুরস্কার ও শাস্তি স্কীম অনুমোদিত হয় তার একটি নমুনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

<u>উৎসাহ বোনাস/শাস্তির নীতিমালা:</u>

বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস:

কাজের ধারা	সর্বোচ্চ প্রাপ্য নম্বর
সিস্টেম লসের টার্গেট অর্জন	৫৫
রাজস্ব আদায়	৪৫
মোট	১০০

- সিস্টেম লসের জন্য প্রাপ্য নম্বরের ফর্মুলা: প্রাপ্য নম্বর(a)=৫৫ × $\left(১+ \frac{\text{টার্গেট লস- অর্জিত লস}}{\text{টার্গেট লস}}\right)$
- রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রাপ্য নম্বরের ফর্মুলা (b) == ৪৫ × $\frac{\text{সংশ্লিষ্ট বছরে মোট রাজস্ব আদায়}}{\text{উক্ত বছরে মোট বিলকৃত টাকা}}$
- লেজার হালনাগাদের জন্য প্রাপ্য নম্বরের ফর্মুলা (c) = $\frac{(N-M)*১০০}{N}$

[N= মোট গ্রাহক সংখ্যা, M= লেজার পোস্টিং হালনাগাদ করা গ্রাহক সংখ্যা]

মোট প্রাপ্ত নম্বর = [illegible]

সারণি-২৩ : বোনাস / শাস্তির মাত্রাঃ

প্রাপ্ত নম্বর	বোনাস / শাস্তি
৯৮ এবং তদোর্ধ্ব	২ মাসের মূল বেতন
৯৫ এবং তদোর্ধ্ব	১.৫ মাসের মূল বেতন
৯০ এবং তদোর্ধ্ব	১ মাসের মূল বেতন
৮৫ এবং তদোর্ধ্ব	০.৫মাসের মূল বেতন
৮০ এবং তদোর্ধ্ব	উন্নতির জন্যপত্র
৭৫ এবং তদোর্ধ্ব	সতর্কতাসূচক পত্র
৭৫ এর নিম্নে	শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম(সাময়িক বরখাস্তকরণসহ)

পারফরমেন্স মূল্যায়নের জন্য নিয়োজিত অডিট ফার্ম এ. হক এন্ড কোং উক্ত অনুমোদিত নীতিমালার ভি বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, সাতমসজিদ, ঢাকা এর ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের কর্মকান্ড মূল্যায়নের পর উক্ত বিভাগের জন্য বর্নিত নম্বর ধার্য করে:

সারণি-২৪

সিস্টেম লস			রাজস্ব আদায়			লেজার আপডেটিং			মোট নম্বর
টার্গেট (%)	অর্জিত লস(%)	প্রাপ্ত নম্বর	বিলকৃত টাকা (মিলিয়ন)	আদায়কৃত টাকা (মিলিয়ন)	প্রাপ্ত নম্বর	মোট গ্রাহক	আপডেটেড গ্রাহক	প্রাপ্ত নম্বর	মোট ন
১৮.৪৮	১৯.৭৭	৫৪.৪৫	৯৯০.০৩	৮৩১.৬৯	৩৭.৮০	৬৪৭০৭	৬৪৩৬৬	০.৫২	৯১.৭

অডিট ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত পুরস্কার / শাস্তি স্কীম শর্তাবলী মোতাবেক বাণিজ্যিক পরিচালন সাতমসজিদ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে উক্ত অর্থ বছরে ১ মাসের মূল বে সমপরিমাণ অর্থ বোনাস হিসেবে প্রদান করা হয়।

বাস্তব অবস্থা: অডিট ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল্যায়নের নিয়ামকসমূহ সিস্টেমলস, বিলকৃত টাকা, আদায়কৃত টাকা ইত্যাদি তথ্য উক্ত অফিস কর্তৃক প্রণীত মাসিক MOD হতে নেয়া হয়েছে। পারফরমেন্স অডিট টীম কর্তৃক উক্ত বিভাগের ১৯৯৭-৯৮ সনের জুলাই/৯৭ এবং জানুয়ারী/৯৮ মাসের লেজার পে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, জুলাই/৯৭ এবং জানুয়ারী/৯৮ মাসে উক্ত বিভাগের প্রকৃত সিস্টেমলস ছিল যথাক্র ৪০% এবং ৪৫%। অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ বছরে উক্ত বিভাগের সিস্টেম লস গড়ে ৪০% এর উর্ধে ছিল। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ ব উক্ত অফিসের গড় সিস্টেম লস ৪০% ধরা হলেও সিস্টেম লসের জন্য উক্ত অফিসের প্রাপ্য নম্বর দাঁড়ায় ১০.৪৮। সেক্ষে উক্ত অফিসের মোট প্রাপ্য নম্বর হয় ২৭, অর্থাৎ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত শর্তানুযায়ী এক্ষেত্রে বর্নিত অফিসের কর্ম / কর্মচারীগণ পুরস্কারের পরিবর্তে শাস্তি প্রাপ্য।

এছাড়া অডিট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত ডেসার ১৯৯৭-৯৮ সনের হিসাব অনুযায়ী উক্ত অর্থ বছরে গড় সিস্টেমলসের ২০.০৬%। উক্ত সিস্টেমলস মোতাবেক বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ এর প্রাপ্য নম্বর দাঁড়ায় ৮৬.৮৬তে; অর্থাৎ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত শর্তানুযায়ী উক্ত অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ প্রাপ্য হন ০.৫ মাসের মূল বেতনের সমপরি যেখানে বর্নিত তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমান বোনাস।

একইভাবে, লেজার হালনাগাদ করার জন্য অডিট ফার্ম কর্তৃক উক্ত বিভাগকে দেয়া হয়েছে ০.৫২নম্বর; অথচ, লেজ হালনাগাদ করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব উক্ত বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রাপ্য নয়। কারণ, প্রতি বছর ডেসার অধীন বাণিজ্যি পরিচালন অফিসগুলোর কনজুমার অডিট সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেয়া হয় বিভিন্ন অডিট ফার্মকে এবং লেজার হালনাগাদ করা অডিট ফার্মসমূহের কার্যপরিধির অন্যতম দায়িত্ব। উল্লেখ্য যে, কনজুমার অডিটের জন্য প্রতি বছর ডেসার ব্যয় হয় প্রায় ১. কোটি টাকা।

সর্বোপরি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত শর্তানুযায়ী ১৯৯৭-৯৮ সনে সিস্টেমলসের টার্গেট ২০% নির্ধারণ কর কথা থাকা সত্ত্বেও ডেসা কর্তৃক সার্বিকভাবে বিতরণ পর্যায়ে ২২.১৭% টার্গেট নির্ধারণ করে পুরস্কার / শাস্তি স্কীম বাস্তবা করা হয়। এতদ্ব্যতীত, উক্ত ২২.১৭% সিস্টেম লস শুধু বিতরণ পর্যায়ের। সঞ্চালনসহ উক্ত সিস্টেম লসের পরিমাণ প্রায় ২৭%।

পোস্তগোলা বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ:

বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, পোস্তগোলা এর কার্যক্রমের উপর অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা পরিদপ্তর, ডেসা কর্তৃক প্র বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে (১৯৯৮-৯৯) উল্লেখ করা হয় যে, মে/৯৯ মাসের এমওডিতে উক্ত বিভাগের সিস্টেমলস ২৮.৫ দেখানো হলেও মে/৯৯ মাসে উক্ত বিভাগের প্রকৃত সিস্টেমলস ছিল প্রায় ৬০%। অর্থাৎ ১৯৯৮-৯৯ সনে উক্ত বিভাগের সিস্টেমলস ধরা যায় ৬০% এর মধ্যে এবং এক্ষেত্রে পুরস্কার / শাস্তি স্কীমের আওতায় উক্ত বিভাগের কর্মকর্তা / কর্মচারী পুরস্কারের পরিবর্তে শাস্তি প্রাপ্য। কিন্তু একইভাবে অডিট ফার্মের মূল্যায়নের ভিত্তিতে উক্ত বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে ০.৫ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ।

খিলগাঁও বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগঃ

পারফরমেন্স অডিট টীম কর্তৃক উক্ত অফিসের ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/৯৫ এবং জানুয়ারী/৯৬ মাসের লেজার পোষ্টিংসমূহ বিস্তারিত যাচাইয়ে দেখা যায় যে ডিসেম্বর/৯৫ এবং জানুয়ারী /৯৬ মাসে উক্ত বিভাগের সিস্টেমলস যথাক্রমে ৪৫% এবং ৪৩% অথচ এম,ও,ডিতে দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ২০.০৫% এবং ২০.০৪%। একইভাবে কম্পিউটার সেন্টার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, মার্চ/০১ এবং এপ্রিল/০১ মাসে উক্ত বিভাগের সিস্টেমলস যথাক্রমে ৪০% এবং ৪২%। কিন্তু উক্ত অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয়েছে ০.৫ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ। উক্ত এম,ও,ডির ভিত্তিতেই অডিট ফার্ম কর্তৃক খিলগাঁও বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসকে মোট ৭৬.৬৪ নম্বর প্রদান করা হয় এবং এ নম্বরের ভিত্তিতেই উক্ত অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০.৫ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বোনাস হিসেবে প্রদান করা হয়। অথচ ১৯৯৫-৯৬ সনে উক্ত অফিসের গড় সিস্টেমলস ৪০% ধরা হলে উক্ত অফিসের প্রাপ্য নম্বর দাঁড়ায় প্রায় ১১। সেক্ষেত্রে বোনাসের পরিবর্তে উক্ত অফিসের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা।

নারায়নগঞ্জ বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগঃ

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রণীত বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৯৯৬-৯৭ সনের অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে কনজুমার অডিটের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অডিট ফার্মের নিরীক্ষা প্রতিবেদন মোতাবেক ১৯৯৫-৯৬ সনে নারায়নগঞ্জ বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগের সিস্টেমলস ছিল গড়ে ৪৫%, কিন্তু উক্ত অফিস কর্তৃক প্রণীত এম,ও,ডিতে সিস্টেমলস২৬% প্রদর্শনের ফলে উক্ত অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বোনাস দেয়া হয়েছে

বোনাসের পাশাপাশি শাস্তির মাত্রা যথেষ্ট নয়ঃ

১৯৯৬-৯৭ থেকে ১৯৯৮-৯৯ সন পর্যন্ত পুরস্কার / শাস্তি স্কীম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তথাকথিত টার্গেট অর্জনের জন্য বোনাস প্রদান করা হলেও টার্গেট অর্জনে ব্যর্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে শুধুমাত্র উন্নতির পত্র / সতর্কতামূলক পত্র ছাড়া অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

অতএব, এটা স্পষ্ট যে পুরস্কার / শাস্তি স্কীম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন অফিসের কর্মকান্ড প্রকৃত অর্থে মূল্যায়ন না করে শুধুমাত্র MODতে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ বিগত বছরসমূহে সংঘটিত সিস্টেমলস অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত টার্গেটের চেয়ে অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রায় ১০ কোটি টাকা বোনাস প্রদান করে একদিকে যেমন অর্থ বিভাগ তথা সরকারের সদুদ্দেশ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বিদ্যমান মাত্রাতিরিক্ত সিস্টেম লসের কারণে সৃষ্ট ডেসার আর্থিক ক্ষতকে গভীরতর করা হয়েছে।

৪.১০. সুপারিশঃ

- পুরস্কার / শাস্তি স্কীম চালুর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টার্গেটসমূহ প্রকৃত অর্থেই অর্জিত হয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে যাচাই করে বিভাগসমূহের মূল্যায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকৃত সিস্টেম লস নির্ণয় কষ্টসাধ্য হলে কালেকশন / ইমপোর্ট অনুপাতকেই মূল্যায়নের প্রধান নিয়ামক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
- টার্গেট অর্জনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বোনাস দেয়ার পাশাপাশি টার্গেট অর্জনে ব্যর্থতার জন্যও সমপরিমাণ অর্থ আদায়, চাকুরী থেকে বরখাস্তকরণসহ কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে টার্গেট অর্জনে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উদ্বুদ্ধ হবে।
- প্রতিটি গ্রাহকের মিটার সংযোগ পর্যায়ক্রমে সরজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে মিটারের আগে কাট আউট সংযোজিত মিটারসমূহ চিহ্নিত করে কাট আউট মিটারের পরে সংযোজনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চেক এন্ড ব্যালেন্সের খাতিরে মহাব্যবস্থাপক (গ্রাহক সেবা) এর দপ্তর থেকে বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগের এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগের কর্মকর্তা /কর্মচারী সমন্বয়ে টীম গঠন করে এ কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে।
- মিটার রিডারদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে মিটারগুলোকে সহজগম্য জায়গায় চোখ সমান উচ্চতায় স্থাপনপূর্বক স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে ঢাকার জন্য গ্রাহকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত, ডেসা অফিস

কর্তৃক নতুন সংযোগ দেয়ার সময় নি.গ্রাটি কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহকে প্রধান ক
হতে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

- ডেসার আওতাধীন অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারী স্থায়ী বস্তিগুলোতে (যেমন মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্প, আ বিন.এন.পি বস্তি ইত্যাদি) ট্রান্সফর্মার এবং মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে উক্ত বস্তিস পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয় তার যেমন একটা চিত্র পওয়া সম্ভব হবে,তেমনি নন-টেকনিক্যাল সিস্টেম জন্য বস্তিসমূহের অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার কতটুকু দায়ী তা নির্ণয় করা সহজতর হওয়ায় এধরনের লসের ক্ষেত্রে বিভাগগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।।

- প্রতিটি সাব স্টেশন ভিত্তিক একটি বিভাগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। উক্ত বিভাগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌ একই সাথে উক্ত সাব স্টেশনের আওতাধীন বিতরণ সিস্টেমের পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিক পরিচ দায়িত্ব পালন করবেন। এতে একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর অধীন গ্রাহক সংখ্যা যেমন যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত হ ফলে কার্যকর তদারকি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে, অন্যদিকে তেমনি উক্ত সাবস্টেশনের সার্বিক কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহিতার আওতায় আনা সহজ হবে। দ্বিতীয়ত প্রতিটি ফিডারের দায়িত্বে একজন উপ-সহকারী প্রকৌ থাকবেন। যিনি উক্ত ফিডার / ফিডারসমূহের বিদ্যুৎ আমদানী, রফতানী বিদ্যুৎ ব্যবহার, মিটার রিডিং, বিলিং ইত্য জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। প্রতিটি ট্রান্সফর্মারে মিটারিং ব্যবস্থা থাকবে, যাতে উক্ত ট্রান্সফর্মারের আওতাধীন গ্রা জন্য ও সিস্টেমলস নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এ পদ্ধতিকে স্ট্রাটেজিক বিজনেস ইউনিট (SBU) পদ্ধতিও বলা থাকে। এ পদ্ধতিতে মাসিক ভিত্তিতে প্রতিটি বিতরণ ট্রান্সফর্মারসহ প্রত্যেকটি ফিডারের এবং সাবস্টেশনের Ene Balance Sheet প্রণীত হবে। ফলে মিটার রিডার থেকে শুরু করে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যন্ত প্রতিটি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- SBU সিস্টেম চালু করা সময়সাপেক্ষ হওয়ায় মিটার টেম্পারিং হ্রাসে স্বল্পমেয়াদে নীচে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ যেতে পারে:

  - মিটার রিডারদের তিন বছরের উর্ধ্বে একই অফিসে কর্মরত রাখা যাবে না।
  - সর্বোচ্চ প্রতি দু মাস অন্তর অন্তর মিটার রিডারদের ওয়াক-অর্ডার পরিবর্তন করার ব্যবস্থা নিতে হবে, ফ মিটার রিডারদের সাথে গ্রাহকগণের অশুভ আতাঁত (Unholy alliance) গড়ে উঠার সম্ভাবনা থা না
  - কম্পিউটারাইজড বিলিং এর আওতাভুক্ত বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগগুলোতে মিটার রিডারদের মিটার সরবরাহ না করে শুধু মিটার রিডিং শীট (যাতে শুধু বর্তমান মাসের রিডিং লেখার সুযোগ থাকবে) সরব করা যেতে পারে এবং মিটার বইগুলো নির্বাহী প্রকৌশলীর কাস্টডিতে জমা রাখার ব্যবস্থা নেয়া যে পারে
  - নিম্নবেতনভুক্ত মিটার রিডারদের কাজ নিয়মিত ভ্রমনযুক্ত হওয়ায় তাঁদেরকে মাসিক একটি নির্দিষ্ট হা ভ্রমন ভাতা প্রদান করা যেতে পারে। এতে তাদের কিছুটা আর্থিক এবং দৈহিক কষ্টের লাঘব হওয়ায় তা সুষ্ঠুভাবে মিটার রিডিং -এ উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

- বাণিজ্যিক / আবাসিক সব ধরনের বহুতল ভবনের জন্য একক মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বাণিজ্যিক বহুতল ভবনের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা ইতোমধ্যে চালু করা হলেও আবাসিক বহুতল ভবনের জ এখনও এ ধরনের ব্যবস্থা চিন্তা করা হয়নি এক্ষেত্রে বহুতল ভবনের মালিককে একজন গ্রাহক হিসাবে বিবেচ করে একটি মাত্র হিসাব নম্বর এবং মিটার সংযোগ দেয়া যেতে পারে। উক্ত গ্রাহক সাব মিটারের মাধ্যমে ত ভবনের বসবাসরত ভাড়াটেগণের নিকট থেকে তাদের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তির বিল আদায় করবেন। এতে গ্রাহ হিসাব সংখ্যা এবং মিটারের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায় ডেসার সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর পক্ষে গ্রাহকদের সার্বি তদারকি কাজ অনেক সহজসাধ্য হয়ে যাবে ফলে সিস্টেমলসও কাংক্ষিত পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হবে। ত উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে আবাসিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্ল্যাব পদ্ধতি বিলুপ্ত করার জন্য বিদ্যুৎ হ নিয়মাবলী, ১৯৮৯তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার প্রয়োজন হবে।

কর্তৃক নতুন সংযোগ দেয়ার সময় বি.এটি কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহকে প্রধান
হতে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

- ডেসার আওতাধীন অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারী স্থায়ী বস্তিগুলোতে (যেমন মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্প, আ বিন,এন,পি বস্তি ইত্যাদি) ট্রান্সফর্মার এবং মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে উক্ত বস্তিস পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয় তার যেমন একটা চিত্র পওয়া সম্ভব হবে,তেমনি নন-টেকনিকাল সিস্টেম জন্য বস্তিসমূহের অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার কতটুকু দায়ী তা নির্ণয় করা সহজতর হওয়ায় এধরনের লসের ক্ষেত্রে বিভাগগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।।

- প্রতিটি সাব স্টেশন ভিত্তিক একটি বিভাগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। উক্ত বিভাগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী প্র একই সাথে উক্ত সাব স্টেশনের আওতাধীন বিতরণ সিস্টেমের পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিক পরি দায়িত্ব পালন করবেন। এতে একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর অধীন গ্রাহক সংখ্যা যেমন যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত ফলে কার্যকর তদারকি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে, অন্যদিকে তেমনি উক্ত সাবস্টেশনের সার্বিক কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহিতার আওতায় আনা সহজ হবে। দ্বিতীয়ত প্রতিটি ফিডারের দায়িত্বে একজন উপ-সহকারী প্র থাকবেন যিনি উক্ত ফিডার / ফিডারসমূহের বিদ্যুৎ আমদানী, রফতানী বিদ্যুৎ ব্যবহার, মিটার রিডিং, বিলিং ই জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। প্রতিটি ট্রান্সফর্মারে মিটারিং ব্যবস্থা থাকবে, যাতে উক্ত ট্রান্সফর্মারের আওতাধীন গ্র জন্য ও সিস্টেমলস নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এ পদ্ধতিকে স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট (SBU) পদ্ধতিও ব থাকে। এ পদ্ধতিতে মাসিক ভিত্তিতে প্রতিটি বিতরণ ট্রান্সফর্মারসহ প্রত্যেকটি ফিডারের এবং সাবস্টেশনের En Balance Sheet প্রণীত হবে; ফলে মিটার রিডার থেকে শুরু করে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যন্ত প্রতি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- SBU সিস্টেম চালু করা সময়সাপেক্ষ হওয়ায় মিটার টেম্পারিং হ্রাসে স্বল্পমেয়াদে নীচে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহ যেতে পারে:

    - মিটার রিডারদের তিন বছরের উর্ধ্বে একই অফিসে কর্মরত রাখা যাবে না।
    - সর্বোচ্চ প্রতি দু' মাস অন্তর অন্তর মিটার রিডারদের ওয়াক-অর্ডার পরিবর্তন করার ব্যবস্থা নিতে হবে মিটার রিডারদের সাথে গ্রাহকগণের অশুভ আঁতাত (Unholy alliance) গড়ে উঠার সম্ভাবনা না।
    - কম্পিউটারাইজড বিলিং এর আওতাভুক্ত বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগগুলোতে মিটার রিডারদের মিট সরবরাহ না করে শুধু মিটার রিডিং শীট (যাতে শুধু বর্তমান মাসের রিডিং লেখার সুযোগ থাকবে) স করা যেতে পারে এবং মিটার বইগুলো নির্বাহী প্রকৌশলীর কাস্টডিতে জমা রাখার ব্যবস্থা নেয়া পারে।
    - নিয়বেতনভুক্ত মিটার রিডারদের কাজ নিয়মিত ভ্রমনযুক্ত হওয়ায় তাঁদেরকে মাসিক একটি নির্দিষ্ট ভ্রমন ভাতা প্রদান করা যেতে পারে। এতে তাদের কিছুটা আর্থিক এবং দৈহিক কষ্টের লাঘব হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে মিটার রিডিং -এ উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

- বাণিজ্যিক / আবাসিক সব ধরনের বহুতল ভবনের জন্য একক মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে প বাণিজ্যিক বহুতল ভবনের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা ইতোমধ্যে চালু করা হলেও আবাসিক বহুতল ভবনের এখনও এ ধরনের ব্যবস্থা চিন্তা করা হয়নি। এক্ষেত্রে বহুতল ভবনের মালিককে একজন গ্রাহক হিসাবে বি করে একটি মাত্র হিসাব নম্বর এবং মিটার সংযোগ দেয়া যেতে পারে। উক্ত গ্রাহক সাব মিটারের মাধ্যমে ভবনের বসবাস ভাড়াটিয়াগণের নিকট থেকে তাদের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তির বিল আদায় করবেন। এতে হিসাব সংখ্যা এবং মিটারের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায় ডেসার সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর পক্ষে গ্রাহকদের তদারকি কাজ অনেক সহজসাধ্য হয়ে যাবে। ফলে সিস্টেমলসও কাংক্ষিত পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হবে। ঐক পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে আবাসিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্ল্যাব পদ্ধতি বিলুপ্ত করার জন্য বিদ্যুৎ নিয়মাবলী, ১৯৮৯তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার প্রয়োজন হবে।

৫.০. গ্রাহক সেবা

বৃহত্তর ঢাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকগণকে উন্নতমানের সেবা প্রদানের লক্ষ্যেই ১৯৯১ সালে পিডিবি থেকে আলাদা করে ডেসার সৃষ্টি। মূলত গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে শুরু করে মিটার সংস্থাপন, মিটার রিডিং নিয়মিতভাবে গ্রহণ, রিডিং অনুযায়ী বিল প্রণয়ন, বিলসমূহ যথাসময়ে গ্রাহককে পৌছান, গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকে বিল পরিশোধের পর তা নিয়মিতভাবে লেজারে পোষ্টিং প্রদান, বিদ্যুৎ সংযোগ লাইনের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্বিঘ্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি গ্রাহক সেবার অন্তর্ভুক্ত।

ডেসার দুই জন মহাব্যবস্থাপকের আওতাধীন মোট ১৬টি বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস এবং ১৬টি পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিস উক্ত গ্রাহকসেবা প্রদানে নিয়োজিত আছে।

বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসগুলো সংশ্লিষ্ট অফিসের আওতাধীন গ্রাহকদের মিটার রিডিং থেকে শুরু করে বিল প্রণয়ন, বিল বিতরণ, লেজার পোষ্টিং ইত্যাদি দায়িত্ব এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিসগুলো গ্রাহকদের নতুন সংযোগ, লোড বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের পরিচালন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

উল্লেখ্য যে, গ্রাহকসেবার বিষয়ে উক্ত অফিসসমূহে কোন ম্যানুয়াল প্রচলিত নেই। তবে প্রধান কার্যালয়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে পিডিবিতে বিদ্যমান বাণিজ্যিক পরিচালন সংক্রান্ত ম্যানুয়ালের অনুকরণে দু'টি ম্যানুয়াল ডেসা কর্তৃক প্রণীত হয়। কিন্তু ডেসার কর্মচারী ইউনিয়নের প্রবল প্রতিরোধের মুখে উক্ত ম্যানুয়াল দু'টি কার্যকর করা যায়নি। তবে বাণিজ্যিক পরিচালন এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিসসমূহের প্রধানদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে ডেসা পিডিবির সাথে একীভূত থাকা অবস্থায় যে পদ্ধতিতে গ্রাহক সেবার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতো, বর্তমানে মোটামুটি সেভাবেই পরিচালিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় অডিট টীম কর্তৃক পিডিবিতে অনুসৃত ম্যানুয়ালে বর্ণিত নির্দেশনাকেই গ্রাহক সেবা কার্যক্রমের মানদন্ড(standard) হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.১. বিদ্যুৎ সংযোগঃ

ম্যানুয়াল অনুযায়ী নতুন গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগের ফ্লো-চার্ট নিম্নরূপঃ

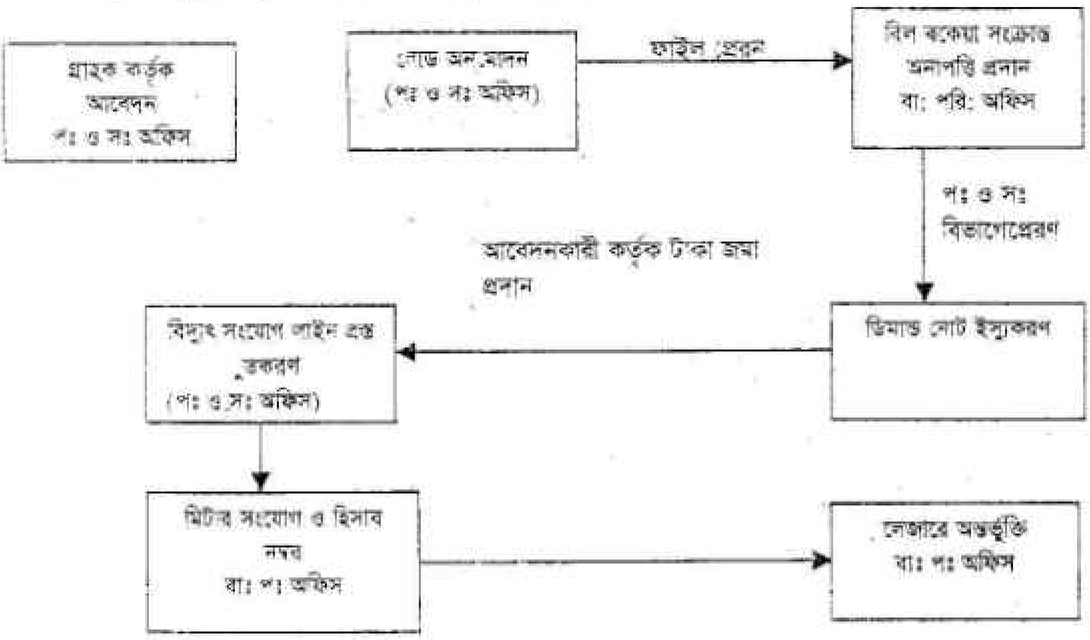

ম্যানুয়ালে বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী গ্রাহকের আবেদনের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে গ্রাহককে সংযোগ প্র হবে। পোলের স্বল্পতাহেতু বা অন্য কোন কারণে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে সংযোগ প্রদান সম্ভব না হয় তবে আবেদনকারীকে অবহিত করাতে হবে। এছাড়া সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীগণের অনুক্রম অনুসরণ কর

৫.১.১ বাস্তব অবস্থাঃ

নতুন সংযোগের বিষয়ে বানিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদে রক্ষিত এতদসংক্রান্ত মোট ১১৪টি ফাইল কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত পরিস্থিতি দৃশ্যমাণ হয়ঃ

সারণি-২৫:

সংযোগ প্রদানে ব্যয়িত সময়	৩০ দিন	১-২ মাস	২-৪ মাস	৪-৬ মাস	৬ মাসে বেশী
কেইস সংখ্যা	৫০	২৫	২০	১০	৯

অর্থাৎ উক্ত টেবিল হতে দেখা যায় যে ১১৪টি কেইসের মধ্যে মাত্র ৪৫% কেইসের ক্ষেত্রে নির্দেশিত মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে, বাকী ৫৫% ক্ষেত্রেই ১ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত সময় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই গ্রাহককে এ বিষয়ে পত্রযোগে অবহিত করা হয়নি।

একই ভাবে নতুন সংযোগের বিষয়ে বাণিজ্যিক পরিচালন খিলগাঁও-এ রক্ষিত মোট ৭৫টি ফাইল পর্যা হয়, পর্যালোচনার প্রাপ্ত অবস্থা নিম্নরূপঃ

সারণি-২৬

সংযোগ প্রদানে ব্যয়িত সময়	৩০ দিন	১-২ মাসের	২-৪ মাস	৪-৬ মাস	৬ মাসের বে
কেইস সংখ্যা	৫০	১০	৩	৩	৯

অর্থাৎ খিলগাঁও এর ক্ষেত্রে ৭৫টির মধ্যে প্রায় ৬৭% ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হ ৩৩% ক্ষেত্রে ১-৯ মাস সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে।

সংযোগ প্রদানের বিষয়ে গ্রাহক জরীপের ফলঃ

সারণি-২৭ :

সংযোগ সময়	১মাস	২মাস	৩মাস	৪ মাস	৪ মাসের বেশী
গ্রাহক সংখ্যা	২০	২৮	১৮	১০	২৪
শতকরা হার	২০%	২৮%	১৮%	১০%	২৪%

গ্রাহক জরিপেও দেখা যায় ২০% গ্রাহক জানিয়েছেন তারা আবেদন করার ১ মাসের মধ্যে সংযোগ পেয়ে গ্রাহক ২-৪ মাস সময়ে এবং ২৪% গ্রাহকের ক্ষেত্রে সংযোগ পেতে ৪ মাসের বেশী সময় প্রয়োজন হয়েছে।

৫.১.২. সংযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হয়রানিঃ

সংযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হয়েছে কিনা এ প্রসঙ্গে ৬০% গ্রাহক জানিয়েছে যে তারা সং ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হয়েছেন এবং ৪০% গ্রাহক কোন হয়রানি পোহাতে হয়নি মর্মে মত দিয়েছেন।

হয়রানির ধরন সম্বন্ধে ৪০% গ্রাহক জানিয়েছে যে তাদেরকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে এবং ২ জানিয়েছেন যে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য তাদের বার বার ডেসা অফিসে ধর্ণা দিতে হয়েছে।

কারণঃ নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অধিক সময় ক্ষেপণের বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীগণ জানান যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওভারলোডের কারণে সংযোগ দিতে দেরী হয়। তাদের জবাবে আংশিক যৌক্তিকতা থাকলেও বিলম্বিত সংযো অধিকাংশ ফাইলেই ট্রান্সফর্মার ওভারলোড সংক্রান্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এছাড়া ফাইলসমূহ পর্যালোচনায় দে

ক বিলম্বিত সময়ের অর্ধেকটাই বানিজ্যিক পরিচালন অফিসে ব্যয়িত হয়েছে শুধুমাত্র বকেয়া সংক্রান্ত অনাপত্তি প্রদানের জন্য। বশ্য বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আলাপ প্রসংগে জানা যায় যে গ্রাহক কর্তৃক মিটার জমাদান সংক্রান্ত টিলতাই বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসে বিলম্বের অন্যতম প্রধান কারণ । উল্লেখ্য যে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক মিটার মাদান ব্যতীত বাণিজ্যিক অফিস হতে অনাপত্তি দেয়া হয় না। এক্ষেত্রে গ্রাহক এবং ডেসা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরস্পর রোধী বক্তব্য লক্ষণীয়। বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জানান যে গ্রাহক যথাসময়ে মিটার জমা না দেয়ায় নাপত্তি প্রদানে বিলম্ব হয়। অন্যদিকে নিরীক্ষা চলাকালে অডিট টীম কর্তৃক কয়েকজন গ্রাহকের সাথে আলাপকালে তাঁরা নান যে গ্রাহক যথাসময়ে মিটার সংগ্রহ করলেও তদবির কিংবা উৎকোচ ব্যতীত মিটার স্টোরে জমা নেওয়া হয়না। অবশ্য নানি সংক্রান্ত গ্রাহক জরীপও এ ধরনের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে।

.১.৩. ইনস্টলেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত সংযোগ প্রদানঃ

নতুন গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রের ফরমে ইনস্টলেশন সার্টিফিকেট একটি গুরুত্বপূর্ণ শে। উক্ত সার্টিফিকেটে গ্রাহকের আংগিনায় সংযোজিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের (পাখা, বাতি, ফ্রিজ ইত্যাদি) মোট লোডের রিমাণ উল্লেখ থাকে। কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত ১৮০টি ফাইল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২৫টি আবেদনপত্রেই গ্রাহকের আংগিনায় সংযোজিত লোড সংক্রান্ত কোন ইনস্টলেশন সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি

অর্থাৎ গ্রাহকের সংযোজিত লোড গ্রাহক কর্তৃক আবেদনকৃত লোডের চেয়ে বেশী কিনা তা যাচাই না করেই বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন ডেসা সংযোজিত লোডের জন্য অনুপাতিক হারে প্রাপ্য জামানতের অর্থ হতে বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে তেমনি গ্রাহক অনুমোদিত লোডের চেয়ে বেশী লোড ব্যবহারে উৎসাহিত হয়। এছাড়া ট্রান্সফর্মার ওভারলোডেড হয়ে দক্ষতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, টেকনিক্যাল লস বৃদ্ধি পায় এবং ট্রান্সফর্মার পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

.১.৪. সংযোগ প্রদানের অনেক পরে হিসাব নম্বর দেওয়া হয়ঃ

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মিটার সংযোগের সাথে সাথে মিটার সুপারভাইজার কর্তৃক বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগে রক্ষিত সংযোগ রেজিষ্টারে হিসাব নম্বর নোট করে ফাইল লেজার শাখায় প্রেরণ করা হবে এবং লেজার শাখা কর্তৃক লেজারে গ্রাহক সংক্রান্ত সকল তথ্য সন্নিবেশিত হবে। কিন্তু সংযোগ রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই মিটার সংযোগের ১-১২ মাস পরেও হিসাব নম্বর বন্টন করা হয় না এবং আগে সংযোগগ্রহণকারী গ্রাহককে আগে হিসাব নম্বর বন্টন না করে পরের সংযোগকারীকে আগে হিসাব নম্বর বন্টন করা হয়েছে। এতে গ্রাহককে একসঙ্গে দীর্ঘ সময়ের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হয়। ফলে একদিকে যেমন গ্রাহক আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হওয়ায় উক্ত কষ্ট লাঘবের জন্য মিটার বিকৃতের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস পায়, তেমনি ডেসাও রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়। দীর্ঘ সময়ের বিল একত্রে জমা করতে গ্রাহকও সবক্ষেত্রে দিতে বাধ্য না থাকায় ডেসা/সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ এ ধরনের কয়েকটি কেইস তুলে ধরা হলোঃ

সারণি-২৮:

ক্রমিক নং	সংযোগ ও হিসাব নম্বর বন্টনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান	গ্রাহক সংখ্যা
১।	৫-৮ মাস	২২
২	৮-১২ মাস	১২
৩।	১-১.৫ বছর	১৭
৪	১.৫-২ বছর	৫

তবে এ বিষয়ে বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে মিটার সংযোগের পর সংযোগ সংক্রান্ত ফাইলটি সংশ্লিষ্ট উপ বিভাগীয়/সহকারী প্রকৌশলীর নজরে আনা হলেও তিনি শুধু 'যথাযথ ব্যবস্থা নিন' মন্তব্য দিয়ে মিটার সুপারভাইজারের কাছে ফাইলটি পাঠিয়ে দেন; কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংযোগের বিপরীতে হিসাব নম্বর বন্টন করা হলো কিনা, উক্ত হিসাব লেজারে অন্তর্ভুক্ত হলো কিনা কিংবা উক্ত হিসাবের বিপরীতে মিটার রিডিং শুরু হয়েছে কিনা- তা উপরের পর্যায়ে পরিবীক্ষণ করা হয় না।

৫.১.৫. <u>সংযোগ এবং হিসাব নম্বর প্রদানের পরও মাসের পর মাস কোন মিটার রিডিং নেও</u>

৫টি লেজারের ১১৩জন নতুন গ্রাহকের রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংযোগ প্রদানের
রিডিং/বিল করা হয়নি ৭৪ জন গ্রাহকের, ৪-৫ বছর পরও বিল করা হয়নি ১৬ জনের এবং ৪ বছরের
পরও বিল করা হয়নি ২২ জন গ্রাহকের।

৫.২.০. মিটার রিডিংঃ

বিদ্যুৎ মূল্য হার নিয়মাবলী, ১৯৮৯ অনুযায়ী প্রত্যেক মিটারের বিপরীতে স্বাভাবিকভাবে মাসে
বিধান আছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট একটি তারিখে মিটার
রয়েছে। কিন্তু নিরীক্ষিত অফিস দু'টিতে রক্ষিত লেজার এবং মিটার বইগুলো পর্যালোচনায় দেখা গেছে
একজন গ্রাহকের বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন তারিখে মিটার রিডিং নেওয়া হয়। এ বিষয়ে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে
বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ২৬% গ্রাহক প্রতিমাসের নির্দিষ্ট তারিখে মিটার রিডিং নেওয়া হয় মর্মে জবাব
গ্রাহক বলেছেন যে নির্দিষ্ট তারিখে মিটার রিডিং নেয়া হয় না।

প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে মিটার রিডিং এর জন্য মিটার রিডার না যাওয়ার কারণে এক
অনুপস্থিতিতে অনেকক্ষেত্রে মিটার রিডিং নেয়ার কাজ বিঘ্নিত হয় এবং ফলে অনুমিত বিল (Estimated
বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি মিটার রিডিং এর সময় গ্রাহকের অনুপস্থিতি রিডিং/বিল সম্পর্কে গ্রাহকে
বিষয়ে উৎসাহিত করে। এখানে উল্লেখ্য যে, ডেসার সৃষ্টির প্রথম দিকে প্রত্যেক মিটারের সাথে মিটার
বর্তমানে চালু আছে) ছিল। ফলে মিটার রিডারগণ রিডিং নেয়ার পর উক্ত মিটার কার্ডে রিডিং লিপিবদ্ধ ক
অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মিটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রিডিং এর সাথে মিটার এর প্রকৃত রিডিং যাচাই করার সুযোগ।
অফিসমূহে আলাপের মাধ্যমে জানা যায় যে বর্তমানে উক্ত মিটার কার্ড নেই বললেই চলে। গ্রাহক জ
প্রতিফলিত হয়েছে।

তবে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে আলোচনায় একটি ভিন্ন চিত্র উদঘ
আঙিনায় (বিশেষ করে আবাসিক গ্রাহক) কদাচিৎ প্রকৃত মিটার রিডারের উপস্থিতি ঘটে এবং অধিকাংশ
রিডার কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে নিয়োগকৃত ২-৪ জন সাহায্যকারী (Helper) সংশ্লিষ্ট মিটার রিডারের
উপস্থিত হয়ে মিটার রিডিং নিয়ে আসে। ডেসার সেট-আপ বহির্ভূত এধরনের সাহায্যকারীদের কোন
থাকায় গ্রাহক কর্তৃক সনাক্ত হওয়ার আশংকায় তারা অনেকক্ষেত্রে গ্রাহকের অগোচরে মিটার রিডিং গ্রহ
চলাকালীন অডিট টীমের সাথেও এ ধরনের বেশ কয়েকজন হেলপারের সাক্ষাৎ ঘটে। অডিট মনে ক
বহির্ভূত এ ধরণের হেলপার দ্বারা মিটার রিডিং গ্রহণের বিষয়টি একদিকে যেমন শাস্তিযোগ্য অপরা
Identity card বিহীন বহিরাগত লোকজনের গ্রাহক আঙিনায় প্রবেশ গ্রাহকের ব্যক্তিগত এবং পারিব
হুমকি স্বরূপ। গ্রাহক জরীপেও এ ধরনের উদ্বেগ এবং আশংকার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

<u>মিটার রিডারের বক্তব্যঃ</u>- এ বিষয়ে কয়েকজন মিটার রিডারের সাথে আলাপকালে তারা জানায় যে তাদে
সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী হওয়ায় তাদের একার পক্ষে প্রতিমাসে সকল গ্রাহকের মিটার রিডিং নে
সাহায্যকারী নিয়োগ করতে হয়। এ বিষয়ে বাণিজ্যিক পরিচালন ,সাতমসজিদ এবং বাণিজ্যিক পরিচালন
সংখ্যা এবং মিটার রিডার অনুপাত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে মিটারের রিডার এবং গ্রাহক অনুপাত ১:২০০০
জন গ্রাহকের বিপরীতে ১জন মিটার রিডার আছে। তবে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আ
ডেসা/পিডিবি'র নির্দেশিত ষ্টান্ডার্ড হচ্ছে ১:১৪০০। যদিও এর সপক্ষে কোন প্রমাণক কাগজপত্র পাওয়া যায়

<u>আরইবি ষ্ট্যান্ডার্ডঃ</u> বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে মিটার রিডার ও গ্রাহক সংখ্যা অনুপাত ১:১৭০০
জন গ্রাহকের জন্য ১ জন মিটার রিডার। তবে গ্রাহকের ঘনত্ব অর্থাৎ গ্রাহক/কিলোমিটার আরইবির তুল
বেশী। উদাহরণস্বরূপ, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মানিকগঞ্জে প্রতি কিলোমিটারে গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ২৪। অ
কিলোমিটারে গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১১৯ অর্থাৎ আর,ই,বির প্রায় ৫ গুন। ডেসাতে যেখানে ১১৯জন গ্রাহকের
জন্য ১জন মিটার রিডারকে ভ্রমন করতে হয় ১ কিলোমিটার, সেখানে আর,ই,বির একজন মিটার রিড
গ্রাহকের মিটার রিডিং গ্রহণ করতে ভ্রমন করতে হয় প্রায় ৫ (পাঁচ) কিলোমিটার। অতএব দেখা যায় যে,
ডেসায় প্রতি কিলোমিটারে গ্রাহক সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও প্রতিমাসে ১০০% গ্রাহকের মিটার রিডিং গ্র
যুক্তিসঙ্গত নয়

৫.৩.০ গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তিঃ

বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ এবং গ্রাহকগণ কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের আলোকে দেখা যায় যে ডেসার গ্রাহকদের অভিযোগসমূহকে মোটামুটিভাবে নীচে বর্ণিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

- মিটার রিডিং এবং বিলিং সংক্রান্ত
- ত্রুটিজনিত কারণে মিটার প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত
- বিদ্যুৎ সংযোগ লাইনে ত্রুটিহেতু বিদ্যুৎ ব্যাহতি সংক্রান্ত

মিটার রিডিং এবং বিলিং সংক্রান্তঃ

এ বিষয়ে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্রাহক মতামতে দেখা যায় যে মিটার রিডিং এবং বিল সংক্রান্ত বিষয়ে নীচে বর্ণিত সমস্যাগুলো বিরাজমান:

- মিটার রিডিং এর তুলনায় বিল বেশী
- ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তির চেয়ে মিটার রিডিং বেশী
- বিল পরিশোধ করা সত্ত্বেও পরবর্তী মাসের বিলে বকেয়া প্রদর্শন
- যথাসময়ে বিল পরিশোধ করার পরও সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নোটিশ প্রদান

<u>বিলের সাথে মিটার রিডিং এর অসংগতির বিষয়ে গ্রাহক জরীপে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ</u>

সারণি-২৯:

বর্ণনা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
বিল এর সাথে রিডিং এর মিল থাকে	৫০	৫০%
মোটেও মিল থাকে না	১৫	১৫%
মাঝে মাঝে মিল থাকে না	৩৫	৩৫%

<u>পরিশোধের জন্য নির্ধারিত শেষ তারিখের কত দিন পূর্বে বিল পাওয়া যায় প্রসঙ্গে গ্রাহক জরীপের ফলাফল ঃ</u>

সারণি-৩০

ক্রমিক নম্বর	সময়	উত্তর দাতার সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
১	২-৩ দিনপূর্বে	২৫	২৫%
২।	৪-৭ দিন পূর্বে	৩৫	৩৫%
৩।	৭-১০দিন পূর্বে	১০	১০%
৪।	১০-১৫ দিন পূর্বে	১৮	৫%
৫।	১৫-২০ দিন পূর্বে	৫	৫%
৬।	শেষ তারিখের পরে	৫	৫%
৭।	অদ্যাবধি বিল পাওয়া যায়নি	২	২%

উল্লেখ্য যে বিদ্যুৎ হার নিয়মাবলী, ১৯৮৯ মোতাবেক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য নির্ধারিত শেষ তারিখের ৩০ দিন পূর্বে বিদ্যুৎ বিল গ্রাহকের কাছে পৌছানোর কথা। কিন্তু গ্রাহক জরীপে প্রাপ্ত উক্ত ফলাফল হতে দেখা যায় যে, কোন গ্রাহককেই উক্ত সময়ে বিদ্যুৎ বিল পৌছানো হয় না। বরং ২৫% ক্ষেত্রে ২-৩ দিন পূর্বে এবং ৩৫% ক্ষেত্রে মাত্র ৪-৭ দিন পূর্বে গ্রাহককে বিল পৌছান হয়। ফলে বিলে কোন অসংগতি পাওয়া গেলে ডেসা অফিসে যোগাযোগের মাধ্যমে উক্ত অসংগতি নিরসনে অনেক ক্ষেত্রেই বিল পরিশোধের জন্য নির্ধারিত শেষ তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এতে গ্রাহকের হয়রানি বৃদ্ধি পায় বলে গ্রাহকগণ তাদের মতামতে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি বিদ্যুত বিলেও উল্লেখ আছে যে বিল পরিশোধের জন্য নির্ধারিত শেষ তারিখের কমপক্ষে সাত দিন পূর্বে বিল সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে ডেসা অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

বিল সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে ডেসার সহযোগিতাঃ

সারণি-৩১

ক্রমিক নং	মন্তব্য	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
১।	সহযোগিতা পাওয়া যায়	৪৫	৪৫%
২।	পাওয়া যায় না	২৫	২৫%
৩।	হয়রানি হতে হয়	৩০	৩০%

সারণি হতে দেখা যায় যে অর্ধেকের বেশী গ্রাহক বিল সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ডেসা অফিসের সহযোগি যায় না মর্মে অভিযোগ করেছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ডেসার গ্রাহকসেবা কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়।

সময়মতো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের পরও নোটিশ পাওয়ার বিষয়ে গ্রাহক জরীপে দেখা যায় যে, সময়মতো বিল করার পরও ২৫% গ্রাহক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের নোটিশ পেয়েছেন এবং ৭৫% গ্রাহকের এ ধরনের নোটিশ পাওয়া যা নেতিবাচক প্রকাশ করেছে

এ বিষয়ে অডিট টিম কর্তৃক প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক অফিস সমূহের কর্মকর্তাগণে সাক্ষাৎকার মাধ্যমে জানা যায় যে গ্রাহক লেজারে নিয়মিতভাবে পোষ্টিং না হওয়ার ফলেই বিল যথাসময়ে পরিশো গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নোটিশ জারী করা হয়। বিগত কয়েক বছরের পরিশোধিত বিলের কা অফিসে উপস্থাপনের পর গ্রাহককে উক্ত নোটিশ থেকে অব্যাহতি পেতে হয়। ফলে গ্রাহক ভোগান্তির শিকার হয়।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বিষয়ে গ্রাহক জরীপে প্রাপ্ত ফলাফল ।

সারণি-৩২

ক্রমিক	মন্তব্য	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
১	ঘটে না	নেই	০%
২	দৈনিক ১-২ বার	৪২	৪২%
৩	৩-৫বার	৩৮	৩৮%
৪	৫ বারের বেশী	২০	২০%

বিল পৌঁছান সংক্রান্তঃ

ম্যানুয়ালে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক মিটার রিডারগণ প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিল গ্রাহকের আঙ্গিনায় পৌঁছানোর বিষয়ে গ্রাহক জরীপে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

সারণি-৩৩

ক্রমিক নং	বর্ণনা	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
১	মিটার রিডার বাসায় পৌঁছে দেয়	৯০	৯০%
২	ডেসা অফিসে গিয়ে আনতে হয়	১০	১০%

দেখা যাচ্ছে যে, ৯০% ক্ষেত্রে মিটার রিডারগণ গ্রাহকের আঙ্গিনায় বিদ্যুৎ বিল পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ডেসার সেবাকে মোটামুটি সন্তোষজনক বলা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ ব্যবহারের তুলনায় প্রাপ্ত বিলঃ

বিদ্যুৎ ব্যবহারের তুলনায় প্রাপ্ত বিদ্যুৎ বিল বেশী/কম মনে হয় কিনা এ প্রসঙ্গে গ্রাহক জরীপে প্রাপ্ত ফলাফল নি

সারণি-৩৪

ক্রমিক নং	মন্তব্য	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
১	বেশী মনে হয়	১৫	১৫%
২	বেশী মনে হয় না	৪৫	৪৫%
৩	মাঝে মাঝে বেশী মনে হয়	৪০	৪০%

সারণি হতে দেখা যায় যে, ৪০% উত্তর দাতা বলেছেন যে বিদ্যুৎ বিলে প্রদর্শিত ইউনিট সংখ্যা ব্যবহৃত বিদ্যুতের তুলনায় মাঝে মাঝে বেশী মনে হয়। এ বিষয়ে বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস, সাতমসজিদ এবং বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস, ঝিলগাঁও এর কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে জানা যায় যে নীচে বর্ণিত কারণে এ ধরনের অসংগতি ঘটতে পারে :

(১) মিটার রিডারগণ কর্তৃক মিটার রিডিং গ্রহণ ছাড়াই এস্টিমেটেড বিল প্রণয়ন।

(২) মিটার অধিক পুরনো বা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় মিটার আস্তে বা জোরে ঘুরে।

মান-নিয়ন্ত্রণবিহীন বিভিন্ন ধরনের মিটার ব্যবহারঃ-

ডেসার প্রায় সব পর্যায়ের কর্মকর্তাই আলোচনাকালে মত প্রকাশ করেন যে গ্রাহক কর্তৃক বিভিন্ন কোম্পানীর মিটার ব্যবহার ননটেকনিক্যাল সিস্টেম লসের অন্যতম কারণ। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯০ সনের আগ পর্যন্ত Electricity Act, 1910 মোতাবেক বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা অর্থাৎ পিডিবি(বর্তমান ডেসা)কর্তৃক গ্রাহকগণকে মিটার সরবরাহ করা হতো এবং সরবরাহের পূর্বে উক্ত মিটারগুলো পিডিবির কেন্দ্রীয় সরঞ্জাম মেরামত কারখানায় পরীক্ষা করার বিধান ছিল। কিন্তু ১৯৯০ সালে উক্ত এ্যাক্ট এর ২৬নং অনুচ্ছেদ এ মর্মে সংশোধনী করা হয় যে, বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা (Licensee) গ্রাহককে তার নিজস্ব উদ্যোগে মিটার সংগ্রহ করার অনুমতি দিতে পারে, তবে উক্ত মিটারটি অবশ্যই বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা কর্তৃক পরীক্ষা এবং সীল করিয়ে নিতে হবে।

(Amendment:- Provided further that the licensee may allow consumer to arange his own meter subject to the conditions that the consumer must get the meter tested and sealed by the licensee). উক্ত সংশোধনী জারী হওয়ার পর থেকে গ্রাহক স্ব-উদ্যোগে মার্কেট থেকে মিটার ক্রয় করে ডেসা অফিসে জমা দেয়ার পর ডেসার সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক গ্রাহককে মিটার সংযোগ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। <u>কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক সংগৃহীত মিটারগুলি ডেসার সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক পরীক্ষা করা হয় না। শুধুমাত্র বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বি.এস.টি.আই) কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট এর ভিত্তিতেই মিটারগুলি ডেসা কর্তৃক গৃহীত হয়।</u>

এ বিষয়ে বি.এস.টি.আই -এর সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে মিটারের দোষ ত্রুটি পরীক্ষা করার জন্য কোন যন্ত্রপাতি নেই। বিদ্যমান ব্যবস্থায় বি.এস.টি.আই থেকে কর্মকর্তা / কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট মিটার প্রস্তুতকারী কোম্পানীর কারখানায় উপস্থিত হয়ে উৎপাদন লটের মাত্র ২-২.৫% মিটার পরীক্ষা করে উক্ত লটের জন্য সার্টিফিকেট ইস্যু করেন ফলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ৯৮% মিটারের গুনগতমান অনিশ্চিত থেকে যায়।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন মানিকগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অডিট টীম কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনকালে উক্ত সমিতির কর্মকর্তাগণ জানায় যে বি.এস.টি. আই এর সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও তাদের অফিসে পরীক্ষায় প্রায় ১০-১২% মিটার ত্রুটিযুক্ত পাওয়া যায়।

এতে প্রতীয়মান হয় যে বি.এস.টি.আই সার্টিফিকেট থাকার পরও মিটারসমূহ ত্রুটিপূর্ণ থাকতে পারে। ফলে মিটার আস্তে ঘুরার কারণে ডেসার লস কিংবা জোরে ঘুরার কারণে গ্রাহকের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে যার কোনটিই কাম্য নয়।

ত্রুটিযুক্ত মিটারসমূহ যথাসময়ে প্রতিস্থাপন/ পুনঃ কেলিব্রেট করা হয় না:

ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী মিটারসমূহ ৭-৮ বছর পর প্রতিস্থাপন / পুনঃ কেলিব্রেট করার কথা। কিন্তু বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, সাতমসজিদ-এ এ ধরনের তেমন কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, সাতমসজিদ এর ১৯৯৭-৯৮ বছরের কনজুমার অডিট রিপোর্ট হতে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রায় ৪০০ জন গ্রাহকের বিপরীতে মাসের পর মাস গড় বিল ইস্যু করা হচ্ছে। মিটার রিডিং বইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কারণ উল্লেখ করা নেই। তবে প্রতীয়মান হয় যে, মিটারগুলি ত্রুটিযুক্ত থাকার কারণেই উক্ত গ্রাহকগণের বিপরীতে গড় বিল ইস্যু করা হচ্ছে। অর্থাৎ মিটারগুলি ত্রুটিযুক্ত / প্রতিস্থাপন করার তেমন উদ্যোগ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়নি। মিটারবই পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে মিটার বইতে নোটকৃত জুন/৯৮ পর্যন্ত মোট ৩০০০ ত্রুটিপূর্ণ মিটারের ক্ষেত্রে মাত্র ৮৪৩টি (২৮%) মিটার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক, পরিচালন, ঝিলগাঁওতে কিছু কিছু মিটার প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে জানান হয় যে, ডেসা সৃষ্টির পূর্বে পিডিবির কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় ত্রুটিযুক্ত মিটার পুনঃ কেলিব্রেট বা মেরামত করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ডেসায় এ ধরনের কোন কারখানা নেই।

অভিযোগসমূহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয় না :

উক্ত অভিযোগসমূহের বিষয়ে ডেসার বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসগুলোতে কোন রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হ
এ ধরনের অভিযোগের আধিক্য কেমন কিংবা কত সময়ের মধ্যে এ ধরণের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয় তা জানা স
তবে অডিট টীম কর্তৃক বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদ এবং বাণিজ্যিক পরিচালন, খিলগাঁও নিরীক্ষাকালীন পর্যবে
গেছে যে এ ধরনের অভিযোগসমূহ গ্রাহকগণ সশরীরে উপস্থিত হয়ে হাতে হাতে ডেসার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর
করে নেয়।

তবে নিরীক্ষাদল কর্তৃক নিরীক্ষাকালীন পর্যবেক্ষণে যে সমস্যাটি সবচেয়ে বেশী নজরে এসেছে তা হচ্ছে বি
করা সত্ত্বেও পরবর্তী মাসের বিলে বকেয়া এবং সারসার্জ প্রদর্শন। এ বিষয়ে বাণিজ্যিক পরিচালন, সাতমসজিদের
বিভাগীয়/সহকারী প্রকৌশলীগণ জানান যে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১২-১৫% গ্রাহক এ সমস্যা নিয়ে তাদের অফিসে
কারণ সম্বন্ধে তারা জানান যে বিশেষ করে অক্টোবর/২০০০ মাস থেকে প্রায় সকল আবাসিক গ্রাহকের বিল ক
মাধ্যমে তৈরীর কাজ শুরুর পর থেকে এ ধরনের সমস্যার উদ্ভব। এছাড়া গ্রাহক জরীপেও প্রায় ২০% গ্রাহক বিল প
সত্ত্বেও পরবর্তী মাসের বিলে বকেয়া এবং সারসার্জ প্রদর্শিত হয় বলে মতামত দিয়েছেন।

বিল পরিশোধ করা সত্ত্বেও পরবর্তী মাসের বিলে বকেয়া ও সারচার্জ প্রদর্শনের বিষয়ে কম্পিউটার সেন্টা
কর্মকর্তাগণের সাথে আলাপকালে নিম্নবর্ণিত সমস্যাগুলি অনেকাংশে দায়ী বলে জানা যায়:

- মিটার রিডিং এর সাথে বিলের অসংগতির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ কর্তৃক বিল সংশোধন করা হয়
  উক্ত সংশোধনী প্রায়ই কম্পিউটার সেন্টারে পাঠানো হয় না কিংবা যথাসময়ে পাঠানো হয় না। ফলে বিল প
  সত্ত্বেও অনাকাংখিত বকেয়া সংযুক্ত হয়।
- গ্রাহক ব্যাংক যে বিল পরিশোধ করে তা ব্যাংক কর্তৃক ডিসিএস-এ লিপিবদ্ধ করা হয়। গ্রাহক কর্তৃক বি
  করার ১ দিনের মধ্যেই বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ কর্তৃক ব্যাংক থেকে ডিসিএস সংগ্রহ পূর্বক উক্ত ডিসিএস
  দুই দিনের মধ্যে কম্পিউটার সেন্টারে প্রেরণ করার কথা। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহকের বিল পরিশো
  হতে ১৫-২০ দিন পরও ডিসিএসগুলো কম্পিউটার সেন্টারে প্রেরণ করা হয়। ফলে গ্রাহক বিল পরিশোধ
  বিলে বকেয়া সংযুক্ত হয়।
- ডিসিএস-এ স্ক্রল নম্বর, বিল নম্বর, চেক ডিজিট, ভ্যাটের টাকা, মোট টাকা ইত্যাদি ব্যাংকে হাতে লেখা হ
  লেখা মাঝে মাঝে এতই অস্পষ্ট যে ডাটা অপারেটরগণ এন্ট্রির সময় এ লেখা বুঝতে পারেনা। ফলে এ
  ফেরত পাঠায়।
- ডিসিএস-এ যে স্ক্রল নম্বর থাকে তা ধারাবাহিকভাবে লেখা হয় না বা এমনভাবে কাটাকাটি করা হয় যে এ
  অসুবিধা হয়।

তবে সম্প্রতি ডেসার প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধের ৪ দি
ডি.সি.এস কম্পিউটার সেন্টারে প্রেরণ করতে হবে। এর প্রেক্ষিতে এ সমস্যাটি কিছুটা হ্রাস পেতে শুরু করেছে ব
টীমকে জানানো হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী, সাতমসজিদ বাণিজ্যিক পরিচালন ও নির্বাহী প্রকৌশলী, খিলগাঁও বাণিজ্যিক
এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৫.৪. সুপারিশঃ

- গ্রাহকের অভিযোগের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসে বিল সংশোধন করার সাথে সাথে কারে
  কম্পিউটার সেন্টারে পাঠানোর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উপ- বিভাগীয় প্রকৌশলী / সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃ
  পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক বিল পরিশোধের ৪ দিনের মধ্যে ডি, সি, এস কম্পিউটার সেন্টারে
  বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- ব্যাংক কর্তৃক ডিসিএস পূরণ করার ক্ষেত্রে হাতের লেখা স্পষ্ট এবং নির্ভুল করার বিষয়ে ব্যাংকের যথাযথ
  সাথে মিটিং করে এবং প্রয়োজনবোধে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা / কর্মচারীদের এ বিষয়ে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণে
  গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ডিসিএস কম্পিউটার সেন্টারে প্রেরণের আগে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস কর্তৃক ব্যাংকের সাথে যো
  মাধ্যমে ভুল- ভ্রান্তি / অস্পষ্টতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.৫. <u>লেজার সংরক্ষণ ব্যবস্থা:</u>

মানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী :

- বিল শাখা হতে প্রাপ্ত গ্রাহক বিলের ৩য় কপি হতে ০৩ দিনের মধ্যে লেজার কিপার সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ডেবিট কলামে বিলে বর্ণিত টাকার পোষ্টিং দিবে এবং একইসাথে মোট বকেয়ার জের হিসাব করে নোট করবে। অনুরূপভাবে গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধের পর ব্যাংক হতে প্রাপ্ত২য় কপির ভিত্তিতে লেজার কিপার ক্রেডিট কলাম পূরণ করবে।
- ব্যাংকিং শাখা প্রতিদিন ব্যাংক হতে প্রাপ্ত স্টেটমেন্ট এর সাথে বিলের কপি যাচাই করবে।
- লেজার কলামের যথাস্থানে লেজার কিপার স্বাক্ষর করবে।
- প্রতিমাসের শেষে লেজার কিপার ২ মাসের বেশী বিল খেলাপী গ্রাহকের তালিকা তৈরী করবে এবং পরবর্তী মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে তালিকা অফিস প্রধানের নিকট প্রেরণ করবে।
- লেজারের প্রথমে সামারী কন্ট্রোলশীট থাকবে , যাতে সংশ্লিষ্ট মাসে মোট বিলকৃত গ্রাহক সংখ্যা , বিলকৃত টাকার পরিমাণ, বকেয়ার পরিমাণ ইত্যাদি প্রতিফলিত হবে।
- লেজার কিপার কর্তৃক বিল খেলাপীদেরকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের নোটিশ ইস্যু করে তা লেজারে নোট করা হবে।
- অফিস প্রধান মাসে ন্যূনপক্ষে ১% গ্রাহকের পোষ্টিং যাচাই করে দেখবেন।

<u>বাস্তব অবস্থা :</u>

(১) সময়মতো ডেবিট পোষ্টিং এবং ক্রেডিট পোষ্টিং করা হয় না :

বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, সাতমসজিদ এবং বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, খিলগাঁও এর লেজারসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সময়মতো ডেবিট এবং ক্রেডিট পোষ্টিং দেয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ১৪০টি লেজারের মধ্যে ২০টি লেজার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে নিরীক্ষা সময় পর্যন্ত (জুলাই/২০০১) উক্ত লেজারগুলোতে অন্তর্ভুক্ত গ্রাহকদের ডেবিট / ক্রেডিট পোষ্টিং মাত্র জুন/২০০০ পর্যন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া জুন/২০০০ পর্যন্ত দেয়া পোষ্টিং এর মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে ডেবিট পোষ্টিং থাকলেও ক্রেডিট পোষ্টিং দেয়া হয়নি। অন্যদিকে উক্ত টাকার পরিমান বকেয়া জের হিসাবে দেখানো হয়নি।

(২) প্রায় ৫০% ক্ষেত্রেই লেজার কিপার সংশ্লিষ্ট কলামে স্বাক্ষর করে না। ফলে ডেবিট ও ক্রেডিট এন্ট্রির বিষয়ে প্রয়োজনে দায়- দায়িত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষাকালীন অডিট টীম কর্তৃক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে গ্রাহক হাতে হাতে বিলের পরিশোধিত কপি লেজার কিপারের কাছে নিয়ে আসে এবং লেজার কিপার কোন যাচাই করা ছাড়াই লেজারে ক্রেডিট পোষ্টিং দেয়ার কাজ শেষ করে। এছাড়া, বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মচারীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, কেবল কোন লেজার কিপার এক শ্রেণীর গ্রাহকের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে বিল পরিশোধ ছাড়াই লেজারে ক্রেডিট পোষ্টিং দিয়ে থাকে। মাস শেষে কন্ট্রোল সামারী শীট করা হয় না , কালেকশন সংক্রান্ত ব্যাংক স্টেটমেন্টের সাথে তুলনা করা হয় না এবং ব্যাংক স্ক্রল এর সাথেও লেজার পোষ্টিং এর কোন Test Verification করার ব্যবস্থা নেই; ফলে এ ধরনের সম্ভাব্য অনিয়ম উদ্ঘাটন এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

(৩) বকেয়ার সমাপনী জের টানা হয় না :- নিয়মানুযায়ী পুরাতন লেজার থেকে নতুন লেজারে গ্রাহকের হিসাব স্থানান্তর কালে পুরাতন লেজারে নির্ণীত বকেয়া স্থিতি নতুন লেজারে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা এবং এ জন্য লেজারে নির্দিষ্ট কলামও আছে। কিন্তু উক্ত বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসসমূহ নিরীক্ষাকালে লেজারসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই পুরাতন লেজারের বকেয়া স্থিতি নতুন লেজারে স্থানান্তর করা হয় না (এ ধরনের কিছু উদাহরণ সংলগ্নী-৩-এ দেয়া হলো) ফলে উক্ত বকেয়ার স্থিতি হিসাব বহির্ভূত থাকায় সংস্থা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

শাখা সুপারভাইজারি কর্মকর্তা কিংবা তদোর্ধ্ব পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক লেজার পোষ্টিং নিয়মিতভাবে নমুনা যাচাই না হওয়াই এধরনের অনিয়ম সংঘটনের মূল কারণ। ফলে একদিকে যেমন মাসিক সামারী কন্ট্রোল সীট তৈরী যেমন মোট গ্রাহক সংখ্যা, বিলকৃত গ্রাহক সংখ্যা, বিলকৃত টাকার পরিমান, আদায়কৃত টাকার পরিমাণ এবং বকেয়া টাকার পরিমাণ ইত্যাদি হিসাব তৈরী করা সম্ভব হয় না, অন্যদিকে তেমনি গ্রাহকও হয়রানির শিকার হয়। কারণ, লেজার পোষ্টিং হালনাগাদ না থাকায় বিল পরিশোধ করা সত্ত্বেও গ্রাহককে প্রায়ই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নোটিশ জারী করা হয়, যা গ্রাহক জরীপে প্রতিফলিত হয়েছে।

(৪) বিল খেলাপীদের নোটিশ ইস্যু করা হয় না এবং লেজারে নোট করা হয় না :

ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী লেজার কিপার কর্তৃক বিল খেলাপীদেরকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের নোটিশ ইস্যু এবং তা লেজারে নোট করার বিধান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাসের পর মাস বিল পরিশোধ করেনি এমন গ্রাহকগণকে নোটিশ ইস্যু করার কোন প্রমাণ লেজারে পাওয়া যায়নি। ফলে একদিকে রাজস্ব / বকেয়া আদায় যেমন বিঘ্নিত হয় অন্যদিকে

সময়মতো [illegible] গ্রাহকগণের [illegible] কারণে অনেক মাস / বছরের বকেয়া [illegible]
[illegible]
[illegible]

(ক) [illegible]
[illegible]
থাকলেও [illegible]
[illegible]

মিটার রিডিং

[illegible]

- মিটার রিডিং [illegible] করবেন। [illegible]
- মিটার রিডার [illegible] দিবে এবং নির্দিষ্ট [illegible] করবেন।
- মিটার রিডার [illegible]
- মিটার [illegible]
- কোন [illegible]
- মিটার [illegible]
- মিটার [illegible]
- মিটার [illegible] করবেন এবং [illegible]
- [illegible]
- মিটার রিডিং [illegible] দাখিল করবেন।
- [illegible] যাচাই করবেন।
- অফিস প্রধান কর্তৃক নিয়োজিত [illegible] নির্বাচিত [illegible]

বাস্তব অবস্থা

- [illegible] দেখা যায় যে, [illegible] নির্ধারণের জন্যও [illegible] বইটি সুপারভাইজার কর্তৃক জমা [illegible] থাকলেও মিটার রিডিং [illegible] একসাথেই সব মিটার বুক বন্ধ করা হয়।

ফলে মিটার রিডারগণ তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মিটার রিডিং গ্রহণ / এন্ট্রি করে এবং প্রতিমাসের নির্দিষ্ট তারিখে গ্রাহকের মিটার রিডিং গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হয় না।

- মিটার বইতে অনেক ক্ষেত্রেই মিটারের রিডারের স্বাক্ষর থাকেনা । ফলে মিটার রিডিং এর বিষয়ে কোন বিতর্কের উদ্ভব হলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ।
- মিটার রিডারগণ মিটারের অবস্থা যেমন মিটার ত্রুটিপূর্ণ কিনা, মিটারে সীল আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিটার বইতে নোট করে না এবং মাসিক কোন প্রতিবেদনেও সুপারভাইজারের কাছে পেশ করে না। ফলে ত্রুটিযুক্ত মিটারের সংখ্যা এবং সীলবিহীন মিটারের সংখ্যার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ অবহিত না থাকায় এবিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, মিটার ত্রুটিপূর্ণ থাকলে কিংবা কোন কারণে মিটার রিডার রিডিং গ্রহণ করতে অসমর্থ হলে Estimated বিল করার নিয়ম আছে। এক্ষেত্রে সাত মসজিদ বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসের এপ্রিল ২০০১ মাসের কম্পিউটার প্রিন্ট থেকে দেখা যায় যে, উক্ত মাসে মোট ৩০০০ জন গ্রাহকের বিপরীতে Estimated Bill করা হয়েছে। কিন্তু কোন কারণে কোন গ্রাহকের Estimated Bill করা হয়েছে তার উল্লেখ নেই

প্রতিটি মিটার বইতে নির্বাহী প্রকৌশলীর স্বাক্ষর করার নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ বইতে নির্বাহী প্রকৌশলীর স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। ফলে মিটার বইগুলির মধ্যে কোন মিটার বই মিটার রিডার নিজেই তৈরী করে নিয়েছে কিনা তা নির্ণয় করার উপায় নেই।

৫.৭. জব ডিসক্রিপশন মোতাবেক কার্যবন্টন করা হয় না:

জব ডিসক্রিপশন মোতাবেক মিটার রিডিং গ্রহণের দায়িত্ব মিটার রিডারের। কিন্তু সাতমসজিদ বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসের ২৮-১-৯৯ তারিখের অফিস আদেশ হতে দেখা যায় যে, মিটার রিডার ছাড়াও মিটার পরিদর্শক, জুনিয়র একাউন্টস এসিসট্যান্টকেও মিটার রিডিং দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যাদের দায়িত্ব জব ডিসক্রিপশন মোতাবেক নিম্নরূপ:

মিটার পরিদর্শকঃ গ্রাহক মিটার এবং মিটার রিডিং নিয়মিত যাচাইকরণ (Check)। এছাড়া মিটার টেম্পারিং এবং মিটার বাই পাস এর ঘটনা উদঘাটন করাও তাদের দায়িত্ব।

সিনিয়র একাউন্টস এসিট্যান্ট : গ্রাহক লেজার সংরক্ষণ, বকেয়া স্থিতির প্রতিবেদন প্রণয়ন, সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের নোটিশ প্রদান ইত্যাদি ।

জুনিয়র একাউন্টস এসিসট্যান্টঃ আবাসিক গ্রাহকদের বিল প্রণয়ন, বিলের বিষয়ে গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করণ ইত্যাদি ।

ইলেকট্রিশিয়ান (বি): গ্রাহক মিটার স্থাপন, পরীক্ষাকরণ ও মেরামত, এবং বৈদ্যুতিক স্থাপনাসমূহের ওয়্যারিং যাচাইকরণ

লাইনম্যান (বি): বিল খেলাপী গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ এবং অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ এবং প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী পালনসাপেক্ষে পুনঃ সংযোগ প্রদান।

ফলে একদিকে যেমন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রণীত Job Description লংঘিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে না। যেমন- মিটার পরিদর্শক মিটার রিডিং এর কারণে ব্যস্ত থাকায় রিডিং যাচাই করার অবকাশ পাচ্ছেনা, জুনিয়র একাউন্টস এসিসট্যান্ট মিটার রিডিং গ্রহণে ব্যস্ত থাকায় বিল তৈরীর কাজ করছে না।

৫.৮. সুপারিশ:

(১) নিয়মিতভাবে গ্রাহক সার্ভে পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, গ্রাহক সার্ভের মাধ্যমে একদিকে যেমন ডেসার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ গ্রাহকদের সমস্যা, অভিযোগ, সেবার মান ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হতে পারবে, অন্যদিকে তেমনি গ্রাহকগণের মাঝেও সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে ডেসার সাথে একাত্মতা বোধের উদ্রেক ঘটবে। মহাব্যবস্থাপক (গ্রাহক সেবা) এর অফিস হতে নিয়ন্ত্রনাধীন বাণিজ্যিক পরিচালন এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিস সমূহের অধীন গ্রাহকদের মাঝে ন্যূনপক্ষে ৬ মাস অন্তর অন্তর এ ধরনের সার্ভে করা যেতে পারে।

(২) প্রতিটি বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসের অধীন গ্রাহকদের জন্য গ্রাহক সেবা সমিতি গঠন করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে সভাপতি করে উক্ত বাণিজ্যিক পরিচালন এলাকার ওয়ার্ড কমিশনার, গ্রাহক প্রতিনিধি ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানগণ সমন্বয়ে এ ধরনের গ্রাহক সেবা সমিতি এলাকাভিত্তিক সময়ে সময়ে সভা আহবানের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিভিন্ন অভিযোগের শুনানী সহ গ্রাহকদের সচেতনা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য

স. পিডিবির অধীন ১৯০টি বাণিজ্যিক পরিচালন অফিসে ইতোমধ্যে এ ধরনের গ্রাহকসেবা সমিতি গঠন করা হয়েছে এ মাধ্যমে গ্রাহক সেবাসহ বকেয়া আদায় পরিস্থিতি, মিটার টেম্পারিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়ে পিডিবির কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গুলোতেও এ ধরনের ব্যবস্থা চালু

(৩) মিটার কার্ড পুনঃ প্রবর্তন করা প্রয়োজন। প্রতিমাসে মিটার রিডিং গ্রহণের সাথে সাথে মিটার রিডার কর্তৃক উও মিটার কার্ডে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে গ্রাহক মিটার রিডিং গ্রহণের সময় উপস্থিত না থাকলেও কার্ডে রিডিং এর সাথে মূল মিটারের রিডিং যাচাইয়ে প্রাপ্য কোন অসংগতির ক্ষেত্রে বিল প্রণয়নের পূর্বেই ডেসা অফিসে যোগাযোগ করতে পারবে। ফলে গ্রাহকের হয়রানি অনেকাংশে কমে যাবে। উল্লেখ্য যে, ডেসকো এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন এ ধরনের মিটার কার্ড চালু আছে।

(৪) কম্পিউটারাইজড হয়নি এমন সব গ্রাহকের ক্ষেত্রে লেজার পোষ্টিং হালনাগাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থ তৈরীর সাথে সাথে নিয়মানুযায়ী ৩য় কপি লেজার শাখায় প্রেরণের এবং তা লেজারে ডেবিট পোষ্টিং করার বিষয়টি করতে হবে। পরবর্তীতে গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকে বিল পরিশোধ করার পর তা যথাসময়ে স্ক্রল নাম্বার, ব্যাংকের নাম ইত্যাদি সহ লেজারে ক্রেডিট পোষ্টিং এর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাণিজ্যিক পরিচাল অধীন কর্মকর্তাগণকে লেজার হালনাগাদের বিষয়টি মাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণের জন্য সিডিউল তৈরী করে দিতে পারেন।

(৫) ব্যাংক বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের হয়রানির লাঘবের লক্ষ্যে বিল আদায়ের জন্য ব্যাংকসমূহ একটা হারে সার্ভিস চার্জ প্রাপ্ত হলে ব্যাংকগুলো বিল আদায়ের ক্ষেত্রে আরও তৎপর হবে এবং গ্রাহকগণের সাথেও সেবামূলক ভূক হবে।

(৬) বিল পরিশোধের জন্য নির্ধারিত শেষ তারিখের ৭-১৫দিন পূর্বে বিল গ্রাহককে পৌছানো হলে বিল পরিশোধের ব্যাংকে ভীড় এড়ানো সম্ভব হবে। বাণিজ্যিক পরিচালনা অফিসের এলাকাভুক্ত নির্ধারিত যে কোন ব্যাংকে গ্রাহককে পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হলে গ্রাহকের হয়রানি লাঘব হতে পারে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বো ধরনের ব্যবস্থা চালু আছে।

(৭) বিল, মিটার রিডিং কিংবা মিটার সংক্রান্ত গ্রাহকের বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক পরিচালন অফি ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে গ্রাহকের হয়রানি অনেকাংশে লাঘব হতে পারে। উল্লেখ্য যে আর.ই, এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রাহক হয়রানি লাঘবে ইতোমধ্যে বেশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

৫.৯. বিদ্যুৎ ব্যাহতি সংক্রান্ত অভিযোগ:

অভিযোগ নিষ্পত্তির বিরাজমান ব্যবস্থাঃ

বৈদ্যুতিক লাইনে ত্রুটিজনিত কারণে বিদ্যুৎ ব্যাহতি সংক্রান্ত গ্রাহকের অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির দায়িত্ব প্রণে পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিসের এ ধরনের মোট ১৬টি অফিস আছে। প্রতিটি অফিসে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (Co Room) এবং ২-৪টি অভিযোগ কেন্দ্র আছে। অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্য উক্ত রুম এবং কেন্দ্রগুলোতে সার্বক্ষণিক এ কর্মচারী কর্মরত থাকে।

কন্ট্রোল রুমে সাধারণত গ্রাহকের সার্ভিস ড্রপের পূর্ব পর্যন্ত লাইনে সংঘটিত ত্রুটিসমূহের অভিযোগ নিষ্পত্তির গ্রহণ করা হয় এবং অভিযোগ কেন্দ্রগুলিতে সার্ভিস ড্রপের ত্রুটি/বিচ্যুতিজনিত কারণে সৃষ্ট অভিযোগ গ্রহণ করে নিষ্পত্তির নেয়া হয়।

<u>উদাহরণ</u>: সাত মসজিদ পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিসের অধীন ১টি কন্ট্রোল রুম এবং ০৪টি অভিযোগ কেন্দ্র আছে। ক রুমে সাধারণত ৩টি শিফটে (৬টা-২টা, ২টা-১০টা এবং ১০টা -সকাল ৬টা) দায়িত্বে নিয়োজিত লোকবল কাজ করে থ কন্ট্রোল রুমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ২৪ ঘন্টায় মোট ০৫টি টীম বা Gang কাজ করে। এরমধ্যে সকাল ও বিব প্রতিটি শিফটে ২টি টীম এবং রাতের শিফটে অভিযোগের সংখ্যা কম থাকায় ১টি টীম কাজ করে। অন্যদিকে অভি কেন্দ্রগুলোতে রাত ১০টা পর্যন্ত ২ টি শিফটে(৬টা-২টা এবং ২টা-১০টা) লোকজন কর্মরত থাকে। প্রতি শিফটে ১টি করে কাজ করে থাকে। প্রতিটি টীম ১ জন ফোরম্যানের নেতৃত্বে ২ জন লাইনম্যান এবং ২-৩ জন সাহায্যকারীর সমন্বয়ে গ কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নিয়োজিত ২টি টীমের জন্য ২টি পিক-আপ গাড়ী থাকলেও অভিযোগ কেন্দ্রগুলোতে কর্মরত টীমের কোন গাড়ী নেই। রেলারের উপরে বাঁশের মই ঠেলে ঠেলে টীমগুলি গ্রাহকের অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির জন্য গ্রা অঙ্গিনায় যাতায়াত করে। নিরীক্ষা দল কর্তৃক কন্ট্রোল রুম এবং দুটি অভিযোগ কেন্দ্র সরজমিনে পরিদর্শন করে দেখা গে

অভিযোগের বিষয়ে নিয়মিত রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা ছাড়াও অভিযোগ গ্রহণের সময় এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য টীম প্রেরণের সময় লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে খিলগাঁও এর অধীন একটি অভিযোগ কেন্দ্র পরিদর্শনে দেখা যায় যে, রক্ষিত রেজিষ্টারে অভিযোগের ধরন উল্লেখ করা হলেও অভিযোগ প্রাপ্তি এবং নিষ্পত্তির সময় উল্লেখ করা হয় না।

৫.৯.১ বিদ্যুৎ সংযোগ লাইনে ত্রুটির ধরন:

বিদ্যুৎ সংযোগ লাইনে ত্রুটির কারণে বিদ্যুৎ ব্যাহতি এবং লোড শেডিং ভোগান্তির অন্যতম প্রধান সমস্যা। লোড-শেডিং ছাড়া সাধারণত নিম্নবর্ণিত কারণে বিদ্যুৎ ব্যাহতি ঘটে থাকে।

- আর্থিং এ ত্রুটি (Earth Fault)
- অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ (Overload)
- লুপ জ্বলা (Loop burning)
- ট্রান্সফর্মার ব্রেকডাউন
- পরিবাহী স্ন্যাপিং (Conductor Snapping)
- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য লাইন বন্ধকরণ।

উদাহরণস্বরূপ, পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ, সাতমসজিদ এর ৩ মাস এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ খিলগাঁও এর ০৪ মাসের লাইন ত্রুটি সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

সারণি-৩৫

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ ব্যাহতির কারণ	বিদ্যুৎ ব্যাহতির সংখ্যা	
		সাতমসজিদ	খিলগাঁও
০১।	লুপ জ্বলা	১৭৬	১৮৪
০২।	তার ছেঁড়া/জ্বলা	৬১	১২১
০৩।	ফিউজ জ্বলা	১৬৫	৫২
০৪।	ট্রান্সফরমার ব্রেকডাউন	৪০	৩৬
০৫।	জাম্পার জ্বলা	৫০	৪০

পরিচালন ও সংরক্ষণ, সাতমসজিদ অফিস এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিস, খিলগাঁও এর কন্ট্রোল রুমে উক্ত সময়ের রেজিষ্টার যাচাইয়ে অভিযোগসমূহ নিস্পত্তি সময় সংক্রান্ত নিম্ন বর্ণিত তথ্য পাওয়া যায়ঃ

সারণি-৩৬

ক্রমিক নং	অভিযোগ নিস্পত্তির সময়	সাতমসজিদ	খিলগাঁও
০১।	০.৫ – ১ ঘন্টা	১০৯টি	২৩টি
০২।	১ – ১.৫ঘন্টা	৫৯টি	২১টি
০৩।	১.৫ – ২ ঘন্টা	৩৫টি	২১টি
০৪।	২ – ৩ ঘন্টা বা তদোর্দ্ধ	৬৭টি	৪৬টি
	মোট	২৭০টি	১১১টি

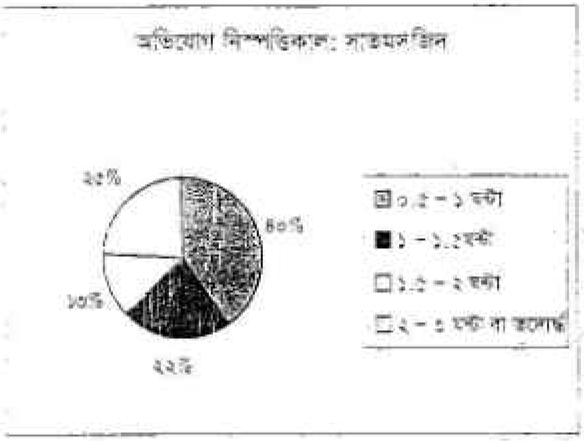

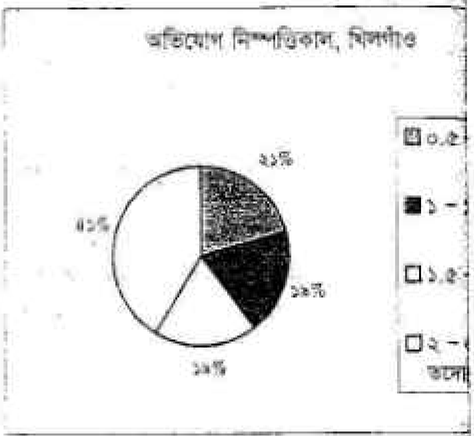

কন্ট্রোলরুমে যথেষ্ট লোকবল এবং যানবাহন থাকা সত্ত্বেও অভিযোগ নিস্পত্তিতে সৃষ্ট বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যাকালে হয় যে লাইনম্যানদের জন্য প্রযোজ্য পোষাক পরিধান না করা, তাঁদের প্রশিক্ষণের অভাব, বৈদ্যুতিক পোলে বিভিন্ন প্রতি বিজ্ঞাপন ব্যানার, টেলিফোনের তার, ডিস এন্টেনার তার ঝুলানো ইত্যাদি কারণে অনেকক্ষেত্রে লাইনের ত্রুটি মো অহেতুক বিলম্ব ঘটে।

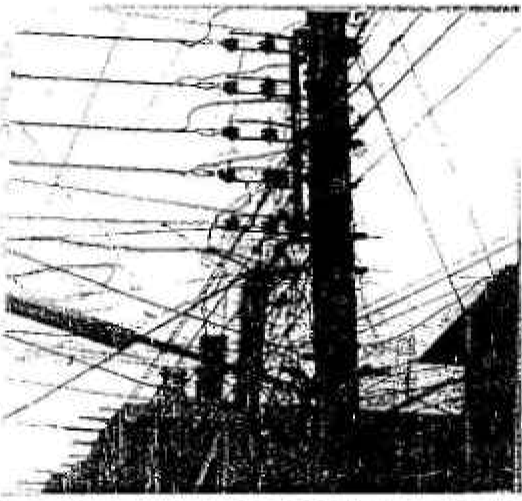

বৈদ্যুতিক পোলে টেলিফোন,ডিস এন্টেনা ইত্যাদির তার জড়ানো

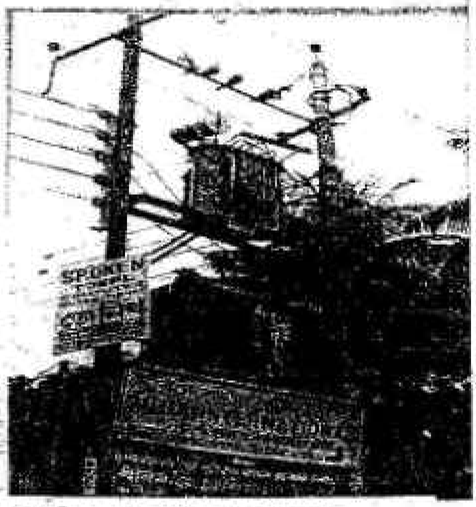

বৈদ্যুতিক পোলে বিভিন্ন ধরণের ব্যানার

[illegible] উদঘাটিত হয়েছে : গ্রাহক জরীপে প্রাপ্ত মতামতে দেখা যায় যে লাইনে ত্রুটি সংক্রান্ত [illegible] প্রেক্ষিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাইনম্যানগণ লাইন মেরামতের জন্য স্বেচ্ছায় আসে না। গ্রাহক কর্তৃক বার বার [illegible] প্রদান করা হলে লাইনম্যানগণ অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দ্রুত সাড়া দেয়, নতুবা কোন কোন ক্ষেত্রে ২-৩ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

৫.৯.২ [illegible]:

[illegible]-৩০ : [illegible] পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ, খিলগাঁও:

[illegible]	জানু/৯৮		জুন/৯৮		জানু/৯৯		জুন/৯৯		জানু/২০০১	
	সংখ্যা	সময়(মিনিট)	সংখ্যা	সময়(মিনিট)	সংখ্যা	সময়(মিনিট)	সংখ্যা	সময়(মিনিট)	সংখ্যা	সময়(মিনিট)
[illegible]	৯০	৫৭৩	৮৪	৮৮০	৫৩	৬২৪	২৪	৯৪৫	১১১	১৮৮০
[illegible]	১১৩	১৭৫৫	১৭৬	২৫৮০	৯০	১৬৭৩	১১৩	১৯২০	২৩৯	৩০৩০
[illegible]	৯১	১১৬২	১১৭	২৭৬০	৩৬	১২৪৭	৫৯	২১৯০	১৬৬	[illegible]
মোট	২২৩	৩৪৬৩	৩৭৭	৬২৫৭	১৭৯	৩৫৭১	২২৬	৫০৫৮	৪১৬	[illegible]

[illegible]-৩১: পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ, সাতমসজিদ:

[illegible] ব্যাহতির কারণ	জুলাই/১৯৯৬		জুলাই/১৯৯৮		জুলাই/২০০০	
[illegible]	ব্যাহতি সংখ্যা	ব্যাহতিকাল (মিনিট)	ব্যাহতি সংখ্যা	ব্যাহতিকাল (মিনিট)	ব্যাহতি সংখ্যা	ব্যাহতিকাল (মিনিট)
[illegible]	৪০	৬৯১	৬০	১৬০৩	৬৫	১৭৫০
[illegible]	৫১	৬১৯	৩৬	৬৬৩	৩৮	৮৬০
[illegible]	৫৮	৫৫৪	১৩১	২২৬৩	১৪৫	২৩৫০
[illegible] ট্রান্সফরমার ব্রেকডাউন	৬৪	৫৪০	৬৫	৮৪৭	৬০	৮৬০
[illegible] কন্ডাক্টর স্যাগিং	১৮	২৩৩	৩৮	১১০৪	৪৫	১২১০
৬. রুটিন মেরামত কাজ	৪০	১০৭১	৮০	১৯৩৬	৭৫	১৮৮০
৭. লোড-শেডিং	২৫	১৯৮৪	-	-	-	-
৮. অন্যান্য ত্রুটি (পাখি, গাছপালা ইত্যাদি)	১৬	২২৪	২৭	৩৫৪	২৩	৩৪৫
মোট	৩১২	৫৪১৬	৪৩৭	৮৭৭০	৪৫১	৮৯৭৫

[illegible] টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ট্রান্সফর্মার ব্রেকডাউন বা ট্রান্সফর্মার জ্বলে যাওয়ার কারণে একটি উল্লেখযোগ্য [illegible] ব্যাহতি সংঘটিত হয়েছে এবং জুলাই/৯৬ এবং জুলাই/৯৮ মাসে এ ব্যাহতির সংখ্যা প্রায় একই। এত বেশি [illegible] ব্রেকডাউনের কারণ ব্যাখ্যায় নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লোডই ট্রান্সফর্মার [illegible]। যদিও ডেসার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ট্রান্সফরমার জ্বলে যাওয়ার ক্ষেত্রে জ্বলে যাওয়ার কারণ চিহ্নিত করে [illegible] কথা, কিন্তু নিরীক্ষিত কোন অফিসেই এ ধরনের নিয়ম অনুসরণের নজির পাওয়া যায়নি। তবে এ বিষয়ে [illegible] প্রকৌশলীগণের সাথে মতবিনিময়ে এবং এসংক্রান্ত বইপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে অতিরিক্ত লোড [illegible] বর্ণিত কারণে ট্রান্সফর্মার পুড়ে যেতে পারে:

(ক) ট্রান্সফর্মারের আর্থিং না থাকা এবং আর্থিং রেজিস্টেন্স সঠিক না থাকা। নিয়মানুযায়ী আর্থিং রেজিস্টেন্স ০-১ ওহমের [illegible] রাখতে হবে।

(খ) ট্রান্সফর্মারে তেলের Dielectric Strength কমে যাওয়া।

(গ) [illegible] ধুলোবালি জমে গেলে তাপ বিকিরণের অসুবিধা হওয়ায় ট্রান্সফর্মার অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়া।

(ঘ) [illegible] সঠিক ব্রেকার ব্যবহার না করা।

বাস্তব অবস্থাঃ

পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিস, সাতমসজিদ এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিস, খিলগাঁও নিরীক্ষাকালে [illegible] যে উক্ত অফিসগুলোর অধীন ট্রান্সফর্মারগুলোর রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয় না বললেই চলে এবং [illegible] ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক কোন কর্মসূচী অফিসগুলোতে পাওয়া যায়নি। তবে বড় ধরণের মেরামতের কাজ [illegible] যেমন ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে সাতমসজিদ অফিসের আওতাধীন প্রায় ১৫০টি ট্রান্সফর্মারের মেরামত কাজ [illegible] অডিট টীম কর্তৃক ৬টি ট্রান্সফর্মার পরিদর্শনে দেখা যায় যে ৪টি ট্রান্সফর্মারেই কোন আর্থিং নেই এবং ২টি ট্রান্সফর্মা[illegible] থাকলেও আর্থিং রেজিস্ট্যান্স অনুমোদিত সীমার অনেক বেশী (৩ ওহম-৮ ওহম পর্যন্ত)। এছাড়া অধিকাং[illegible] M.C.C.B এবং Drop out Fuse লাগানো নেই। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে প্রায় [illegible] MCCB এবং DOF লাগানো আছে।

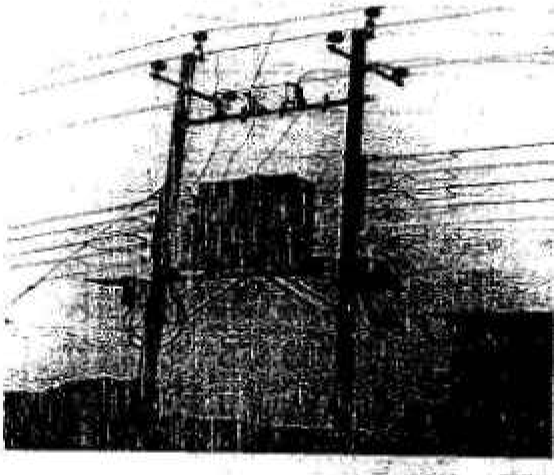

D.O.F ও MCCB সহ আদর্শ ট্রান্সফর্মার

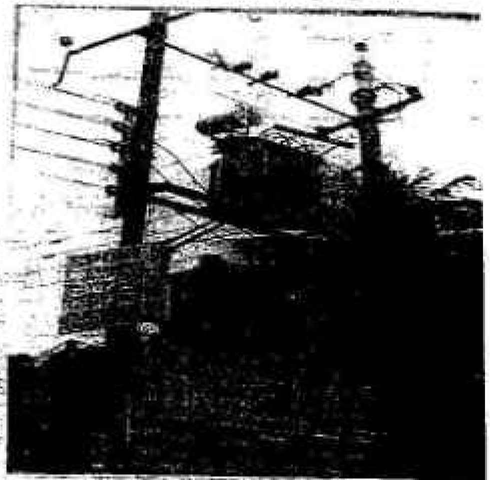

D.O.F ও MCCB বিহীন ট্রান্সফর্মার

DOF না থাকায় ট্রান্সফর্মার ব্রেকডাউন হলে বা লাইনে কোন ত্রুটি হলে লাইনম্যান কর্তৃক সম্পূর্ণ [illegible] down করে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়। ফলে বিদ্যুৎ ব্যাহতির ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়। তবে এ প্রসঙ্গে [illegible] অন্যান্য কর্মকর্তাগণ জানান যে, DOF থাকলেও লাইনম্যানগণ Hot Stick দ্বারা লাইভ লাইনে কাজ করতে [illegible] কারণ তারা এতে জীবনের ঝুঁকি রয়েছে বলে মনে করে। তবে কয়েকজন লাইনম্যান ও সাহায্যকারীর সাথে [illegible] অধিকাংশ হেলপার এবং লাইনম্যানেরই এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব আছে। আবার অনেকেরই Hot [illegible] ধারণাই নেই। এছাড়া স্টোরেও এ ধরনের Hot stick নেই বলে জানালেন নিরীক্ষিত উভয় পরিচালন ও সংরক্ষণ [illegible] কর্মকর্তাগণ। অন্যদিকে অধিকাংশ ট্রান্সফর্মারে MCCB সংস্থাপিত না থাকার কারণ হিসাবে ট্রান্সফর্মারের [illegible] দায়ী করলেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

কেন্দ্রীয় ভান্ডার (রাজস্ব), টঙ্গী এবং কেন্দ্রীয় ভান্ডার (উন্নয়ন), টঙ্গী এর স্থিতি প্রতিবেদন হতে [illegible] স্টোরে পর্যাপ্ত সংখ্যক **MCCB** এবং DOF বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ জুলাই/০১ পর্যন্ত উক্ত স্টোরসমূহে [illegible] এম.সি.সিবি এবং এর DOF সংখ্যা নীচে দেয়া হলো:

সারণি-৩৯

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্থিতি ৩-৭-০১	প্রাপ্ত আগস্ট/০১	ইস্যুকৃত আগস্ট/০১	বর্তমান [illegible]
১	এম.সি.সি.বি(২০০এম্পস)	২২২৩	-	৩৬	[illegible]
২	এমসিসিবি (১০০এম্পস)	১৪৯৩	-	-	[illegible]
৩।	ডি.ও.এফ (৫০ এম্পস)	৫৪৬১	৩	-	[illegible]
৪।	ডি.ও.এফ (৫০ এম্পস)	৪২২	১৩৩	-	[illegible]
৫।	ফিউজ এলিমেন্ট	২০০০	-	৩৯৬	[illegible]

পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিস, সাতমসজিদ এবং ঝিলগাঁও এর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উক্ত দুটি বিভাগেরই প্রায় ৫০% ট্রান্সফর্মার অতিভারে চালিত । কিন্তু ভান্ডারে পর্যাপ্ত সংখ্যক MCCB মজুদ থাকা সত্ত্বেও বাকী ৫০% এর অধিকাংশ ট্রান্সফর্মারে MCCB ব্যবহৃত না হওয়ার যৌক্তিকতা পরিদৃশ্যমান নয়। অন্যদিকে ওভারলোডের ট্রান্সফর্মারের কারণে যদি MCCB ব্যবহারই না করা হয় তবে ক্রমাগতভাবে MCCB ক্রয় করে ভান্ডার স্ফীত করার যৌক্তিকতাও প্রশ্নাতীত নয়।

৫.১০. মেরামত ও সংরক্ষণ কাজে ব্যয়িত অর্থঃ

বিদ্যুৎ লাইন ও ট্রান্সফর্মারসমূহ মেরামতের জন্য প্রতিটি পরিচালন ও সংরক্ষণ অফিসের বিপরীতে প্রতি বছর তিনটি খাতে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে: স্টোরস ক্রয়, লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ট্রান্সফর্মার) । উদাহরণস্বরূপ উক্ত খাতগুলোতে পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ, সাতমসজিদ এবং ঝিলগাঁও এর তিন বছরের বাজেট বরাদ্দ তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি-৪১: পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ, সাতমসজিদঃ

সন	স্টোরস ক্রয় (টাকা)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ লাইন (টাকা)	যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ট্রান্সফর্মার)
১৯৯৭-৯৮	২৫০০০০০০	৮৩২৪০০০	১০০০০০
৯৮-৯৯	৪০০০০০০	২২১৩১০০০	৯৬৮১০০০
৯৯-২০০০	১৮৫০০০	১৪০০০০০০	৩০০০০০

সারণি-৪২: পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ, ঝিলগাঁওঃ

সন	স্টোরস ক্রয় (টাকা)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ লাইন (টাকা)	যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ট্রান্সফর্মার)
১৯৯৭-৯৮	২০০০০০০	৫০০০০০	২০০০০০
৯৮-৯৯	৬০০০০০	১০১২৫০০০	৪৫৭০০০০
৯৯-২০০০	৫০০০০০	৫০০০০০০	৩০০০০০

উক্ত অফিসসমূহে রক্ষিত মেরামত ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে অনেকক্ষেত্রেই এধরনের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি প্রকট । নিম্নে কিছু নমুনা তুলে ধরা হলোঃ

(১) টেন্ডার কমিটিঃ

মেরামত ও সংরক্ষণ বিভাগসমূহে মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য টেন্ডার কমিটিতে কোন কোন সদস্য অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে কোন অফিস আদেশ পাওয়া যায়নি। যদিও উক্ত বিভাগের কর্মকর্তাগণ জানান যে, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী সভাপতি, উক্ত অফিসের উপ বিভাগীয় / সহকারী প্রকৌশলী পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকাকে সদস্য করে টেন্ডার কমিটি গঠিত ।

উল্লেখ্য যে, মেরামত ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিল পূর্ব নিরীক্ষার দায়িত্ব আঞ্চলিক হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কাজেই পূর্ব নিরীক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা টেন্ডার কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকায় পূর্ব নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ চেক এন্ড ব্যালেন্স প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ব্যাহত হচ্ছে ।

(২) তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করা হয় নাঃ

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ টেন্ডার কমিটির সামনে খোলার পর দরপত্রসমূহ যাচাইঅন্তে বৈধ দরপত্রগুলোর একটি তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করা হবে যা টেন্ডার কমিটির প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে। কিন্তু নিরীক্ষাধীন অফিসসমূহে মেরামত ও সংরক্ষণ কাজে এ ধরনের কোন তুলনামূলক বিবরণী প্রণীত হয় না। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরপত্রের একটি তুলনামূলক বিবরণী (টেন্ডার কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষরবিহীন) বিভাগীয় হিসাব রক্ষক কর্তৃক নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে পরিচালক, আঞ্চলিক হিসাব পরিদপ্তরে প্রেরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। ফলে দরপত্রগুলো টেন্ডার কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে খোলা হলো কিনা কিংবা প্রকৃতপক্ষে কতটি দরপত্র দাখিল হলো তা বুঝার উপায় থাকে না

(৩) মেরামত কাজের জন্য কোন নক্সা প্রণীত হয় নাঃ

যে কোন নির্মাণ মেরামত কিংবা সংরক্ষণ কাজের প্রাক্কলন তৈরীর পূর্বে কাজের নক্সা (Design) প্রণয় প্রধান পূর্বশর্ত । নক্সা প্রণয়নের মূল লক্ষ্যই হলো নির্মাণ / মেরামত কাজ কোথায় হবে , কি পরিমাণ হবে ইত্যাদি চি কিন্তু নিরীক্ষিত বিভাগসমূহে এ ধরণের কোন নক্সা বা ডিজাইন তৈরী করা হয়-না । এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা বিভাগগুলোর Existing বিতরণ লাইনের নক্সা নেই। ফলে কোন এলাকায় কোন পোল কিংবা কোন ট্রান্সফর্মারের তার উল্লেখ না থাকায় উক্ত কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হলো কিনা তা তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয় না।

(৪) কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালক, ক্রয় পরিদপ্তর, ডেসা কর্তৃক ক্রয়যোগ্য আইটেমসমূহ যেমন এমসিসিবি ট্রান্সফ ইনসুলেটর ইত্যাদি বিভাগীয়ভাবে মেরামতকারী ঠিকাদারের নিকট হতে সরবরাহ নেয়া হয় যদিও এসব ক্ষেত্রে ভাণ্ডারের Non-availability সংক্রান্ত প্রত্যায়ন পত্র নেয়া হয় না । অর্থাৎ উক্ত মালামাল কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে মজুদ তা যাচাই না করেই উক্ত আইটেম সমূহের সরবরাহ আদেশ নেয়া হয়। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে কর্তৃক উক্ত আইটেমগুলোর জন্য ক্রয় দরের চেয়ে অনেক বেশী। উদাহরণস্বরূপ পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ, সাত আওতায় ১৯৯৮-৯৯ সালে ট্রান্সফর্মার মেরামতের জন্য ট্রান্সফর্মার তেল মেরামতকারী ঠিকাদার হতে সরবরাহ প্রতিলিটার ৭২ টাকা হিসেবে। কিন্তু উক্ত সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ট্রান্সফর্মার তৈল ক্রয় করা হয় প্রতি লিটার সর্বোচ্চ ৫ দরে

(৫) ঠিকাদারের নিকট থেকে দরপত্রের মাধ্যমে ক্রীত মালামালসমূহের গুনগতমান যাচাইয়ের জন্য বিভাগসমূ Evaluation Committe বা Technical Committee নেই। ফলে ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামা গুনগত মান নিশ্চিত হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করার উপায় নেই।

৫.১১. সুপারিশ:

(১) বর্তমানে ট্রান্সফর্মারের লোডের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করার জন্য রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয়। উক্ত রেজি ট্রান্সফরমারের লোকেশন, রেটিং এবং লোড ছাড়া অন্য কোন তথ্য রাখা হয় না । যেমন পুড়ে যাওয়া ট্রান্সফর্মারটি কোম্পানীর নাম, প্রস্তুতক, লাইনে সংস্থাপনের তারিখ, পুড়ে যাওয়ার কারণ ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশিত থাকেনা । অডিট মনে করে ট্রান্সফর্মার লোড সংক্রান্ত রেজিষ্টারে উক্ত তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে এবং এ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে। এ প্রতিবেদন একদিকে যেমন কোন কোম্পানীর ট্রান্সফর্মার কেমন টেকসই - তা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়ায় ট্রান্সফর্মার ক্রয়ের ক্ষেত্রে মান সহজলভ্য হবে অন্যদিকে তেমনি কি কি কারণে ট্রান্সফর্মার পুড়ে যায় সে বিষয়েও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট অবগত থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

পুড়ে যাওয়া ট্রান্সফর্মারের জন্য নিম্নের ছকে প্রতিবেদন তৈরী করা যেতে পারে:

ক্রমিক নং	অবস্থান	ফিডারের নাম (১১ কেভি)	বিকল হয়ে যাওয়ার কারণ	বিকল হওয়ার কারিগরী কারণ	বিকল হয়ে যাওয়া ট্রান্সফর্মারের ক্রমিক নং	প্রস্তুত কারকের নাম	প্রস্তুত বছর	মন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

(২) বিদ্যুৎ বিচ্যুতির ধরণ ও কারণ নির্ণয়ঃ

বিতরণ লাইন, ১১ হাজার ভোল্টেজের (১১ কেভি) হাই টেনশন লাইন কিংবা ৪০০ ভোল্টেজের লো টে লাইনগুলোতে অহরহ ত্রুটি বিচ্যুতি হয় এবং আশু মেরামতপূর্বক এগুলি চালু করতে হয়। এসমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির বি কন্ট্রোল রুমে রেজিষ্টারে রক্ষিত থাকে। কিন্তু এতে কোন কাজ হয় না কারণ এসমস্ত বিষয়গুলির বিশদ বিবরণ আলাদা সং করা না হলে এর বিপরীতে কারিগরী কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব নয়। যে সব লাইনে অহরহ একই ধরনের ত্রুটি ঘটে তা পর্যালো করে বিতরণলাইন ত্রুটিমুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কাজেই বিচ্যুতির (ইনটেরাপশন) বিবরণ সংরক্ষণ নিয়মিত পর্যালোচনা প্রয়োজন।

বিচ্যুতির রেকর্ড নীচে বর্ণিত ছকে নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে সংরক্ষণ করা যেতে পারে:

১১ কেভি ফিডারের নামঃ

বিদ্যুৎ বিচ্যুতির কারণঃ	**বিচ্যুতিকাল**	**সময়**
	জানু/ফেব্রু/মার্চ........................ ডিসেম্বর	
(ক) লুপ জ্বলা		
(খ) ১১ কেভি ফিউজ জ্বলা		
(গ) লাইন ছেঁড়া		
(ঘ) ইনসুলেটর ভাঙ্গা		
(ঙ) ট্রান্সফর্মার বিকল		
(চ) লাইটনিং এ্যারেষ্টার বিকল		
(ছ) গাছপালা পড়া		
(জ) ড্রপ আউট ফিউজ (Drop-out Fuse) জ্বলা		
(ঝ) অন্যান্য		

এছাড়া, ট্রান্সফর্মারের ক্রটিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত তিন ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চালু রাখা যেতে পারে :

- রুটিন আরক্ষামূলক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ছোট খাট মেরামত : এক্ষেত্রে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স, তেলের ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ ইত্যাদি পরিমাপ, নাট-বল্টু-শক্ত করে লাগান, পোর্সেলিন পৃষ্ঠ পরিষ্কার করণ, সিলিকাজেল পরিবর্তন, তেলের পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীতকরণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।
- মাঝারি ধরনের মেরামতঃ কনজারভেটর ট্যাংকের, টেপ চেঞ্জার, কুলিং সিস্টেম, গ্যাসকেটস ইত্যাদির মেরামত।
- বড় ধরনের (Major) মেরামত : ট্রান্সফরমারের আয়ু ৮-১০ বছর হওয়ার পর কিংবা বড় ধরনের অভ্যন্তরীণ ক্রটির কারণে এ ধরনের মেরামতের কাজ হাতে নেয়া যায়। ট্রান্সফর্মার সম্পূর্ণ খোলা, ওয়াইন্ডিংস এবং ইনস্যুলেটর প্রতিস্থাপন, কোর লেমিনেশনসমূহ মজবুতকরণ, বুশিং প্রতিস্থাপন ইত্যাদি এ ধরনের মেরামতের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) **ট্রান্সফর্মার এর আর্থিং পরীক্ষা এবং ক্রটিপূর্ণ কিংবা অপ্রতুল থাকলে তা নিরূপণ ও সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণঃ** নিরীক্ষিত অফিস সূত্রিতে এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম কখনো গ্রহণ করা হয়নি। অথচ আর্থিং মেপে তা যথাযথ সীমার-মধ্যে অর্থাৎ আর্থিং রেজিষ্ট্যান্স ১ (এক) ওহম এর মধ্যে না থাকলে তা যথাযথ নয় ধরে পুনরায় নতুনভাবে আর্থিং করতে হবে এবং এর পরিমান ১ (এক) ওহমের ভিতরে থাকলে যথাযথ আছে বলে অনুমিত হবে।

উচ্চ মাত্রায় আর্থিং রেজিষ্ট্যান্স থাকলে একটি লাইন কিংবা ট্রান্সফর্মারে ক্রটি দেখা দিলে প্রটেকশন ফিউজ যথাসময়ে না জ্বলার-কারণে ক্ষতির পরিমাণ বেশী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ট্রান্সফর্মার বেশী মাত্রায় বিকল কিংবা জ্বলে যাওয়ার এটিই অন্যতম প্রধান কারণ। ডেসায় এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব পরিদৃশ্যমান এবং এ বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হয় বলে প্রতীয়মান হয়নি।

সকল বিতরণ লাইনের ট্রান্সফর্মারগুলির আর্থিং রেজিষ্ট্যান্স নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এই জন্য নীচেবর্ণিত ছক অনুযায়ী পরীক্ষার বিবরণ পর্যালোচনাপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক্রমিক নং	অবস্থান	ফিডারের নাম (১১ কেভি)	পরীক্ষার তারিখ	পরীক্ষার ফলাফল (ওহম)	পরীক্ষাকারী কর্মকর্তার নাম	পদবী	স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

(৪) **ট্রান্সফর্মার এর অধীন বিতরণ লাইনের ক্রটি মেরামতকল্পে সীমিত অংশে বিদ্যুৎ ব্যাহতিপূর্বক মেরামত কাজ সম্পাদনঃ**

প্রতিটি ১১ কেভি বিতরণ লাইনে অনেকগুলো ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে ৪০০ ভোল্টের বিতরণ লাইন বিস্তৃত থা এদের মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট লো টেনশন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এসব লো টেনশন লাইন একেকটি ট্রান্সফ আওতাধীন। কাজেই লো টেনশন লাইন কিংবা কোন ট্রান্সফর্মারে ত্রুটি দেখা দিলে শুধু সংশ্লিষ্ট ট্রান্সফর্মারটিই বন্ধ রেখে করা সম্ভব। এতে হাই টেনশান লাইনের অন্যান্য ট্রান্সফর্মার চালু থাকায় অধিকাংশ গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয় না। ট্রান্সফর্মারটি বন্ধ করার জন্য একটি **ইনসুলেটেড ষ্টিক বা 'হট স্টিক'** দ্বারা ট্রান্সফর্মারের ফিউজ বিচ্ছিন্ন করা যায়। বর্তমানে অধিকাংশ ট্রান্সফর্মারের ফিউজ যথাযথ না থাকায় 'হট ষ্টিক' দ্বারা এদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ফলে ট্রান্সফর্মারে এর অধীন লাইনে ত্রুটি দেখা দিলে অনেকগুলো ট্রান্সফর্মারসহ পুরো লাইনেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হয়। এতে ব্যা এলাকার অহেতুক বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে।

সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে ডি,ও,এফ সাধারণত পাওয়া যায় না। তবে বাস্তব পর্যবেক্ষ ভিন্ন চিত্র উদঘাটিত হয়েছে : সময় সময় ক্রয় পরিদপ্তর কর্তৃক এ ধরনের ডি ও এফ প্রচুর ক্রয় এবং মহা ব্যবস্থাপকগ ভান্ডারেও সময় সময় এ ডি. ও .এফ মজুদ থাকা সত্ত্বেও বিভাগীয় পর্যায়ে এগুলি সংস্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয় না। ডি এফ না থাকায় ট্রান্সফর্মারে ফিউজ বদলানোর কাজে সাধারণ ফিউজ তার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ বিষয়ে লাইনম্যান সহ পু কর্মীদলও প্রশিক্ষিত নয়। এ কাজ যথাযথভাবে করতে হলে 'হটষ্টিক' ব্যবহার করার জন্য লাইনম্যানদের প্রশিক্ষণসহ যথা 'ডিএওএফ' স্থাপন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আর.ই.বি তে লাইনম্যানগণ হট স্টিক দ্বারা ডি.ও.এফ বিচ্ছিন্ন করছে

ডেসার ক্রয় পরিদপ্তরে রক্ষিত ক্রয় রেজিস্টার যাচাইয়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে সংগৃহীত 'ডিওএফ' এর পরিসংখ্যান:

সারণি-৪৩:

সময়	১৯৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-২০০০	২০০০-০১	মোট
ক্রীত ডি.ও. এফ এর সংখ্যা	১১০০	৬৭৫০	৬০০০	৮৩০০	২০১৫০

কাজেই প্রকল্পের কাজ ও পরিচালন ও সংরক্ষণ কাজে এ ডি.ও.এফ গুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

নীচে বর্ণিত ছকে জরিপ শেষে করে ডি. ও. এফ স্থাপনের কাজ শুরু করা যেতে পারে:

ক্রমিক নং	১১ কেভি ফিডারের নাম	ট্রান্সফর্মারের অবস্থান	১১ কেভি প্রটেকশন ব্যবস্থা		মন্তব্য
			ডিওএফ- ফিউজ এলিমেন্টসহ	ডিওএফ ফিউজ এলিমেন্টহীন	
১	২	৩	৪	৫	৬

(৫) ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে যাওয়ার কারণ নির্ণয় এবং এর প্রতিকারকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ঃ-

কোন ফিডারের ট্রান্সফর্মার বিকল / পুড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিভাগে রক্ষিত মোবাইল ট্রান্সফর্মার দ্বারা উক্ত ট্রান্সফর্মার প্রতিস্থাপনপূর্বক বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনঃ স্থাপন করার পর পরই বিকল / পুড়ে যাওয়া ট্রান্সফর্মারের কারিগরি পরীক্ষা - নিরীক্ষা সম্পন্ন করা প্রয়োজন। পরীক্ষা -নিরীক্ষা শেষ করার পর ট্রান্সফর্মারটি বিকল হওয়ার কারণ নির্ণয় করে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করণসহ তদন্ত প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ফাইলে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ অন্তত মহাব্যবস্থাপক (গ্রাহক সেবা) পর্যায়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অধীনস্থ সবগুলো অফিস থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে করণীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

(৬) বিতরণ লাইনের নিয়মিত চেক আপ ও প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ কাজ সম্পাদনঃ

যে দু'টো বিভাগে পারফরম্যান্স ষ্টাডি করা হয়েছে এদের কোন দপ্তরেই এতদ্‌সম্পর্কিত কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পরিচালন ও সংরক্ষণ, সাতমসজিদ বিভাগে অতি সম্প্রতি লাইনে পেট্রোল ডিউটি চালু করা হয়েছে বলে জানান হয়েছে। শীতকালীন সংরক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পরিচালন ও সংরক্ষণ, ঝিকাতলাও এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। অথচ পেট্রোল ডিউটির মাধ্যমে অনেক জরুরী মেরামত বড় ধরনের ক্রটি ঘটার আগেই সম্পন্ন করা সম্ভব। হয়ত কোন লাইনে গাছপালা বিপজ্জনক অবস্থায় অথবা কোন ইনসুলেটর আংশিক ভেঙ্গে গেছে, কোন ট্রান্সফর্মারে লতাপাতা জড়িয়েছে, কিংবা কোন ট্রান্সফর্মারের তেল লিক হয়ে পড়ছে। নিয়মিত পেট্রোল ডিউটি চালু থাকলে এবং সুযোগমতো এ কাজগুলো পূর্বাহ্নেই সুবিধাজনক সময়ে সম্পাদন করা গেলে অনেক বড় বিপর্যয় থেকে সিস্টেমকে রক্ষা করা যেতে পারে।

ওভারহেড লাইনের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য হলো লাইনের দোষ-ক্রটি রোধ করা এবং কোন দোষ থাকলে সময়মতো তা বের করে প্রয়োজনমতো সারিয়ে নেয়া। লাইন রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান কাজ হলো নিয়মিতভাবে লাইনে টহল দেয়া। অতএব, লাইনের গুরুত্ব অনুসারে সাধারণভাবে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর লাইনে টহলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

লাইন টহলের সময় নিচে বর্ণিত বিষয়গুলোর উপর নজর রাখতে হবেঃ

- পোলের অবস্থাঃ পোল ঠিক সিধে আছে কিনা, ক্রশ আর্ম ঝুঁকে পড়ছে কিনা, পোলের গোড়ার মাটি ঠিক আছে কিনা, পোলের ভেতর ফাটল ধরেছে কিনা ইত্যাদি।
- লাইনের তারের অবস্থা ঃ তারের উপর কোন বাইরের জিনিস ঝুলে বা পড়ে আছে কিনা, তার কোথাও কেটে গেছে কিনা, পাকানো তারের কোন অংশ কেটে গেছে কিনা, জাম্পার আলগা আছে কিনা, সব তারের ঝুল সমান ও ঠিক আছে কিনা ইত্যাদি।
- অন্যান্য সরঞ্জামের অবস্থা ঃ লাইনের ক্ল্যাম্প গ্রীভ প্রভৃতিতে কোন দোষ আছে কিনা, কোথাও নাট-বল্টু ঢিলা আছে কিনা, স্টে ঠিক আছে কিনা ইত্যাদি।
- ইনস্যুলেটরের অবস্থাঃ ইনস্যুলেটরের কোথাও ভেঙ্গে গেছে কিনা, পিন সোজা এবং শক্ত আছে কিনা ট্রান্সফর্মারের আর্থিং সঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

(৭) বিতরণ ট্রান্সফর্মারের নিয়মিত চেক আপ ও প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ কাজ সম্পাদনঃ

বিতরণ লাইনের অনুরূপ বিতরণ ট্রান্সফর্মারেরও নিয়মিত চেক আপ প্রয়োজন। পেট্রোল ডিউটিতে নিয়োজিত কর্মীদলই তা করতে পারে। ট্রান্সফর্মার লিক হয়ে তেল পড়া ছাড়াও ট্রান্সফর্মারের হাই টেনশন এবং লো টেনশন প্রোটেকশন যথাযথ আছে কিনা, যথাযথ ডি ও এফ স্থাপিত আছে কিনা, ট্রান্সফর্মারের গায়ে মরিচা ধরেছে কিনা, ডিহাইড্রেটিং ডিভাইস যা "সিলিকা জেল" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার মান যথাযথ আছে কিনা, তেলের লেভেল কমে বিপদসীমার নীচে চলে এসেছে কিনা, ইনসুলেশন লেভেল যথাযথ পরিমাপের ভিতর আছে কিনা, তেলের ডাই ইলেকট্রিক ষ্ট্রেংথ অনুমোদিত সীমার মধ্যে আছে কিনা, তা রুটিন মাফিক নির্দিষ্ট সময় অন্তর (সাধারণত বছরে ন্যূনপক্ষে একবার) পরিদর্শন দল কর্তৃক পরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করা আবশ্যক। এ ধরনের কাজ কোন বিভাগেই যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয় না। উল্লেখ্য তেলের ডাইইলেকট্রিক ষ্ট্রেংথ যথাযথ না থাকলে ট্রান্সফর্মার পুড়ে যেতে পারে। সিলিকা জেল তেলের মধ্যে বাতাসের জলীয় বাষ্পের প্রবেশ প্রতিহত করে। এ জলীয় বাষ্প বেশী আকারে তেলে প্রবিষ্ট হলে তেলের ডাইইলেকট্রিক ষ্ট্রেংথ কমে যায় এবং তা আশংকাজনক পর্যায়ে পৌঁছালে ট্রান্সফর্মার পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৮) **বিকল হয়ে যাওয়া ট্রান্সফর্মার যথাসময়ে গুদামজাত করণঃ**

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা দ্রুত পুনঃস্থাপনের স্বার্থে বিকল হয়ে যাওয়া ট্রান্সফর্মার নতুন ট্রান্সফর্মার দ্বারা প্রতিস্থাপ হয়। কিন্তু বিকল হয়ে যাওয়া ট্রান্সফর্মার সাথে সাথেই পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পাদনপূর্বক কেন্দ্রিয় গুদামে স্থানান্তর করা এতে অনাবশ্যক বেশী দেরী হলে ট্রান্সফর্মারের অনেক মূল্যবান পার্টস চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নিরীক্ষাকালে দল কর্তৃক পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয়েছে যে বিকল ট্রান্সফর্মারগুলো বিভাগীয় দপ্তরে খোলা আকাশের নীচে কিংবা গুদামে এনে রাখা হয়েছে।

(৯) **বিতরণ ব্যবস্থার নকশা সংরক্ষণঃ**

নিরীক্ষিত কোন দপ্তরেই বিতরণ ব্যবস্থার কোন নকশা সংরক্ষিত নেই। বিদ্যমান বিতরণ লাইনের নকশা বি দপ্তরে থাকা আবশ্যক। পূর্বে সংরক্ষিত না থাকলেও বর্তমানে প্রতিটি বিভাগের অধীন বিদ্যমান বিতরণ লাইনের নকশা করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সংরক্ষণ করা এবং সময় সময় তা হালনাগাদ রাখার জন্য প্রধান কার্যালয় থেকে নির্দেশ দেয়া পারে।

(১০) **মাটির নীচে স্থাপিত হাই টেনশন (১১,০০০ ভোল্টেজের) ক্যাবলের রুট ম্যাপ সংরক্ষণঃ**

কোন পরিচালন ও সংরক্ষণ দপ্তরেই ভূগর্ভস্থ উচ্চ চাপ লাইনের কোন নকশা সংরক্ষিত নেই। উক্ত নকশা সংরক্ষ করায় মাটির নীচে বহু বছর পূর্বে প্রোথিত ক্যাবল কোন রাস্তা/ রাস্তার কোন পাশ দিয়ে গেছে তা অনেক ক্ষেত্রেই স বিভাগের অনেকেরই জানা নেই। পুরাতন ষ্টাফ যারা এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন তারা অনেকেই ইতোমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত হয় কিংবা মারা গেছেন। এরূপ অবস্থায় মাটির নীচে স্থাপিত ক্যাবলে কোন ক্রটি ঘটলে মাটি খুঁড়ে ক্যাবল বের করে ক্রটি করতে হয়। যথাযথ দৈর্ঘ্য জানা না থাকার কারণে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দ্বারা ক্রটির স্থান নির্ণয়ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

ভূগর্ভস্থ উচ্চ চাপ লাইনের নকশা কেন্দ্রীয় আর্কাইভ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

১১। বিতরণ লাইন মেরামতের জন্য ডেসায় কোন ম্যানুয়াল চালু নেই। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে বিতরণ লা সাবস্টেশন এবং ট্রান্সফর্মারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য দু'টি ম্যানুয়াল প্রণয়নপূর্বক ১৯৯৩ সন থেকে উক্ত সংস্থার বিভাগগুলোতে অনুসৃত হয়ে আসছে। ডেসার বিতরণ সিস্টেম এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিতরণ সিস্টেম প্রায় একই প্র হওয়ায় ডেসার অধীন বিভাগগুলোতে উক্ত ম্যানুয়াল দু'টি অনুসরণ করা যেতে পারে, কিংবা ডেসার জন্য নতুন ম্যানুয়াল প্র করা যেতে পারে।

৫.১২. <u>লোড শেডিংঃ</u> ঢাকা শহরে লোড শেডিং একটি মারাত্মক সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও এবং বিদ্যুৎ ব্যাহতির এ বিরাট অংশ লোড শেডিং এর কারণে সংঘটিত হলেও পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগসমূহে লোড শেডিং এর কারণে বিদ্যু ব্যাহতির ব্যাপ্তি বা সময়কাল সংক্রান্ত কোন তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ, সাতমসজিদ ১৯৯৬ পর্যন্ত লোড-শেডিং সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করলেও এর পর থেকে কোন তথ্য সংরক্ষণ করছে না। ফলে ডেসা কর্তৃক প্র মাসিক এম,আই, এস প্রতিবেদনেও লোড-শেডিং এর কারণে বিদ্যুৎ ব্যাহতির ব্যাপ্তিকালের বিষয়ে কোন তথ্য প্রতিফলিত না। তবে SCADA অফিসে সংরক্ষিত তথ্য থেকে গত কয়েক বছরের লোড শেডিং এর (Megawatt) একটি চিত্র তু করা হলোঃ-

সারণি-৪৪

সময়	পিডিবির উৎপাদন(MW)	ডেসার জন্য বরাদ্দ(MW)	ডেসার আমদানী(MW)	লোডশেডিং (MW)	সর্বোচ্চ চাহিদা(MW)
জুলাই/৯৯	২৩৫৭	চাহিদা মোতাবেক	৮২৩	২১	৮৪৪
মে/২০০০	২৬৫২	"	৯৬৩	৪৩	১০০৫
জুন/২০০০	২৫৪১	"	১০২০	৫৮	১০৭৮
জানু/০০	-	"	১০৩১	৬৪	১০৯৫
মে/০১	২৮৫৭	"	১১৩৮	৬৫.৫	১২০৪
জুন/০১	২৮৫০	"	১২০২	৮১	১২৮৩

উক্ত সারণি হতে দেখা যায় যে, ডেসায় সংঘটিত লোড শেডিং এর জন্য পিডিবি দায়ী নয়, কারণ ডেসার চাহিদা অনুযায়ীই পিডিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু ডেসা-তার আওতাধীন এলাকায় সর্বোচ্চ চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বিদ্যুৎ পিডিবি থেকে আমদানি করতে পারেনি। এ বিষয়ে ডেসা প্রধান কার্যালয় এবং SCADA অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, ডেসার বিদ্যমান সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম সর্বোচ্চ ১০৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানী করতে সক্ষম যা ডেসা আওতাধীন এলাকার চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে পিডিবির উৎপাদন ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও ডেসা এলাকায় **Forced Load shedding** অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

<u>লোড শেডিং এর কারণে ক্ষতি</u>ঃ লোড শেডিং এর কারণে একদিকে যেমন মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা বিঘ্নিত হয় অন্যদিকে তেমনি শিল্প কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিদৃশ্যমান। উদাহরণস্বরূপ লোড শেডিং এর ফলে কয়েকটি সংস্থার ক্ষতির পরিমাণ নীচের সারণীতে উল্লেখ করা হলো ঃ

সারণি-৪৫:

ক্রমিক নং	[illegible]	[illegible] (কোটি টাকায়) [illegible]		
		[illegible]	[illegible]	২০০০-২০০১
১।	বাংলাদেশ জুটমিলস করপোরেশন	৮৫.৮৩	৬০.৮৭	৭১.৬১
২।	বিসিআইসি	১৩.৭৫	১২.৭৬	১৩.১৭
৩।	বিটিএমসি	৮.৫৪	৪.২৭	২.৫১
৪।	বাংলাদেশ স্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন	৪.৫৯	২.৫৮	৩.৬০
৫।	বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্প	৯৮০.০০	১০৫০.০০	১২০০.০০
৬।	মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাষ্ট	২.০০	১.৫৯	১.৭৫

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের এম,আই,এস প্রতিবেদনে।

উক্ত সারণী হতে দৃশ্যমান যে লোডশেডিং এর কারণে রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস শিল্প সবচেয়ে বেশী ক্ষতির শিকার, যা বছরে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার উর্ধ্বে।

<u>লোডশেডিং ব্যবস্থাপনা</u>ঃ বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রতিবছরের শুরুতে সর্বোচ্চ লোডশেডিং এর জন্য আওতাধীন বিভিন্ন বিভাগ গুলোতে বিভাগওয়ারী লোডশেডিং এর বিভাজনসহ কোন বিভাগের আওতাধীন কোন কোন ফিডার লোডশেডিংমুক্ত রাখা হবে তা ডেসা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৯ সনে ৯০টি ফিডার (মোট ফিডার সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ) লোডশেডিং এর আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে। উক্ত ফিডারগুলোর সর্বোচ্চ লোডের পরিমাণ ১৫২ মেগাওয়াট উক্ত ফিডার তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হাসপাতাল, থ্রিস্টার/ফাইভ ষ্টার হোটেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসহ অন্যান্য ভবনসমূহ, বিভিন্ন মন্ত্রীগণের বাসভবন, প্রধানমন্ত্রীর অফিস ও বাসভবন, ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন স্থাপনা, এয়ারপোর্ট, টেলিভিশন/রেডিও সেন্টার, বিচারকগণের বাসভবন, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিস, সচিবালয়, আদমজী জুট মিলস ইত্যাদি ফিডারগুলো লোডশেডিং এর আওতামুক্ত রাখা হয়েছে।

ডেসার MIS প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, উক্ত বছরে সর্বোচ্চ লোডশেডিং এর পরিমাণ ১৬০ মেগাওয়াট। অর্থাৎ লোডশেডিংমুক্ত ফিডার সংখ্যা হ্রাস করা হলে বিভিন্ন ফিডারের জন্য লোডশেডিং এর সময় অনেক হ্রাস করা সম্ভব হতো। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিসহ ডেসার অনেক কর্মকর্তাই মত প্রকাশ করেছেন যে, হাসপাতালসমূহ, বিভিন্ন দূতাবাস, ক্যান্টনমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ভিভিআইপি (প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির অফিস ও বাস ভবন ইত্যাদি) ফিডারগুলি লোডশেডিংমুক্ত রেখে অন্যান্য ফিডারগুলি লোডশেডিং এর আওতায় আনা হলে সাধারণ গ্রাহকের ক্ষেত্রে লোডশেডিং এর মাত্রা অনেক হ্রাস করা সম্ভব হতো।

<u>লোড শেডিং এর সময়</u>ঃ

SCADA অফিস থেকে প্রাপ্ত লোড শেডিং বিশ্লেষণে দেখা যায় সাধারণত পিক আওয়ারে অর্থাৎ সন্ধ্যা ৭টা থেকে ১১টার মধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা সর্বাধিক থাকায় লোড শেডিং এর পরিমাণ বেশী থাকে। উদাহরণস্বরূপ SCADA অফিস থেকে প্রাপ্ত কয়েকদিনের লোড শেডিং এর নমুনা তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি-৪৬:

তারিখ ২৪/[illegible]			
সময়	[illegible] (MW)	[illegible] (MW)	সর্বোচ্চ চাহিদা (MW)
সকাল-১০-১২টা	৭৬০	-	৭৬০
সন্ধ্যা ৬-৭টা	৭০০	-	৭৮০
রাত্র ৮টা	৮২০	২১	৮৪১
রাত্র ৯টা	৮২৩	২১	৮৪৪
তারিখ ৭-৬-০০			
সকাল ১০-১২টা	৯০০	১৩	৯১৩
সন্ধ্যা ৬-৭টা	৯৫০	২২	৯৭২
রাত্র ০৮টা	১০১৫	৭৮	১০৯৩
রাত্র ৯টা	১০২০	৫৮	১০৭৮

লোড-শেডিং হ্রাসের উপায়ঃ

উক্ত সারণি হতে দৃশ্যমান যে রাত ৭টার পর হতে বিদ্যুতের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধির কারণে লোড শেডিং এর পরি বেড়ে যায় । অর্থাৎ উক্ত সময়ে বিদ্যুতের চাহিদা হ্রাস করা সম্ভব হলে লোড শেডিং এর ব্যাপকতাও হ্রাস পাওয়ার কথা । শিল্প কলকারখানাসমূহ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকায় এবং আবাসগৃহে সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ সরবরাহ অপরিহার্য হও এক্ষেত্রে সন্ধ্যা ৭টার পর বিদ্যুতের চাহিদা হ্রাস করা সম্ভব নয়। তবে ব্যবসা -বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো যদি সন্ধ্যা ৭টার (ঔষধের দোকানসহ অন্যান্য অপরিহার্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাদে) বন্ধ রাখা যায় তবে পিক আওয়ারে (সন্ধ্যা ৭টা - রাত্র ১০টা বিদ্যুতের চাহিদা অনেকটা হ্রাস পাওয়ায় বিদ্যুতের লোডশেডিং ওকমে যাবে।

উদাহরণস্বরূপঃ জেলা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত জুন/২০০১ মাসের MIS প্রতিবেদন হতে দেখা যায় উক্ত মা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিক্রীত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ ১৫.৩৩৬ MKwh. অর্থাৎ দিনে / রাতে কোন নির্দিষ্ট সম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা প্রায় ৬০ মেগাওয়াট (৪০% সিস্টেমলস ধরে)।

অতএব, সারণিতে প্রদর্শিত লোড শেডিং এর পরিমানের সাথে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠাণগুলোর চাহিদা তুলনা করলে এ স্পষ্ট যে সন্ধ্যা ৭টার পর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠাণসমূহ বন্ধ রাখা হলে লোড শেডিং অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। এ বিষ জেলার কর্মকর্তাগণের সাথে আলাপে জানা যায় যে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সন্ধ্যা ৭টার পর বন্ধ রাখার বিষয়ে সরকারে সিদ্ধান্ত থাকলেও তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।

পরিচালক,পাওয়ার সেল, পিডিবি জনাব বি,ডি রহমত উল্লাহর মতে গ্রাহককে যদি প্রকৃত ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তির ভিত্তি বিল করা যায় এবং বিলকৃত টাকা সময়মত পরিশোধে গ্রাহককে বাধ্য করা যায় তবে বিদ্যুৎ চাহিদা ব্যাপকভাবে হ্রাস পা তাঁর মতে পল্লী এলাকায় এবং শহরাঞ্চলে এ ধরনের হ্রাসের পরিমাণ যথাক্রমে ৩০% এবং ২০% এবং গড়ে ২০% চাহিদা হ্র অনুমিত হলেও বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট কমে যাবে ফলে কোন নতুন বিনিয়োগ ছাড়াই ৫০০০০০ নতুন গ্রাহককে গ্রাহক প্রতি ১কিঃ ওয়াট) বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব হবে।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মানিকগঞ্জ এবং নরসিংদী হতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকেও উক্ত মতের যৌক্তিকতা প্রমানিত হয় উল্লেখ্য যে, মানিকগঞ্জ এবং নরসিংদী বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা জেলা হতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে স্থানান্তরিত হয় অক্টোবর/৯ মাসে। পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে আর.ই.বি.তে হস্তান্তরিত হওয়ার পর থেকে সিস্টেমলস হ্রাসের সাথে সাথে বিদ্যুতে চাহিদা ও হ্রাস পেয়েছে ঃ

সারণি-৪৭: মানিকগঞ্জ পিবিএস:

বর্ণনা	[illegible] হস্তান্তরের সময়	[illegible]/৯৮ [illegible] মাস	[illegible]	[illegible]/৯৮ ৩য় মাস	জানুয়ারী/৯৯ ৪র্থ মাস
১। সিস্টেম লস	৭৫%	৭২.৪৫%	৬৫%	৫৬.৫৪%	৩৯.৫৩%
২। সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা(MW)	৮.৪২	৭.২৫	৬.২৮	৫.৪৬	৫.১৮

সারণি-৪৮: নরসিংদী পিবিএস:

[illegible]	[illegible] সময়	[illegible]/৯৮	[illegible]/৯৮	ডিসেম্বর/৯৮	জানুয়ারি/৯৯
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] তম মাস	[illegible] মাস
১। সিস্টেম লস	৭০%	৬৯%	৭৫.৩৩%	২৯%	২৭%
২। সবোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা(MW)	১৫	১৩.৩১	১১.২	১১.৩৫	১১%

সারণি হতে দৃশ্যমান যে সিস্টেমলস হ্রাসের সাথে সাথে বিদ্যুৎ চাহিদাও হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোচ্চ ৩৫% পর্যন্ত এ হ্রাস সংঘটিত হয়েছে।

সারণি-৪৪ হতে দেখা যায় যে, ১লা জুন/২০০১ বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা এবং লোড-শেডিং এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৮৩ MW এবং ৯৪ MW। কাজেই উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের আলোকে এটা স্পষ্ট যে ডেসার সিস্টেম লস যদি ১০%ও হ্রাস করা যায় তবে বিদ্যুতের চাহিদা হ্রাস পাবে প্রায় ১২৮ MW যা উক্ত লোড শেডিং এর চেয়ে অনেক বেশী। অর্থাৎ সিস্টেমলস যদি বিদ্যমান ৪০% থেকে হ্রাস করে ৩০%-পর্যন্তও নিয়ে আসা যায় তবে লোড-শেডিং ঢাকা শহরে থাকবেনা বললেই চলে।

৫.১৩. লো-ভোল্টেজ এবং ভোল্টেজ ওঠানামা সমস্যা:

লো-ভোল্টেজ এবং ভোল্টেজের ওঠা-নামা ডেসার অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ বিষয়ে গ্রাহক মতামত জরীপে ৪৫% গ্রাহক জানিয়েছেন যে, তাদের এলাকায় এখনও ভোল্টেজের ওঠানামা ঘটে। বৈদ্যুতিক ক্ষমতার দুটি অংশঃ প্রকৃত ক্ষমতা বা Mega Watt (MW) এবং রিয়্যাকটিভ পাওয়ার বা Mega Var। ক্ষমতার এ দুটো অংশই উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপন্ন বিদ্যুৎ থেকে উৎসারিত [illegible] ভোল্টেজের মান প্রকৃত ক্ষমতার চেয়ে রিয়্যাকটিভ ক্ষমতার উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল। এ কারণে একই [illegible] ক্ষমতার চাহিদার জন্য বেশী রিয়্যাকটিভ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সিস্টেমের ভোল্টেজ কম রিয়্যাকটিভ ক্ষমতাসম্পন্ন সিস্টেমের চেয়ে কম হবে। অর্থাৎ রিয়্যাকটিভ ক্ষমতার আধিক্যই সিস্টেম ভোল্টেজ হ্রাসের প্রধান কারণ। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ব্যুরো অব রিচার্স, টেস্টিং এন্ড কনসালটেশন(BRTC) এর মতে ডেসার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় স্থাপিত ট্রান্সফরমারগুলোর Improper Tap Settings লো-ভোল্টেজের এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। উল্লেখ্য যে, ট্রান্সফর্মারগুলোর ওভারলোড, সঞ্চালন লাইনের ওভারলোড এবং সর্বোপরি লো পাওয়ার ফ্যাক্টর রিয়্যাকটিভ ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এছাড়া BRTC এর মতে ডেসা কর্তৃক স্থাপিত ক্যাপাসিটর ব্যাংকসমূহের অযৌক্তিক অবস্থানও এর জন্য দায়ী।

লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান বিভিন্ন দেশে সাধারণত নিচেবর্ণিত উপায়ে করা হয়ে থাকে:

(১) লোড সেন্টারের কাছাকাছি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন।

(২) গ্রাহক- প্রান্ত ব্যবস্থাপনা: এ ব্যবস্থায় PF উন্নত করার জন্য তার আঙ্গিনায় PFI সিস্টেম স্থাপনের পরামর্শ দেয়া, বেশী বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারকারী গ্রাহককে সময় বিন্যাসের মাধ্যমে অপ-পিক আওয়ারে বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহী করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

(৩) সঞ্চালন সিস্টেমকে উন্নত এবং সম্প্রসারণ করা: এ ব্যবস্থা লাইন ভোল্টেজ ঘাটতি হ্রাসে সক্ষম হলেও রিয়্যাকটিভ ক্ষমতা কমাতে খুব একটা সহায়ক হয় না।

(৫) ট্রান্সফর্মারের ট্যাপ পরিবর্তনের মাধ্যমে: এতে সহজে এবং দ্রুত স্থানীয় ভোল্টেজের যথেষ্ট উন্নতি ঘটলেও পুরো বিতরণ নেটওয়ার্কে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। বরং পুরো নেটওয়ার্কে লো-ভোল্টেজের সমস্যা বিদ্যমান থাকলে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। BRTC এর মতে ট্রান্সফর্মারের ট্যাপ একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে স্থির রাখায় fixed position এ অফ পিক আওয়ারে ভোল্টেজ অত্যধিক বেড়ে যায়।

ডেসার গৃহীত ব্যবস্থা: ডেসার বিতরণ সিস্টেমে লো- ভোল্টেজ সমস্যা নিরসনের জন্য ডেসা ১৯৯৮ সন থেকে বিতরণ লাইনে বিশেষ করে ১১ কেভি লাইনে Fixed Capacitor Bank স্থাপনের কাজ শুরু করে এবং এ জন্য জুন/২০০১ পর্যন্ত ১৯০০ Fixed ক্যাপাসিটর ব্যাংক ক্রয় করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯৫০টি ক্যাপাসিটর ব্যাংক বিভিন্ন ১১ কেভি ফিডারে সংস্থাপিত হয়েছে। তবে BRTC এর মতে Fixed capacitor Bank এর বেশ কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। এ ধরনের capacitor কর্তৃক সরবরাহকৃত Reactive Power সিস্টেম ভোল্টেজের উপর নির্ভরশীল এবং সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়।

যেমন, লো-ভোল্টেজ অবস্থায় যখন সর্বোচ্চ Reactive Power সরবরাহের প্রয়োজন, তখন Fixed Capacitor Ba তার রেটেড রিয়াক্টিভ পাওয়ারের মাত্র কিছু অংশ সরবরাহ করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ ১১ কেভি ফিডারের ভোল্টেজ য ৮০% থাকে অর্থাৎ ৮.৮ কেভি হয় তবে ৩০০ কেভিআর (KVAR) ক্ষমতা সম্পন্ন Fixed capacitor Bank তার ক্ষমত মাত্র ৬৪% অর্থাৎ ২০০ KVAR সরবরাহ করতে সক্ষম। লাইনে ওভার-ভোল্টেজের ক্ষেত্রে এ অবস্থার আশংকাজন অবনতি ঘটে। ওভার-ভোল্টেজের ক্ষেত্রে যেখানে বিদ্যুৎ লাইন থেকে Reactive Power হ্রাস করার কথা, সেখানে Fixe Capacitor Bank উল্টো বিদ্যুৎ লাইনে অতিরিক্ত Reactive Power সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ লাইনে ১০% ওভারভোল্টেজের ক্ষেত্রে একটি Fixed Capacitor Bank তার রেটেড ক্যাপাসিটির ২১% বেশী Reactive Power সরবরাহ করে। অর্থাৎ ভোল্টেজ ওঠানামা সমস্যার সমাধানে Fixed Capacitor Bank তেমন কার্যকর প্রমাণি হয়নি।

উপরে বর্ণিত গ্রাহক জরীপে প্রাপ্ত ফলাফলও BRTC এর উক্ত মতামতকে সমর্থন করে।

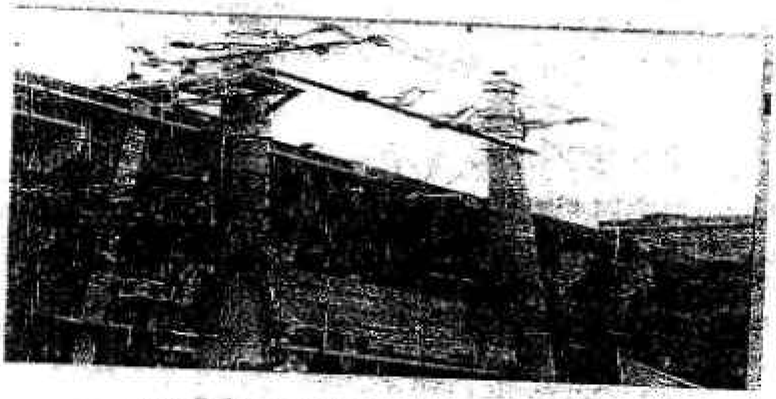

১১ কেভি ফিডারে স্থাপিত ক্যাপাসিটর ব্যাংক

উক্ত সমস্যার প্রেক্ষাপটে লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানে কোথায় কি ধরনের ক্যাপাসিটর স্থাপন করতে হবে এবং এতে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে- সে বিষয়ে একটি সুপারিশ BRTC কর্তৃক ইতোমধ্যে (ডিসেম্বর, ২০০০) ডেসার নিকট পেশ করা হয়েছে।

সারণি-৪৯: BRTC প্রদত্ত সুপারিশঃ

বাস	ভোল্টেজ লেভেল	ক্যাপাসিটর ক্ষমতা (MVAr)	ক্যাপাসিটরের [illegible]	অনুমিত ব্যয় (মিলিয়ন ডলার)
উলন	১৩২	১৫০	SVC	৬.৫০
শ্যামপুর	৩৩	১০	MSC	০.২৫০
ধানমন্ডি	৩৩	১৬	MSC	০.৩২৫
বসুন্ধরা	৩৩	৩০	MSC	০.৫০০
নারিন্দা	৩৩	১৬	MSC	০.৩২৫
হাসনাবাদ-১	৩৩	১০	MSC	০.২৫০
হাসনাবাদ-২	৩৩	১০	MSC	০.২৫০
সাতমসজিদ	৩৩	১০	MSC	০.২৫০
জিগাতলা	৩৩	১০	MSC	০.২৫০
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

তবে উক্ত সুপারিশমালা সম্বলিত Study Report ডিসেম্বর/২০০০ মাসে পেশ করা হলেও এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ডেসা কর্তৃক এখনও ১১কেভি Fixed Type capacitor Bank ক্রয় অব্যাহত রাখার বিষয়টি ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

৫.১৪. সার্বিক গ্রাহকসেবা

সারণি-৫০: সার্বিক গ্রাহকসেবার বিষয়ে গ্রাহক জরিপের ফলাফল:

মতামতের ধরন	গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা হার
খুব সন্তুষ্ট	১	১%
মোটামুটি সন্তুষ্ট	৪৭	৪৮%
মোটেই সন্তুষ্ট নয়	৫২	৫১%

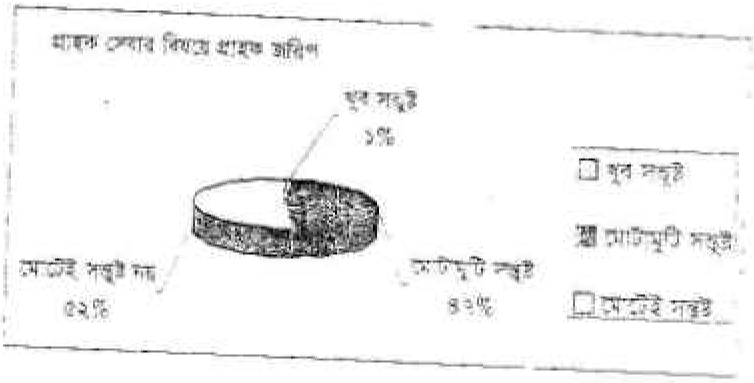

ডেসার গ্রাহকসেবার বিষয়ে জনসংস্কার কমিটির রিপোর্টে প্রদত্ত মন্তব্য:

"ডেসার গ্রাহক সেবার মান অগ্রহণযোগ্য এবং নিম্ন পর্যায়ের। বিদ্যুৎ সংযোগ প্রার্থী গ্রাহককে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোকের কাছে ধর্ণা দেয়ার মতো হয়রানি মোকাবেলা করতে হয়। সংযোগ স্থাপনের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকায় গ্রাহককে অনিশ্চিত সময় ধরে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। সেবার মানে গ্রাহকের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো প্রয়োজন "।

ডেসার সার্বিক পারফরমেন্স নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত Performance Indicator সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছেঃ

- রাজস্ব আদায়
- সিস্টেমলস
- কালেকশন / ইমপোর্ট অনুপাত

৬.১. কালেকশন / ইমপোর্ট অনুপাত

সারণি-৫১: :

সন	কালেকশন / ইমপোর্ট অনুপাত
১৯৯২-৯৩	৫৮.১০%
১৯৯৩-৯৪	৫৪.৫৯%
১৯৯৪-৯৫	৬০.৪২%
১৯৯৫-৯৬	৫৯.৭৩%
১৯৯৬-৯৭	৫৯.৫৫
১৯৯৭-৯৮	৫৭.৭৫%
১৯৯৮-৯৯	৫৬.৫১%
১৯৯৯-২০০০	৬৩.৪৪%
২০০০-০১	৬৫.৫৯%

কালেকশন / ইমপোর্ট অনুপাত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে দক্ষতার একটি কার্যকর নির্ণায়ক। মোট আমদানীকৃত বিদ্যুৎ শক্তির শতকরা কত ভাগ বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য আদায় করা সম্ভব হলো -তাই কালেকশন/ ইমপোর্ট অনুপাত নির্দেশ করে। উপরের সারণি হতে প্রতীয়মান যে ডেসার কালেকশন / ইমপোর্ট অনুপাত অধিকাংশ সময়েই ৬০% এর নীচে ছিল। অর্থাৎ বিক্রিকৃত বিদ্যুৎ শক্তির ৪০% এর মূল্যই অনাদায়ী রয়ে গেছে। যদিও সম্প্রতি এ অনুপাতের কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে একই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পিডিবির ক্ষেত্রে এ অনুপাত ৭৫% এবং আর,ই,বি ক্ষেত্রে প্রায় ৯৮%।

৬.২. সিস্টেমলস(এম.আই.এস মোতাবেক)

সারণি-৫২:

সন	সিস্টেম লস	
	টার্গেট (%)	অর্জিত ফল(%)
১৯৯২-৯৩	২২.৮২	৩১.৩৪
১৯৯৩-৯৪	২২.০০	৩১.৩৪
১৯৯৪-৯৫	২৪.৯৩	৩০.০০
১৯৯৫-৯৬	২৪.৯৩	৩০.০০
১৯৯৬-৯৭	২৩.৯৬	২৭.২৯
১৯৯৭-৯৮	২৫.৭১	২৭.৮৯
৯৮-৯৯	২৩.০৭	২৪.৯৮
৯৯-০০	২৩.০৭	২৫.৫১
২০০০-০১	২২.০০	২৫.৬৩

রাজস্ব আদায়:

সারণি-৫৩:

সময়	রাজস্ব আদায়(সমমাস)	
	টার্গেট	অর্জন
১৯৯২-৯৩	১.২১	০.৮৩
১৯৯৩-৯৪	১.১৭	০.৮০
১৯৯৪-৯৫	১.১৫	০.৮৮
১৯৯৫-৯৬	১.১৫	.০.৮৪
১৯৯৬-৯৭	১.১৫	০.৮১
১৯৯৭-৯৮	১.০০	.৭৯
৯৮-৯৯	১.০৫	০.৭৫
৯৯-০০	১.০৫	০.৮৫
২০০০-০১	১.০৫	০.৮৯

সারণি ৫২ এবং ৫৩ থেকে দৃশ্যমান যে সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন,২০০১ পর্যন্ত সময়ে সিস্টেমলস কিংবা রাজস্ব আদায়- কোন ক্ষেত্রেই কোন বছরে ডেসা টার্গেট অর্জনে সমর্থ হয়নি।

৬.৩. সিস্টেম লস এবং সিস্টেম লসের কারণে ক্ষতিঃ

সারণি-৫৪:

সন	বিদ্যুৎ আমদানী (MKWh)	বিক্রীত শক্তি (MKWh)	বিক্রীত টাকা	সিস্টেম লস(%)	সিস্টেমলসের জন্য ক্ষতি(কোটি)	৪০% সিস্টেম লস ধরে ক্ষতি (কোটি)	২০% সিস্টেম লস ধরে ক্ষতি (কোটি)
১৯৯১-৯২	২২৫৯.৭৮	১৪৫৬.৪১	৮০৩.৪৭	৩৫.৫৬	৪৪৩.২৬	৪৯৮.৬০	২৪৯.৩০
৯২-৯৩	৩৩৫৬.৩৯	২৩০৯.২৬	১০৪৭.১৩	৩১.১৯	৪৭৪.৮২	৬০৬.৯৪	৩০৪.৪৭
৯৩-৯৪	৩৬৯৬.০৬	২৫৩৮.৫৬	১১৫৭.৮০	৩১.৩৩	৫২৭.৯৬	৬৭৪.১৬	৩৩৭.০৩
৯৪-৯৫	৪১৬২.৩৯	২৯১৩.৫৫	১২৪৮.৮৩	৩০.০০	৫৩৫.২৫	৭১৩.৬৭	৩৫৬.৮৩
৯৫-৯৬	৪২২০.৭৫	৩২০৯.৫২	১৩৪১.৩৩	২৯.৪৭	৫৬০.২৪	৭৬০.৮০	৩৮০.৪০
৯৬-৯৭	৪৯৩৫.২৩	৩৫৯৮.৬৭	১৩৪৬.৮৬	২৭.২৯	৩০৫.৪৮	৭৪০.৯০	৩৭০.৪৫
৯৭-৯৮	৫৩১৮.৯৪	৩৯০৭.৭৯	১৫১১.১৫	২৭.৮৮	৫৮৪.৩৬	৮৩৮.৩৯	৪১৯.২০
৯৮-৯৯	৫৯৪৬.৩২	৪৪৬৯.২৩	১৪৭৭.৩৯	২৪.৮৪	৪৮৮.২৮	৯৭৬.২৮	৭৯৩.১৪
৯৯-০০	৬২০৪.০০	৪৮৩১.০০	১৬৭৩.০০	২৫.৭২	৫৭৯.৩৬	৯০১.০০	৪৫০.৫০
২০০০-০১	৭২৪০.৪০	৫৩৮০.৮৩	১৮৫৯.৬২	২৬.০৯	৬৪২.৬৮	৯৮৫.০০	৪৯২.৫০
মোট					৫৩৪১.৯৯	৭৫০৭.৬৪	৩৭৫৩.৮৪

সারণি থেকে দেখা যায় যে ডেসা কর্তৃক প্রণীত MIS অনুসারেই সিস্টেম লসের কারণে ডেসার সৃষ্টি থেকে জুন/২০০১ পর্যন্ত ১০ বছরে ক্ষতি হয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। অডিটের হিসাব মতে সিস্টেম লস ৪০% হলে এ লসের পরিমাণ প্রায় সাড়ে সাতহাজার কোটি টাকা ; এক্ষেত্রে যদি অবশ্যম্ভাবী টেকনিকাল সিস্টেমলস ১২% সহ মোট ২০% সিস্টেম লস স্বীকার্য হিসেবে ধরা হয়, তবে বাকী ২০% সিস্টেম লসের জন্যও গত ১০ বছরে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে ১৯৯০-৯১ থেকে জুন/২০০১ পর্যন্ত সময়ে বিদ্যুতের মূল্য হার বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎ বিক্রয় বাবদ ডেসার অতিরিক্ত আয় হয়েছে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিদ্যুতের সিস্টেম লস ২০%-এ রাখা সম্ভব হলেও গত ১০ বছরে বিদ্যুতের মূল্য হার বৃদ্ধি না করেই ডেসাকে একটি লাভজনক সংস্থায় উন্নীত করা সম্ভব হতো।

৬.৪. পুঞ্জিভূত বকেয়া:

সারণি: ৫৫: মোট বকেয়া বিবরণী.

সময়	বকেয়ার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	শতকরা বৃদ্ধি/হ্রাস
অক্টোবর/৯১	২৩১.০৮	-
জুন/৯২	২৪২.০০	৫%
জুলাই/৯৪	৩৯১.৫৩	৬২%
জুন/৯৫	৪৫৩.৭৫	১৪%
জুন/৯৬	৫৮৫.৬০	২৯%
জুন/৯৭	৮২৩.১০	৪১%
জুন/৯৮	৯৯৮.০০	২১%
জুন/৯৯	১২৪৪.০০	২৫%
জুন/২০০০	১৩৯৬.০০	১২%
জুন/২০০১	১৪৮০.৮০	৬%

ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া(কোটি টাকা)

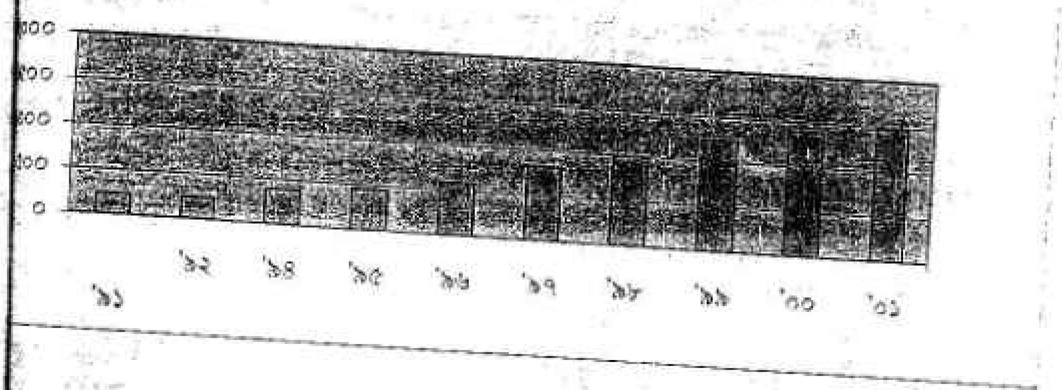

খাতভিত্তিক বকেয়া

সারণি ৫৬ :

সময়	সরকারী প্রতিষ্ঠান		স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান		বেসরকারী প্রতিষ্ঠান		মোট	
	বকেয়া	সমমাস	বকেয়া	সমমাস	বকেয়া	সমমাস	বকেয়া	সমমাস
স্ট/৯৬	২৬৯.১৭	৬.০৩	১২৪৪.১৪	১২.৫৪	৫০৮৩.১৭	১১.১৩	৬৫৯৬.৪৮	১১.০৮
/৯৭	৬০৪.৬২	১২.১৩	১২৩০.১১	৭.৮৫	৬২৪৪.৯৩	১১.৬৭	৮২৩০.৮২	১১.০০
/৯৮	৫৮১.১৮	৯.৮৯	১২২৪.০৯	৬.৯৩	৮১৭৫.২৭	১৪.৭০	৯৯৮১.০০	১২.৮১
/৯৯	৮২০.৩	৮.৭৫	১৯৮২.৪৪	১০.৫৬	৯৬৩৯.৪৩	১৬.১৫	১২৪৪১.৯৪	১৪.১৭
/০০	১৭০৯.৮৮	১৮.৪৮	২৬৭৩.৮৪	১৩.৬৬	৯৫৮১.৩৫	১৭.১৭	১৩৯৬৫.০০	১৬.৫০
/০১	১৯১৩.২৬	২০.১৮	২৪৯৪.৩০	১০.৮৪	১০৫০০.৭৬	১৬.৭৬	১৪৮০৮.৩২	১৫.৬৬

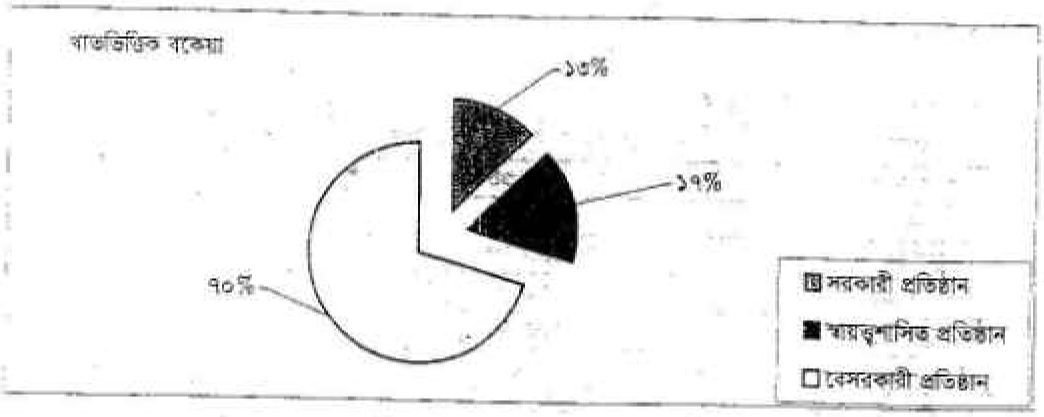

সারণি থেকে প্রতীয়মান যে বিদ্যুৎ বিল বাবদ গ্রাহকদের কাছে ডেসার মোট বকেয়া ক্রমবর্ধমান যা ডেসার সৃষ্টিলগ্নে বিদ্যমান ২৩১ কোটি টাকা থেকে ১০ বছরে প্রায় সাত গুন বৃদ্ধি পেয়ে জুন/২০০১-এ প্রায় ১৫০০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। উক্ত বকেয়ার প্রায় ৭০% এর জন্য দায়ী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান । অন্যদিকে সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে পাওনার পরিমান মোট বকেয়ার মাত্র ৩০% ।

সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়ার মূল কারণ বাজেট বরাদ্দের অভাব (যা প্রায় ১৭ মাসের বিলের সমপরিমাণ) হলেও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট এত বিপুল পরিমান বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ে ডেসার দায়িত্ব- শিথিলতা এবং অদক্ষতারই পরিচয় বাহক।

উদাহরণস্বরূপ বকেয়া আদায়ে পারফরেমন্স অডিট টীম কর্তৃক নিরীক্ষিত বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, সাতমসজিদ এবং বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, খিলগাঁও এর কর্মতৎপরতা তুলে ধরা হলো:

<u>বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, সাতমসজিদ:</u>

সারণি-৫৭:

মাস	মোট বকেয়া (কোটি টাকা)	[illegible]		মোট বকেয়ার শতকরা হার	আদায়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
		গ্রাহক সংখ্যা	বকেয়া (লক্ষ টাকা)		
৯/৯৫	৪০.৬০	৭৪	২৩.৯৬	.০১%	৬.৩৩
১২/৯৫	৪৩.৫০	২১	০.৮৬	.০২%	০.৫৯
৯/৯৬	৪৮.৬০	৩৪	০.৬৬	.০১%	০.২২
৯/৯৭	৫৪.৫০	৮৫	০.৫৬	.০১%	০.৪৯
৬/৯৮	৬৮.২২	৯০	৪.৫০	.০১%	৩.৫০
৯/৯৯	৭৫.৪০	৪৫৭	১২৩.১৫	.০২%	৩২.৫৩
৬/০০	১০০.০০	২৮৭	৩.৭৩	.০০১%	২.৬১

বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, খিলগাঁও:

সারণি-৫৮:

মাস [illegible]	[illegible] বকেয়া (লক্ষ টাকা)	[illegible] সংযোগ বিচ্ছিন্ন [illegible]		[illegible] বকেয়ার শতকরা হার	আদায় (লক্ষ টাকা)
		গ্রাহক সংখ্যা	জড়িত বকেয়া টাকা (লক্ষ)		
৭/৯৫	২১৩৭	২২৯	২৯.০০	.০১%	৩.৩
১/৯৬	২৫১৮	৩৬	৬.৮০	.০১%	০.৫
৭/৯৭	৪৪৯৪	৩৯৪	৭৫.৪৭	.০২%	৯.৪৭
১/৯৮	৫১১৯	১০৯	১৭.৫১	.০০১%	১০.০১
১২/৯৯	৬০৪৪	১৪৫	২০.০০	.০০	৪.৪

তবে সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কাছে ডেসার যে বকেয়ার অঙ্ক প্রদর্শিত হয়ে আসছে তা সঠিক নয়। কারণ, নিরীক্ষাকালে দেখা গেছে যে অনেক সরকারী / স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে মিটার নেই কিংবা মিটার ত্রুটিযুক্ত। বছরের পর বছর ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির বিপরীতে প্রাক্কলিত বিল প্রণয়ন করা হলেও উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মিটার স্থাপনের কোন উদ্যোগ ডেসার সংশ্লিষ্ট অফিসগুলো থেকে নেয়া হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলাপে স্পষ্ট হয়েছে যে অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয় না ; কারণ এস্টিমেটেড বিল প্রণয়নের মাধ্যমে অনেকক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তির চেয়ে বেশী বিদ্যুৎ বিল প্রণয়ন করে বেসরকারী খাতে সংঘটিত অত্যধিক সিস্টেম লসকে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বাণিজ্যিক পরিচালন অফিস, খিলগাঁও নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, উক্ত অফিসের আওতাধীন ৪৬টি উচ্চ চাপ গ্রাহকের (এফ শ্রেণী) মধ্যে ৩৮টি ঢাকা ওয়াসার পাম্প হাউস। উক্ত ৩৮টির মধ্যে কোনটিরই কোন মিটার নেই। বছরের পর বছর এস্টিমেটেড বিল প্রণয়ন করা হচ্ছে। একইভাবে গণপূর্ত বিভাগের আওতাধীন বেশ কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন সচিবালয়, অফিসার্স কোয়ার্টাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন মিটার নেই কিংবা মিটার থাকা সত্ত্বেও বছরের পর বছর অনুমিত বিল জারী হচ্ছে ।

৬.৬. এমআইএস প্রতিবেদনে প্রদর্শিত বকেয়া সঠিক নয়ঃ

ডেসা কর্তৃক প্রণীত এম.আই.এস প্রতিবেদনে প্রদর্শিত বকেয়ার মূল ভিত্তি হচ্ছে বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রণীত MOD। উক্ত MODতে বিদ্যুৎ বিল বাবদ বকেয়া দেখান হয় মোট বিক্রীত বিল ও আদায়কৃত অর্থের বিয়োগফল হিসেবে। কিন্তু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিভাগগুলি কর্তৃক সিস্টেমলস কম প্রদর্শনের লক্ষ্যে MODতে প্রকৃত বিক্রীত বিদ্যুৎ শক্তি অপেক্ষা বেশী বিদ্যুৎ শক্তি প্রদর্শন করা হয়। উদাহরনস্বরূপ বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ, খিলগাঁও কর্তৃক প্রণীত MODতে জুন/১৯৯৯ থেকে বিদ্যুৎ বিল বকেয়ার পরিমাণ প্রদর্শিত হয় না। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জানানো হয় যে প্রকৃত বকেয়ার পরিমাণ সম্বন্ধে তারা অবহিত নন কারণ MODতে এতদিন যাবত যে সিস্টেম লস বা বিক্রীত শক্তির পরিমাণ প্রদর্শিত হয়ে আসছে তা সঠিক নয়। ফলে MODতে বিদ্যুৎ বিল বাবদ বকেয়ার পরিমাণ দেখান হয়না। অডিটের ধারণা MODতে প্রকৃত সিস্টেমলস প্রতিফলিত হলে প্রকৃত বকেয়ার পরিমাণ অনেক কম হবে।

৬.৭. ডেসার কাছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পাওনা:

সারণি-৫৯:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	বকেয়া বিল (কোটি)	ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া (কোটি)
১৯৯১-৯২	৩৫৪.৪২	২৬৪.৮৫	৮৯.৫৬	৮৯.৫৬
৯২-৯৩	৫২৭.৬০	৪৬৯.৯৫	৫৭.৬৪	১৪৭.২১
৯৩-৯৪	৫৮১.৭২	৪৩৫.৭৮	১৪৫.৯৪	২৯৪.১৫
৯৪-৯৫	৬৩৯.৫৬	৫৩১.২৫	১০৮.৩১	৪০১.৪৬
৯৫-৯৬	৭১৮.৬৯	৬২৪.১৩	৯৪.৫৫	৪৯৬.০২
৯৬-৯৭	৭৯৯.৫০	৬২৯.০০	১৭০.৫০	৬৬৬.৫১
৯৭-৯৮	৯১৭.৯১	৬০০.০০	৩১৭.৯১	৯৮৪.৪৩
৯৮-৯৯	১০২২.৬১	৩১০.০০	৭১২.৬১	১৬৯৭.০৪
৯৯-২০০০	১১৯৩.৩২	৯৩০.০০	২৬৩.৩২	১৯৬০.৩৬
২০০০-২০০১	১১১৮.৩২	১০২৩.০০	৯৮.৩২	২০৫৮.৬৮

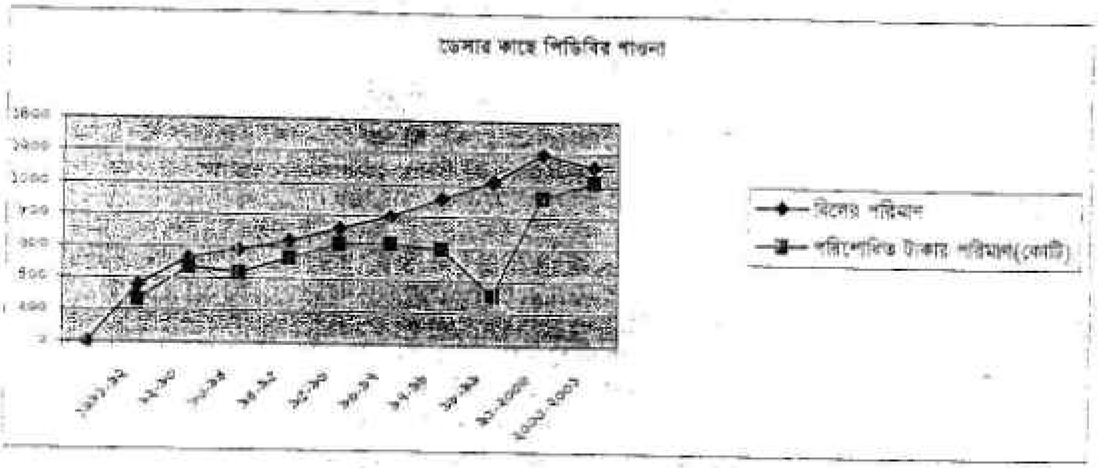

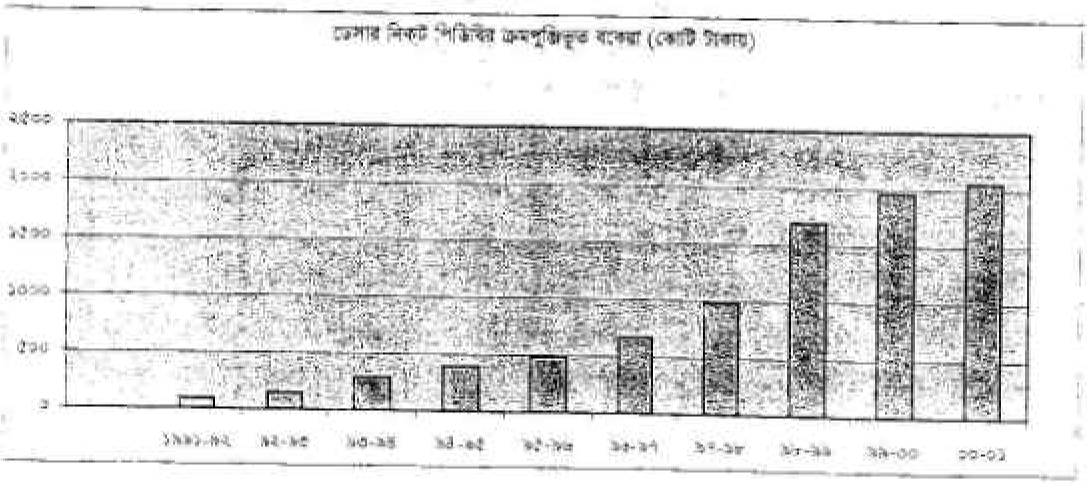

৬৮. ডেসার নিজস্ব এলাকায় সিস্টেমলস:

সারণী-৬১

মাস	[illegible] (MKWh)	[illegible] (MKWh)	[illegible]	[illegible] (MKWh)	[illegible]	[illegible]
জুন/০০	৫৬৮.২৮২	৪৫০.২০৮	২০.৭৮%	১৩৩.৯৬৬	২৯%	৩৫.২০%
মে/০১	৬০৩.৫৪৩	৪৮৯.১১৮	১৮.৯৬%	২০৭.২৭৮	২৮.৫%	৩৪%
জুন/০১	৬১৭.৬৬৮	৪৯৭.২৯৭	১৯.৪৯%	১৯৮.৬৮৬	২৮.৭৪%	৩৩.৩৭%

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডেসা পিডিবি থেকে ১৩২কেভিতে বিদ্যুৎ আমদানি করে ৩৩কেভিতে সঞ্চালনের মাধ্যমে ১১কেভিতে ডেসার নিজস্ব গ্রাহককে এবং ৩৩কেভিতে আর,ই,বি এবং ডেসকোকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। অর্থাৎ আর,ই,বি এবং ডেসকোর নিকট বিক্রীত বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ডেসার কোন বিতরণ সিস্টেম লস নেই। অতএব, এম.আই.এস প্রতিবেদনে ডেসার বিতরণ সিস্টেমলস জুন/০০, মে/০১ এবং জুন/০১-এ যথাক্রমে ২০.৭৮%, ১৮.৯৬% এবং ১৯.৪৯% প্রদর্শিত হলেও ডেসার নিজস্ব বিতরণ এলাকায় সিস্টেমলস প্রকৃতপক্ষে ছিল যথাক্রমে ২৯%, ২৮.৫% এবং ২৮.৭৪%।

অর্থাৎ এতেও প্রমাণিত হয় যে গত এক বছরে ডেসার সিস্টেমলস বিতরণ পর্যায়ে হ্রাস পায়নি।

Power Factor সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	ফার্মের নাম	হিসাব নং	পাওয়ার ফ্যাক্টর
১।	মোঃ এফ,কে, লেদার ৯৫/৩/এ, হাজারীবাগ, ঢাকা।	৫২০৬০	০.৬
২।	মোঃ এশিয়া ট্যানারী	৫৩২৫৯	০.০৬
৩।	মোঃ মিজিয়ান সুমন	৪৪৩৭৯	০.৬
৪।	নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-২, ওয়াসা	১২০৭১৬	০.৮
৫।	এম/এস ইউসুফ	১২১১২৩	০.৮
৬।	এম. এস শাহজান ট্যানারী	১২০৭১৯	০.৮০
৭।	এম.এস স্বাধীন ট্যানারী	১২১১২৪	০.৬০
৮।	বেঙ্গল সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ	১২১১২৮	০.৬০
৯	হৃদরোগ ইন্সটিটিউট	১২০৩২৯	০.৮০

ক্রমিক নং	হিসাব নং	[illegible] প্রদর্শিত		মিটার বইতে প্রদর্শিত	
		[illegible]	[illegible]	ডিজিটাল মিটার স্থাপনের পূর্বে গড় ব্যবহার	স্থাপনের পর[illegible] গড় ব্যবহার
১।	সি-৮৩১৪৫	১৯১৫২	২৭১৩১	৫৫০০	৬৫০০
২	সি-৮১৯৩১	১৯০৭৭	৩৪৯৩৬	৭০১৫	৮৬২৬
৩।	সি-৮৫৩৯৩	১৫১২৮	১২৯৭৫	৫০০০	৪৫০০
৪।	সি-৯৩৬৬৪	১০১০৭	৯৫৯৯	৩৫২৩	২৭৮১
৫।	সি-৯৩৭৭৫	১০৩৯৯	৮৫৯৫	৩১৭২	২৬৪৫
৬।	সি-৮০৮০৭	৮০৫০	১৫২২৪	৩১৯৮	৫৫২৭
৭।	সি-৮০৯১৮	১৭৬৮১	২৯৭৮৮	২৯৫০	৭৪৮৪
৮।	সি-৮৩৯৬	১০৫১৪	২৯২৭৯	৪০৯৭	৮৪৪৫
৯।	সি-৮৫৪২৮	৩৪৩৯৪	২৯০৩৭	৮০০০	১১০০০

লেজারের সমাপনী স্থিতি (পাওনা টাকা) পরবর্তী লেজারে স্থানান্তর না করা সংক্রান্ত বিবরণী:

ক্রমিক নং	হিসাব নম্বর	সময়কাল	জড়িত টাকা
১।	১৯৭৫০	১২/৯৮ পর্যন্ত	২২,৮৫৫/=
২।	১৯৭৫১ ১৯৭৫৫	-	১৭৬৯৮/=
৩।	পি-২৫৯৪	১২/৯৬পর্যন্ত	১৪,০৫০/=
৪।	পি-১৪৯৪৫	২/৯৮ পর্যন্ত	১০,২৪৬/=
৫।	পি-১৪৯৭৫	৪/৯৯ পর্যন্ত	২৮,৬৫৬/=
৬।	পি-১৫০৫৬	৬/৯৮ পর্যন্ত	১৯,০৭১/=
৭।	পি-১৫০৬৬ পি-১৫০৬৭ পি-১৫০৬৮	৬/৯৯ পর্যন্ত ঐ ঐ	২৮,৯০৯/= ১৭,৩৩৪/= ১৩২৯৪/=
৮।	পি-১৫০৬৯	৬/৯৯ পর্যন্ত	১৬,২৪৮/=
৯।	পি-১৫০৭৪	ঐ	১৫,৬৯৮/=
১০।	পি-১৫১০৪	৪/৯৯	১০,১৩৩/=
১১।	পি-১৫১২২	৩/৯৬	১৯৮,৮৭৯/=

নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি:

- <u>নিরীক্ষাদলে অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ:</u>
  1. জনাব মো: শাহাবুদ্দিন পাটোয়ারী, উপ-পরিচালক
  2. জনাব মো: ফজলুল হক , নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
  3. জনাব মো: হুমায়ুন কবির, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
  4. জনাব মো: আসহাবুল হক, এস.এ.এস অধীক্ষক
  5. জনাব মো: আবদুল হাই (অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার,ডেসা), টেকনিক্যাল পরামর্শক

- নিরীক্ষা পরিকল্পনা পর্যায় : ১-১-২০০১ থেকে ৩১-০৩-০১
- পরীক্ষণ পর্যায় : ১৮-৪-০১ থেকে ৩০-০৯-০১
- রিপোর্ট প্রণয়ন পর্যায় : ০১-১০-০১ থেকে ১০-১২-০১